* সবশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

ESTD. 1878 REGD. NO. C 1080

সাধনা বিউটি ক্রীম সৌন্দর্য লোকের প্রবেশপত্র
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

আনন্দবাজার পত্রিকা
ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

কেয়োহোড় আয়ুর্বেদীয় মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
চুল উঠা বন্ধ করে মাথা ঠাণ্ডা রাখে

৫০ বর্ষ ২২৮ সংখ্যা শুক্রবার, ১২ কার্তিক, ১৩৭৮ (৭ কার্তিক, ১৮৯৩ শক) Friday, Oct. 29, 1971. মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

ভারত-চীন সম্পর্ক উন্নততর হবার আভাস সুস্পষ্ট

ভিয়েনায় শ্রীমতী গান্ধীকে চীনা দূতের সম্বর্ধনা

তারাপদ বসু
(প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সফররত প্রতিনিধি)

ভিয়েনা ২৮ অকটোবর—ভারত-চীন সম্পর্কের মাঝে যে বাধার পাহাড় ছিল তা অপসারিত হচ্ছে। এর সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া গিয়েছে গত রাত্রের ঘটনায়।

অস্ট্রিয়ার চ্যানসেলর ব্রুনো ক্রেইসকি আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সম্মানার্থে ভিয়েনার ফেডারেল চ্যানসেলারিতে একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। অস্ট্রিয়াস্থ চীনা রাষ্ট্রদূত ওয়াং হিউই হিয়ি সেই সভায় শ্রীমতী গান্ধীকে আন্তরিকভাবে প্রীতিসম্ভাষণ জানান। সুতরাং বলা যায়, বরফ গলছে।

সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত অস্ট্রিয়ার কূটনীতিকরা এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সকৌতুকে চীনা রাষ্ট্রদূতের ওই অভিনন্দন জ্ঞাপন লক্ষ্য করেন। চীনা রাষ্ট্রদূত ওয়াং সম্প্রতি ভিয়েনা এসেছেন। চীন স্থানীয় দূতাবাসটিকে একটি প্রধান দূতাবাসে পরিণত করার পরিকল্পনা করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াও ভারতের বহির্বিষয়ক সচিব শ্রী টি এন কলের সঙ্গেও ওয়াং প্রীতি শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। চীন রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রবেশ করায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী চীনা প্রধানমন্ত্রী চু এন লাইকে যে অভিনন্দন বার্তা পাঠান, তারপরেই এই প্রীতি বিনিময় লক্ষণীয়। হয়ত প্রীতি বিনিময়েই সব শেষ হয়ে যাচ্ছে না। এটা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর ভবিষ্যত চীন সফরের ইঙ্গিতবহ। অবশ্য তার আগে কর্মচারী পর্যায়ে সযত্নে প্রস্তুতি চলবে।

এখানে উল্লেখ করা যায়, চীনের প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাই সর্বশেষ ভারত সফর করেন স্বর্গত জওহরলাল নেহরু ভারতের প্রধানমন্ত্রী থাকা কালে। তাঁর সফরের পর কিন্তু ভারতের দিক থেকে কেউ চীনে যাননি। তবে, ভারত যে ভারত-চীন সম্পর্কের উন্নতিসাধনে আগ্রহী এবং উভয় দেশের মধ্যে সুফলপ্রসূ আলোচনা চায়, বিশ্ববাসী বেশ কিছুদিন থেকেই তা লক্ষ্য করছিল। তাই চীনের বন্ধু প্রতীচ্যের কয়েকটি দেশ ভারতকে জানায় যে, চীনও ভারতের ডাকে সাড়া দিতে ইচ্ছুক।

এটা বলাই বাহুল্য, প্রধানমন্ত্রীর সফর ও সুফলপ্রসূ আলোচনার আগে নয়াদিল্লি ও পিকিং উভয় দেশেই রাষ্ট্রদূত স্তরে উভয় দেশের প্রতিনিধি নিয়োগ প্রয়োজন। চীন যদি সত্যি আগ্রহী হয়, তবে বাংলাদেশ নিয়ে পাক জঙ্গীচক্রের সৃষ্ট উত্তেজনা এবং মারকিন প্রেসিডেন্ট নিকসনের প্রস্তাবিত পিকিং ও মসকো সফর

পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

রাষ্ট্রপুঞ্জ ও বিশ্বের মনোভাবে ইন্দিরাজীর তীব্র সমালোচনা

ভিয়েনা, ২৮ অকটোবর—বাংলাদেশ ও সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টি সম্পর্কে যেসব দেশ পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতকেও সমানভাবে দায়ী করার চেষ্টা করছে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ তাদের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, তাদের ওই যুক্তি অচল।

ভারত পাক সীমান্ত উভয় দিক থেকে সৈন্যাপসারণের প্রস্তাব যারা করছে তারা পাকিস্তান সীমান্ত সৈন্য সমাবেশ করার সময় কেন চুপ করে ছিলেন তা জানতে চান।

শ্রীমতী গান্ধী প্রশ্ন করেন: পাক সৈন্য সমাবেশের সময় রাষ্ট্রপুঞ্জ বা

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

উ থানট সকাশে সমর সেন

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ২৮ অকটোবর—রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রীসমর সেন আজ রাষ্ট্রপুঞ্জের সেকরেটারি জেনারেল উ থানটের সঙ্গে দেখা করেছেন। উভয়ের মধ্যে বাংলাদেশ নিয়ে দেড় ঘণ্টা আলোচনা হয়। —পি টি আই

রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রতিনিধি পাঠানো সম্পর্কে চীন সরকার নীরব

পিকিং, ২৮ অকটোবর—চীনের প্রতিটি বেতার কেন্দ্র থেকে রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের অন্তর্ভুক্তি ও তাইওয়ানের বহিষ্কারের খবর ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু চীনা প্রতিনিধি রাষ্ট্রপুঞ্জে তাঁর নির্দিষ্ট আসনটি কবে নাগাদ গ্রহণ করবেন—সে সম্পর্কে চীন সরকার এখন পর্যন্ত নীরব।

এদিকে চীনা কমিউনিসট পারটির মুখপাত্র "পিপলস ডেইলী"র সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, ১৯৪৯ সালে চিয়াংকাইশেখ বিতাড়িত হওয়ার পর রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের আসন লাভ স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত ছিল। ঐ সম্পাদকীয়কে আরও বলা হয়েছে যে, ভোটাভুটিতে আমেরিকা বড়রকমের ধাক্কা খেয়েছে। —রয়টার

কলকাতায় অপ্রদীপ মহড়ার এলাকা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক প্রেস-নোটে জানানো হয়েছে, প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত ৩০ অকটোবর দক্ষিণ কলকাতা, ৩১ অকটোবর মধ্য কলকাতা এবং ১ নভেম্বর উত্তর কলকাতায় অপ্রদীপ মহড়া অনুষ্ঠিত হবে।

দক্ষিণ কলকাতার থানাগুলি হল: বেনেপুকুর, পার্ক স্ট্রীট, কড়েয়া, বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, আলিপুর, ভবানীপুর, নিউ আলিপুর, গার্ডেন রিচ,

পঞ্চম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে দ্রষ্টব্য

চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলবে

— স্বর্ণ সিং

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৮ অকটোবর—আজ এখানে সংসদের বহির্বিষয়ক দফতরের উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে বহির্বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং বলেছেন, ভারত ও চীনের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য ভারত সররকম চেষ্টা চালিয়ে যাবে। প্রয়োজনে দুই দেশের মধ্যে রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের চেষ্টাও চলবে।

শ্রীস্বর্ণ সিং এই মন্তব্যও করেন যে, তাঁর ধারণা দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক অনেকখানি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

শ্রীস্বর্ণ সিং সদস্যদের জানিয়েছেন, পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতকে সার্বিক সমর্থন জানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

শ্রীস্বর্ণ সিং রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের অন্তর্ভুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, চীনকে আসন দিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জ ঠিক কাজই করেছেন। এতদিন যা চলছিল তা বাস্তবোচিত নয়। চীন রাষ্ট্রপুঞ্জে সদস্য হওয়ার ফলে বিশ্ব ঘটনাবলীর ভবিষ্যৎ গতিপথকে চীন কতটা প্রভাবিত করতে পারবে শ্রীস্বর্ণ সিং এই অবস্থায় সে সম্পর্কে ঝুঁকি নিয়ে কিছু বলতে অস্বীকার করেন।

সদস্যরা তাঁদের ইচ্ছা ব্যক্ত করে বলেন যে, চীনের সঙ্গে সম্পর্ক যাতে স্বাভাবিক হয় তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। শ্রীস্বর্ণ সিং নাকি সদস্যদের এই বলে আশ্বাস দিয়েছেন যে, সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলার ব্যাপারে তাঁর সরকারের আগ্রহ রয়েছে। তিনি আরও বলেন, সরকার এই ব্যাপারে পিকিংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন।

বাংলাদেশের ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনাকালে বহির্বিষয়ক মন্ত্রী সেখানকার পরিস্থিতির একটি চিত্র নাকি তুলে ধরেন এবং মুক্তিবাহিনী ও আওয়ামী লীগের সামর্থ্য ও মনোবল যে ক্রমেই বেড়ে চলেছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তথ্যাদি পরিবেশন করেন।

শ্রীসিং পাক-ভারত সীমান্ত বরাবর উত্তেজনা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে বলেন, ভারত কিন্তু যুদ্ধ করতে চায় না, সে আত্মরক্ষা করতে বদ্ধপরিকর।

বাংলাদেশ প্রশ্নে বিশেষ করে, শরণার্থী প্রত্যাবর্তন ও রাজনৈতিক সমাধানের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক অভিমত এখন কিছুটা অনুকূল বলে শ্রীসিং উল্লেখ করেন।

তিনি সদস্যদের আরও বলেন, পাকিস্তানের বৈদেশিক কূটনীতিরা

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

বিদেশী প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলবেন না

এম এন এ-দের প্রতি আওয়ামী লীগ

রাজনৈতিক সংবাদদাতা

যেসব এম এন এ বিদেশী প্রতিনিধিদের সঙ্গে, বিশেষভাবে মারকিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে বাংলা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলেছেন বা বলছেন আওয়ামী লীগ ওয়ারকিং কমিটি তাঁহাদের "সাবধান" করে দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার আওয়ামী লীগ ওয়ারকিং কমিটি সিদ্ধান্ত নয়েছেন, এই কাজ যাঁরা করবেন তাঁদের বিরুদ্ধে 'চূড়ান্ত' শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আওয়ামী লীগ এ দিন আবার ঘোষণা করেছেন, পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোনও শর্তে তাঁরা কোনও কাজ করতে রাজি নন।

আওয়ামী লীগ ওয়ারকিং কমিটি আরও স্থির করেছেন যে এখনই দলের নেতৃত্বে কোনও পরিবর্তন প্রয়োজন নেই।

মুক্তি বাহিনীর সঙ্গে রাজনৈতিক **পর্যায়ে যোগাযোগ রাখার প্রস্তাবও কমিটি নিয়েছেন।**

কমিটি এই দিন বাংলা দেশ সরকারকে এই অনুরোধ জানিয়েছেন যে, যাদের হাতে অস্ত্র দেওয়া হচ্ছে তাদের পূর্ণ তালিকা যেন রাখা হয়।

ভারতের টেবিল টেনিস দল বৃহস্পতিবার সকালে চীনের পথে হংকং যাত্রা করে। সামনের সারিতে বাঁদিক থেকে ডানদিকে দাঁড়িয়ে—টি ডি রঙ্গরামানুজম (দলের ম্যানেজার) মায়েরা মণ্ডলা, কাইতি চারজম্যান, দিল্লির চীনা দূতাবাসের দ্বিতীয় সেকরেটারি ইউন চেং মিন, রূপা মুখারজি, শৈলজা সালোখে ও ফারুক গোদাইজি (নন প্লেয়িং ক্যাপটেন)। সামনের সারিতে হাঁটু গেড়ে বসে এ টি এম ইয়াহিয়া। দ্বিতীয় সারিতে ডান দিক থেকে দাঁড়িয়ে দিলীপরাজ সাকসেনা, মীর কাসিম আলি, দীপক ওয়াধেরা, একজন চীনা অফিসার ও জি জগন্নাথ। —রেডিও ফটো

পিং-পং দল পিকিং চলল

দিল্লি অফিস

২৮ অকটোবর—পিকিং-এ আফরো-এশিয়া টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য ১১ জন সদস্যের ভারতীয় দল আজ পিকিং-এর পথে হংকং যাত্রা করেছে। আগামী ৩ নবেমবর থেকে ১৩ নবেমবর পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা চলবে।

গুপ্তচর চক্র, দমন সম্পর্কে জরুরী বৈঠক

স্টাফ রিপোরটার

বিদেশী গুপ্তচর এবং পাকিস্তানের হয়ে যারা নাশকতামূলক কাজ করছে তাদের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য কেন্দ্র পূর্বাঞ্চলের রাজ্য সরকারগুলিকে এক জরুরী নির্দেশ দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার কলকাতায় ওই খবর জানা যায়।

এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারগুলিকে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের সাহায্য দেওয়া হবে।

বৃহস্পতিবার বিদেশী গুপ্তচরদের কার্যকলাপ এবং তাদের "ফরেনারস অ্যাকট" অনুযায়ী আটক করার বিধি ব্যবস্থা সম্পর্কে কলকাতায় এক জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার জয়েনট সেকরেটারি শ্রীবি ডি ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা ও

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

ওয়াশিংটনে মারশাল টিটো

ওয়াশিংটন, ২৮ অকটোবর—গতকাল যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেনট মারশাল টিটো এখানে এসে পৌঁছেছেন। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে এটিই তাঁর প্রথম সরকারী সফর। প্রেসিডেনট টিটো মারকিন প্রেসিডেনট নিকসনের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়া, ইউরোপের বিভিন্ন বিষয় এবং পূর্ব-পশ্চিমের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করবেন। —রয়টার

জলঢাকায় আরো দু'জন সাসপেনড

স্টাফ রিপোরটার

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের জলঢাকা প্রকল্পের আরও দু'জন কর্মীকে সামরিক বরখাস্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে ওই প্রকল্পে নয়জন কর্মীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হল।

বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র এই খবর জানান। তিনি বলেন, জলঢাকা প্রকল্পের কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবে চলছে।

ওয়ারকস মেনস ইউনিয়নের অভিযোগ

পশ্চিমবঙ্গ স্টেট ইলেকট্রি সিটি বোরড ওয়ারকমেনস ইউনিয়ন-এর পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় জলঢাকা প্রকল্পে সাতজন কর্মীতে সসপেনড করা হয়েছে এবং ব্যাণ্ডেল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রেও কতিপয় কর্মীর উপর অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা শোনা যাচ্ছে। রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্যই শাসক গোষ্ঠী অভিযোগ শুরু করে দিয়েছেন।

ফাঁকা মাঠে গোল

নয়াদিল্লি, ২৮ অকটোবর—পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে উপ-নির্বাচনে পূর্ব বাংলা থেকে ৩৩ জন প্রার্থীকে আজ নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে। এই ৩৩ জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে নাকি আর কোন প্রার্থী ছিল না। ফলে তাঁরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতীয় পরিষদের সদস্য বনে গেলেন। এই খোস খবরটি প্রচার করা হয়েছে ঢাকা রেডিও থেকে।

উল্লেখ্য, গত সাধারণ নির্বাচনে এই ৩৩ জনই আওয়ামি লীগ প্রার্থীদের কাছে গোহারা হেরেছিলেন। ৭৮টি শূন্য আসনে উপনির্বাচন হওয়ার কথা আগামী ডিসেমবর মাসে। আজ ছিল মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। —ইউ এন আই

শিল্পঋণ ও লগ্নী সংস্থাকে বিশ্ব ব্যাংক আরও ঋণ দিল

নয়াদিল্লি, ২৮ অকটোবর—শিল্প সংস্থাগুলিকে মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে সাহায্য করার জন্য বিশ্ব ব্যাংক শিল্প ঋণ ও লগ্নী করপোরেশনকে অতিরিক্ত আরও ৪৫ কোটি টাকা দিয়েছেন। এই নিয়ে শিল্প ঋণ ও লগ্নী করপোরেশনকে বিশ্ব ব্যাংক মোট ১৯৫ কোটি টাকা ঋণ দিলেন। —ইউ এন আই

রুশ বিমান বাহিনীর প্রধান নয়াদিল্লি আসছেন শনিবার

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৮ অকটোবর—সোভিয়েট বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার মারশাল পি এস কুতাকোভ ৬ দিনের ভারত সফরের উদ্দেশ্যে আগামী শনিবার নয়াদিল্লি পৌঁছচ্ছেন। প্রতিরক্ষা দফতর থেকে আজ সরকারীভাবে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

প্রতিরক্ষা দফতর থেকে প্রথমে বলা হয়েছিল, এয়ার মারশাল কুতাকোভের সফর শুরু হবে আগামী কাল, অর্থাৎ শুক্রবার থেকে। পরে সফরের পরিবর্তন করা হয়। শুক্রবারের বদলে শনিবার।

জানা গিয়েছে, রুশ এয়ার মারশালের সঙ্গে কয়েকজন বিশেষজ্ঞও আসবেন। এঁদের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ থাকবেন।

প্রতিরক্ষা দফতরের প্রচারিত প্রেস নোটটিতে এয়ার মারশাল কুতাকোভের সফর সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে কিছু বলা হয়নি।

অনুমান করা হচ্ছে, ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের যুদ্ধের হুমকির পরিপ্রেক্ষিতেই এয়ার মারশাল কুতাকোভের এই ভারত সফর। ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তি অনুসারে এটি একটি কর্তব্যকর্মও বটে। একই কারণে সোভিয়েটের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী এন ফিরুবিনও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে গিয়েছেন।

তবে প্রতিরক্ষা দফতর মনে করেন, এয়ার মারশাল কুতাকোভের এই সফর কোন সামরিক প্রতিনিধি দলের সফর নয়।

পাকিস্তানের মোকাবিলায় ভারতের কোনরকম সামরিক সরঞ্জামের বা অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এয়ার মারশাল কুতাকোভের সঙ্গে আলোচনা হবে কিনা, তা বলা যায় না।

যাই হোক, বর্তমান পরিস্থিতিতে এয়ার মারশাল কুতাকোভের ভারত সফর গুরুত্বপূর্ণ।

এই বছরের শেষে শরণার্থীরা ফিরে যাবেন

— অর্থমন্ত্রী

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৮ অকটোবর—বাজেটের হিসাব অনুসারে শরণার্থীরা এই বছরের শেষাশেষি ফিরে যাবেন। 'আমরা ধারণা করছি যে, তাঁরা এখানে ডিসেমবরের শেষ পর্যন্ত থাকবেন।' আজ এখানে একথা বলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীচবন। তাঁর এই ধারণার ভিত্তি কী তা অবশ্য তিনি ব্যাখ্যা করেননি।

তিনি বলেন, গত সপ্তাহে কয়েকটি বিশেষ দ্রব্যের ওপর ধার্য করা সারচারজ ও লেভি 'পুরোপুরি সাময়িক এবং শরণার্থী সমস্যা দূর হলে স্বাভাবিকভাবেই সেগুলিও তুলে নেওয়া হবে।

প্রেস ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীচবন জানান, দেশের অর্থনৈতিক ছবি বিশেষ করে শিল্পগুলির অবস্থা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার যোজনা কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করে শিল্পে উৎপাদন হ্রাসের সঠিক কারণ জানার জন্য চেষ্টা করছেন এবং প্রতিষেধক ব্যবস্থাদিও নিচ্ছেন।

শ্রীচবন যদিও একথা স্বীকার করেন যে, ঘাটতি বাজেটের আর কোন সুযোগ নেই তবু তিনি বলেন যে, এর হাত থেকে রেহাই নেই। কারণ শরণার্থীদের জন্য দেশের অর্থনীতির উপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছে।

৪৫ মিনিটের এই অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী জানান যে, ওয়াশিংটনে আয়োজিত বিশ্ব ব্যাংকের বৈঠকে তিনি গিয়েছিলেন। সেখানে শরণার্থীদের আগমনের ফলে ভারতের অর্থনীতির যে অবস্থা হয়েছে তার একটি সাধারণ চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন।

শ্রীচবন আরও বলেন, এই বছরের শেষ পর্যন্ত শরণার্থী ত্রাণের জন্য ৪৫০ কোটি টাকা সরকারের দরকার। যদিও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ১২০ থেকে ১২৫ কোটি টাকা সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তবু এ পর্যন্ত ৩০ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে।

তিনি জানান, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে নিশ্চয়ই অর্থনীতির ওপর চাপ পড়বে। ভারত যুদ্ধ চায় না, তবে যুদ্ধ চাপিয়ে দিলে আমরা সমুচিত জবাব দেব।

তিনি সাংবাদিকদের এই প্রতিশ্রুতিও দেন যে, মজুরি বৃদ্ধির বন্ধের প্রস্তাব নিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে না। মজুরি বৃদ্ধি বন্ধের প্রস্তাব কেবলমাত্র মূল্য ও আয়ের গোটা প্রশ্নের সঙ্গে একযোগে বিবেচনা করা যায়।

অর্থমন্ত্রী জানান, রাষ্ট্রীকৃত ব্যাংকগুলি থেকে দেশের দরিদ্র সম্প্রদায় যে সকল পাওয়ার ব্যাপারে নানা অসুবিধায় সম্মুখীন হন তা তাঁর জানা। এ ব্যাপারে নবেমবরের প্রথম সপ্তাহে ব্যাংকের তত্ত্বাবধায়কের এক বৈঠক ডাকা হয়েছে। তিনি বলেন, এই অসুবিধার পিছনে কারণ হল, গ্রামাঞ্চলের ব্যাংকগুলিতে উপযুক্ত পরিমাণ ট্রেনিংপ্রাপ্ত অফিসারের অভাব।

পাক হাইকমিশনে নথি পোড়াবার নির্দেশ

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়েছে এখন পাকিস্তান হাইকমিশনের সমস্ত নথিপত্র পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সংবাদ দিয়েছেন নয়াদিল্লি থেকে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা। এ রকম কাজকে সাধারণত যুদ্ধের ভূমিকা হিসাবেই ধরা হয়। নথিপত্র যাতে অপরের হাতে না পড়ে তার জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কতগুলি নথিপত্র নাকি ইতিমধ্যেই নষ্ট করে ফেলা হয়েছে।

এই কাজ এবং হাইকমিশনের কর্মীদের বদলির ব্যাপারটি পাকিস্তানের ভারত আক্রমণের পরিকল্পনাই সমর্থন করে।

বাংলাদেশে মুক্তি বাহিনীর ক্রমবর্ধমান সাফল্যে হাইকমিশনের পশ্চিম পাকিস্তানী কর্মীদের মনোবল ভেঙে পড়েছে। এখনও যেকজন বাঙালী কর্মচারী হাই কমিশনে আছেন তাঁদের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দফতর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাইকমিশনে এখনও যে কর্তব্যরত কূটনীতিক আছেন তিনি প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরীর জামাতা।

কমলপুরে আবার পাক গোলা

আগরতলা অফিস

২৮ **অকটোবর**—আজ সকালে পাক সেনা বাহিনী আবার ত্রিপুরার কমলপুর শহরের বুকে গোলা বর্ষণ করে। অপরাহ্ন পর্যন্ত ক্রমাগত গোলাবর্ষণ চলতে থাকে। ক্ষয়ক্ষতির কোন খবর এখনও পাওয়া যায়নি।

ইউ এন আই-এর এক খবরে প্রকাশ, গতকাল সকালে আগরতলা বিমান বন্দরের কাছে সিনাইজানি এলাকায় পাকিস্তানী সেনারা গুলি চালায়। বিমান বন্দর এলাকার অংশ পাক গুলিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাক গোলন্দাজ বাহিনী ভারতীয় সীমানা লক্ষ্য করে ছয়বার কামান দাগে। এর মধ্যে ছটি গোলা বিমান বন্দর থেকে ৮০০ গজ দূরে এসে পড়ে।

গতকাল ত্রিপুরার ধর্মনগর শহরে পাকিস্তানী সেনারা গোলাবর্ষণ করে। গোলার আঘাতে দুজন আহত হয়েছেন।

জলপাইগুড়িতে পাক গোলা

গতকাল রাত্রে পাক সেনারা জলপাইগুড়ি ফকিরপাড়া তুন্ডিপাড়া ও অন্যান্য কয়েকটি গ্রামে গোলাবর্ষণ করে। আজ সকালেও গোলাগুলি চলতে থাকে। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীরা এর যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছেন।

জলপাইগুড়ি থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতার খবর: গতকাল রাত্রে চালহাটিতে পাক বাহিনীর গোলাতে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর একজন সদস্য নিহত হন। আখিরপাড়া, ভীমডিটা প্রভৃতি স্থানে পাক সেনারা গোলাবর্ষণ করলে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী পালটা জবাব দেয়।

বানপুর ও গেদেতে পাক গোলাগুলি

গত রাত্রে পাকিস্তানী সৈন্যরা বিনা প্ররোচনায় আবার নদীয়া জেলার

পঞ্চম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

লখনউয়ে বাস দুর্ঘটনায় ১৪ জন নিহত / আহত ১৭

লখনউ, ২৮ অকটোবর—গতকাল বোরাগড় ও জিলাঘটের মাঝে একটি যাত্রিবাহী বাস খাদে পড়ে যাওয়ায় ১৪ জন যাত্রী নিহত এবং ১৭ জন আহত হয়েছেন বলে সরকারীসূত্রে জানা যায়।

বাসটিতে ২৯ জন যাত্রী ছিলেন। ১৪ জন ঘটনাস্থলেই মারা যান। নিহতদের মধ্যে বাস চালকও আছেন। —ইউ এন আই

বিমান-আক্রমণের সংকেত শুনলে আপনি যা করবেন

আমাদের দেশের সীমান্তে যা ঘটছে তার ফলে আজ আমাদের যে-কোন পরিণতির সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বিমান-আক্রমণের সময় নাগরিকদের যে-সব আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে, সে সম্বন্ধে তাঁদের অবহিত করবার উদ্দেশ্যে খুব শীঘ্র বিমান-আক্রমণের সংকেত-ধ্বনি (উঁচু নিচু কাঁপা কাঁপা সুর) সাইরেন দিয়ে বাজানো হবে। নাগরিকদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা যেন বিমান-আক্রমণের সংকেত শুনবার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি পালন করেন:

(১) যদি বাইরে থাকেন: অবিলম্বে আশ্রয় নিন। সবচেয়ে কাছে যে ট্রেন্‌চ বা পাকা বাড়ী পাবেন সেখানে আশ্রয় নিন। এর কোন জায়গায় আশ্রয় না পেলে মাটির উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন, কনুই-এর উপর ভর দিয়ে মাটি থেকে বুক উঁচুতে রাখুন, দুই কান ও ঘাড় হাত দিয়ে ঢাকুন এবং দাঁতের ফাঁকে রুমাল বা কাপড় গুঁজে দিন।

(২) যদি মোটর গাড়ীতে, বাসে বা ট্রামে থাকেন: সংকেত শোনামাত্র সব গাড়ী থেমে যাবে। গাড়ী থেকে নেমে পড়ুন এবং উপরে ১নং-এর নির্দেশমত কাজ করুন। রাস্তায় থাকবেন না ও ছোটাছুটি করবেন না।

(৩) যদি সিনেমা বা থিয়েটারে থাকেন: আপনার জায়গায় বসে থাকুন—বাইরে আসবার চেষ্টা করবেন না।

(৪) যদি কর্মস্থলে থাকেন: আশ্রয়কক্ষে চলে যান (যদি নির্দিষ্ট করা থাকে)। তার ব্যবস্থা না থাকলে একতলায় সবচেয়ে ভেতরকার ঘরে চলে যান।

(৫) যদি বাড়ীতে থাকেন: আশ্রয় কক্ষে (যদি নির্দিষ্ট করা থাকে) চলে যান। তার ব্যবস্থা না থাকলে একতলার একটা নিরাপদ ঘরে ঢুকুন। ঢুকবার আগে বাড়ীর সব জানালা খুলে এবং সব আগুন ও আলো নিভিয়ে দিন। টেলিফোন করার চেষ্টা করবেন না, কাঁচের কাছে যাবেন না, রাস্তায় কি হচ্ছে তা দেখতে উঁকি মারবেন না।

শান্ত থাকুন, গুজবে কান দেবেন না এবং স্থানীয় ওয়ার্ডেনের নির্দেশমত কাজ করুন

পশ্চিমবঙ্গের অসামরিক প্রতিরক্ষা অধিকর্তা কর্তৃক প্রচারিত

সি ডি—৩/৭১

আনন্দ বাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল (অতিরিক্ত)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি „ „ ২ পয়সা

Tele : ANANDRABAZAR, Cal
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O.

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার :—

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা	৭৭.০০ টাকা	৩৯.০০ টাকা	২০.০০ টাকা
সডাক			
ভারতে	৯৫.০০ টাকা	৪৮.০০ টাকা	২৪.৫০ পয়সা
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	১৪৫.০০ টাকা	৯০.০০ টাকা	৪৭.০০ টাকা
বিমান ডাকে			
আসাম	১১৮.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা	৩১.০০ টাকা
ভারতের অন্যান্য স্থানে	২৫১.০০ টাকা	১৩০.০০ টাকা	৬৫.৫০ পয়সা
রবিবাসরীয় সংখ্যা			
ভারতে	১৪.০০ টাকা	৭.৫০ টাকা	××××
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	২৯.০০ টাকা	১৫.০০ টাকা	××××

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

কর্মখালি

পশ্চিমবঙ্গের ডাইরেক্টরেট অফ এডুকেশনের অধীন বহরমপুরস্থিত কলেজ অফ টেক্সটাইল টেকনোলজি সংলগ্ন নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য ভারতীয় নাগরিকদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। বর্তমানে আর্কাসরেটিং ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইবে :—(১) **ইনস্ট্রাকশন ইন সাইজিং অ্যান্ড ওয়ারপিং**-এর একটি পদ (স্থায়ী)। যোগ্যতা :—কোনো অনুমোদিত টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের টেক্সটাইলে ডিগ্রি অথবা টেক্সটাইল টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা। কোনো টেক্সটাইল মিলে এবং/বা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটে সাইজিং, ওয়ারপিং এবং বিমিং-এ অন্তত পাঁচ বৎসরের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন সাইজিং, ওয়ারপিং এবং বিমিং মেসিন সম্বন্ধে ও তাহাদের পরিচালনা সম্বন্ধে জ্ঞান। শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা এবং সেকশনাল ওয়ারপিং এবং সিল্ক ইয়ার্ণ বিমিং-এ জ্ঞান অতিরিক্ত যোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হইবে। বেতনক্রম ৩৭৫—১০—৪১৫—১৫—৬১০—২০—৬৫০, ৮ম ও ১৬শ পর্যায়ের পর যোঃ বাঃ। বয়স :—৩৫ বৎসরের বেশি নহে। (২) **জবার** (রোরুম)-এর একটি পদ : অস্থায়ী কিন্তু চলিতে পারে। **যোগ্যতা :** কোনো টেক্সটাইল মিলের রোরুমে অন্তত তিন বৎসর কাজ করিয়া থাকা চাই এবং রোরুম মেসিনারি, তাহাদের সংস্থাপন, ফিক্সিং, রক্ষণাবেক্ষণ ও ওয়ার্কিং সম্বন্ধে উত্তম জ্ঞান থাকা চাই। **বেতনক্রম :** ১৪০—৫—২৪৫—৭—৩৫০, টাকা, যোঃ বাঃ ৮ম এবং ১৬শ পর্যায়ের পর তদুপরি বর্তমান রুল অনুসারে প্রদেয় ভাতা। **বয়স :**—৩৫ বৎসরের বেশি নহে। পুরা নাম, পিতার নাম, বর্তমান এবং স্থায়ী ঠিকানা, জন্মতারিখ, নিবেশ, যোগ্যতা, পূর্ব অভিজ্ঞতার বিবরণী এবং দরখাস্তের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে লিখিত গেজেটেড অফিসারের নিকট হইতে প্রাপ্ত সচ্চরিত্রতার দুইখানি সার্টিফিকেট এবং পরিচয় পত্রাদিসহ বন্ধ খামে দরখাস্ত প্রিন্সিপ্যাল, কলেজ অফ টেক্সটাইল টেকনোলজি : বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় ৩০শে অক্টোবর ১৯৭১ তারিখের মধ্যে পৌঁছান চাই। উক্ত পদগুলির জন্য যাঁহারা আবেদন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আর আবেদন করিতে হইবে না।
৪০২৯(২) আই পি আর/এ/৭১
(৩০৭২)

পাত্র চাই

পাত্রী এম এ পাঠরতা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা সুশ্রী সংগীতজ্ঞা (৩২) ১.৫৫ মিঃ সচ্ছল অবস্থা। ৩৮ মধ্যে উচ্চশিক্ষিত সুউপায়ী নিজ বাড়ী যুক্ত পঃ বঃ অভরঃ রাঃ বাঃ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৩০১৯, আনন্দবাজার, কলি-১।
(সি/এম)

মোটরকার-লরী

কয়েকটি ৩৫ পেসেনজারের বাস মার্সিডিজ, বেডফোর্ড, পালডজ সত্বর বিক্রয়। ইণ্ডিয়া ফাইনেন্স এজেন্সি। কেয়ারঅফ এস ই কো লিমিটেড। ৬২, বহুবাজার স্ট্রীট, (সেকেণ্ড ফ্লোর) কলি-১২। প্রোপাইটার—জানবাবু, ফোন ৩৪-৩০৪১ (১১—২টা) এবং ২৩-৭৩৪০ (২-৩০টা—৫-৩০টা)। (সি ৩৮২৭/১)

তীর্থযাত্রা ও প্রমোদ ভ্রমণ

কুণ্ডু স্পেশ্যালে

দক্ষিণ ভারত—১৯শে নভেম্বর। যাত্রীদের অনুরোধে বিশেষ ব্যবস্থা। ৪০/১ স্ট্র্যান্ড রোড, কলি-১। ফোন : ২২-৭২৪৭। এসপ্লানেড অফিস— ১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলি-১৩।
(৩১৭৫ এ)

পুস্তক ও সাময়িকপত্র

যদি কেহ বাড়ীতে অল্প মূলধন দ্বারা কোন ছোট ব্যবসা বাণিজ্য করে লাভবান হইতে চান তাহা হইলে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত "কুটির উদ্যোগ" নামক পুস্তক অধ্যয়ন করুন। মোট পাতা ২২৪, মূল্য ১০, টাকা 'গৃহ উদ্যোগ' পাতা ৪৬৪, মূল্য ১৬, টাকা ডাক মাশুল ৩, টাকা। Cottage Industry (A-12) P. B. No. 1262, Anguri Bagh Market, Delhi-6
(সি ৩৪৯৬)

"অনুপম" পত্রিকায় উচ্চমানের গল্প, প্রবন্ধ, রম্যরচনা প্রভৃতি পাঠান : যুগ্ম-সম্পাদক, ১০ সিদ্ধেশ্বরীতলা লেন, হাওড়া-১।
(সি ৩৮৩৭)

ব্যবসা বাণিজ্য

দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য গ্রহরত্নসমূহ মূল্যতালিকা পাঠান হয়। জেমস স্টোর্স প্রাইভেট লিঃ। চুনি পান্না মুক্তা প্রবাল গোমেদ রক্তমুখী নীলা ক্যাটস আই হীরা পোখরাজ। ১১২নং মনোহরদাস স্ট্রীট, কলিঃ-৭। ফোন ৩৩-৫১৪৩।
(৫১৩ এ)

কলিকাতায় বেহালা কলেজের নিকট ৪ কাঠা জমিসহ বাড়ী সুলভে বিক্রয়। জানবাবু। ৩৪-৩০৪১ (১১—২টা) ২৩-৭৩৪০ (২-৩০—৫-৩০টা)।
(সি ৩৮২৭/২)

জ্যোতিষ ও ভাগ্য গণনা

গ্রহশান্তি কি? কেন?? কিভাবে! বিস্তৃত বিবরণ বিনামূল্যে জানুন। এ দাশশর্মা, কামারহাটী, কলিকাতা-৫৮।
(সি ২১১৫)

ব্যক্তিগত

আজ সন্ধ্যা ৭-৩০টায় ম্যাক্সমুলার ভবনে অনুষ্ঠেয় **জার্মানির মধ্যযুগীয় শহরের সমাজ ও সংস্কৃতি** বিষয়ে এম এম বি'র ডিরেক্টর ডঃ জে ইউ ওলাউ-এর একটি লেকচার (ছায়া ছবি ও সংগীত সহযোগে) শোনার জন্য ম্যাক্সমুলার ভবন আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।
(৩২৪২)

কলিকাতা কর্পোরেশন

কলিকাতা কর্পোরেশন

বিষয় : ২৫-১০-৭১ তারিখের ২ নং টেন্ডার বাতিল

বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, টালা ব্রিজ হইতে সাউথ সিঁথি রোড পর্যন্ত বি টি রোডের পূর্ব দিক বরাবর ৬" ব্যাসের ডিস্ট্রিবিউশন মেন-এর ব্যবস্থা করা (অনুমিত বরাদ্দ ৩,০৩,০০০ টাকা) সম্পর্কে টেন্ডার (২ নং) এতদ্দ্বারা বাতিল করা হইল।

সেক্রেটারী
কলিকাতা কর্পোরেশন
২৮-১০-৭১
(৩২৪৪)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

বঙ্গবাসী কলেজ অব কমার্স

৮/১, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, কলি-১২
পি-ইউ এবং বি-কম পাস ও অনার্স ক্লাসে ভর্তি চলিতেছে। অ্যাকাউণ্টেন্সী গ্রুপে অনার্স (রেগুলার ও স্পেশাল)।
—প্রিন্সিপ্যাল।
(২৯১৩ এ)

প্রভু জগদ্বন্ধু কলেজ

(ঝোড়হাট, আন্দুল মৌড়ী, হাওড়া)
বি এস-সি, বি এ (অনার্স হিস্ট্রী), বি কম, (অনার্স এ্যাডভ্যান্সড এ্যাকাউন্টেন্সী), পি ইউ, (আর্টস ও সায়েন্স) ছাত্রছাত্রী ভর্তি চলিতেছে। হাওড়া হইতে ট্রেনে (দঃ পূঃ রেল) ২০মিঃ ও বাসে ৪০ মিঃ।
(সি ৩৬৪১)

এম এ (ইংলিশ) সাকসেস্ গ্যারাণ্টেড্

ফার্স্ট ক্লাস নোটস/ক্লাশ; পোস্ট গ্রাজুয়েট সেণ্টজেমস্, ৪৭ গরচা রোড, কলিকাতা-১৯।
(সি ৩৬০৫)

কালনা কলেজ

পোঃ কালনা (বর্ধমান)
প্রাতঃকালীন বিভাগে প্রথম বর্ষ কলা ও বিজ্ঞান শাখায় 'পাশ' কোর্সে ভর্তি চলিতেছে। অধ্যক্ষের সহিত সত্বর সাক্ষাৎ করুন।
(২৯৬৯)

ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ল'

বিজ্ঞপ্তি

১৯৭১-৭২ সালের প্রথম বার্ষিক দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এর এ, বি, সি, আই এবং জে সেকশনের এবং হাজরা বিল্ডিং-এর এ-১ এবং আই-১ সেকশনের ক্লাসসমূহ বুধবার ৩রা নভেম্বর ১৯৭১ তারিখ হইতে আরম্ভ হইবে।

স্বাঃ অস্পষ্ট
প্রিন্সিপ্যাল (অফিঃ)
(২৯৪০)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

লালবাবা কলেজ

১লা নভেম্বর, ৭১ সোমবার হইতে ১ম ও ৩য় বর্ষ কলা ও বাণিজ্য বিভাগের ক্লাশ আরম্ভ হইবে।
(২৯৪২)

টেন্ডার

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড

সাঁওতালডি থার্মাল পাওয়ার প্রোজেক্ট
১, কিরণশঙ্কর রায় রোড (৮ম তল), কলিকাতা-১

টেন্ডার নোটিস নং :
এস ডব্লিউ এইচ/স্কুল/(সি)/৮৩
তাং ২২-১০-৭১

১। নিম্নোক্ত বিশেষ ধরনের কাজে অভিজ্ঞ, প্রকৃত, নির্ভরযোগ্য ও সঙ্গতিপন্ন ঠিকাদারদের নিকট হইতে সাঁওতালডি থার্মাল পাওয়ার প্রোজেক্ট টাউনশিপ, পোঃ অঃ সাঁওতালডি, জেলা পুরুলিয়া ঠিকানায় "স্কুল বিল্ডিং-এর জন্য টেন্ডার" কথাগুলি উপরে লিখিত সীল করা টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে :
কাজের নাম : সীমানা দেওয়াল সহ স্কুল বিল্ডিং নির্মাণ
অনুমিত ব্যয় : পার্ট ১—২,৯০,০০০, টাকা (ডি-ব্লক ব্যতীত)
পার্ট ২—১,২২,৭০০, টাকা (কেবল ডি-ব্লক)
পার্ট ৩—২৮,৩০০, টাকা (সীমানা দেওয়াল)
টেন্ডারের সহিত জমা দেয় বায়নার পরিমাণ : ৫,৮০০, টাকা—পার্ট ১-এর জন্য, ২,৪৫৪, টাকা—পার্ট ২-এর জন্য, ৫৬৬, টাকা—পার্ট ৩-এর জন্য।

২। ইচ্ছুক টেন্ডারদাতাগণকে এই ধরনের কাজ করার মত পূর্ব অভিজ্ঞতা সামর্থ্য, আর্থিক সংগতি যে তাঁহাদের আছে, তাহা প্রমাণার্থ দলিলগত প্রমাণপত্র এবং হালসময় পর্যন্ত বিক্রয়কর ও আয়কর পরিশোধের সার্টিফিকেট উপরোক্ত ঠিকানায়/সাইটে এস টি পি-পি-এর ডেপুটি চীফ এঞ্জিনীয়ারের নিকট পেশ করিতে হইবে; অন্যথায় টেন্ডার ফরম ইস্যু করা হইবে না।

৩। উপরোক্ত কাজের জন্য ঠিকার সাধারণ শর্তাবলী, স্পেসিফিকেশন, দফার শিডিউল এবং প্রয়োজন হইলে প্রাথমিক ড্রইং যে কোন কাজের দিন বেলা ১০-৩০টা হইতে বেলা ১২-৩০টা পর্যন্ত প্রতি প্রস্থ বাবদ ৫০, টাকা (অফেরতযোগ্য) আদায় দিলে উপরোক্ত অফিসে অথবা ডেঃ সি ই, এস টি পি-পি, পোঃ অঃ সাঁওতালডি থার্মাল প্ল্যান্ট, জেলা পুরুলিয়া ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

৪। বাহিরের ইচ্ছুক টেন্ডারদাতাগণ আবশ্যক কাগজপত্র সমেত মনিঅর্ডারযোগে ৫০, টাকা, তদুপরি প্যাকিং ও ডাক ব্যয় বাবদ ৫, টাকা (মোট পঞ্চান্ন টাকা—অ কে র ত যো গ্য) সিনিয়ার এ্যাকাউণ্টস অফিসার, এস টি পি পি, পোঃ অঃ সাঁওতালডি থার্মাল প্ল্যান্ট, জেলা পুরুলিয়া সমীপে পাঠাইতে পারেন।

৫। টেন্ডার বিক্রয়ের শেষ তারিখ ২৯ নভেম্বর, '৭১ বেলা ১২-৩০টা পর্যন্ত টেন্ডার গ্রহণের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর, '৭১ বেলা ১টা পর্যন্ত এবং টেন্ডার ৩০ নভেম্বর, '৭১ বেলা ৩টায় পুরুলিয়াস্থ এস টি পি পি-এর ডেঃ সি ই-এর অফিসে খোলা হইবে।

৬। সর্বনিম্ন বা যে কোন টেন্ডার গ্রাহ্য করিতে বোর্ড বাধ্য নহেন এবং কোন কারণ না দর্শাইয়া যে কোন টেন্ডার গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করার বা টেন্ডার ভাগ করিয়া দেওয়ার এবং একাধিক পার্টিকে টেন্ডার দেওয়ার অধিকার সংরক্ষিত। পার্ট ২ এবং ৩ এর জন্য অর্ডার দেওয়ার বিলম্ব হইতে পারে।
(৩০৬৪এ)

টেন্ডার

সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট

(কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ)
মহাত্মা গান্ধী এভিনিউ, দুর্গাপুর-৯
পশ্চিমবঙ্গ

টেন্ডার আহ্বায়ক নোটিস

স্টাফ কোয়ার্টার্সে স্টীল ফ্রেমসহ বি, আর সি ফেব্রিকের ব্যবস্থার জন্য সি এম ই আর অথবা ইহার ন্যাশনাল ল্যাবোরেটরী/ইনস্টিটিউটসমূহের জন্য নিম্নবর্ণিত মোট অনুমিত ব্যয়ের অনুরূপ কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত রেজিস্টার্ড সি পি ডব্লিউ ডি, রাজ্য পি ডব্লিউ ডি, রেলওয়ে অথবা এম ই এস-এর বিল্ডিং ঠিকাদারদিগের নিকট হইতে সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

কাজের অনুমিত ব্যয় ৩৪,০০০ টাকা (চৌত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) এবং নগদে অথবা স্থানীয় ব্যাঙ্কের উপর ডিমান্ড ড্রাফটের আকারে জমা দেয় বায়নার পরিমাণ ৮৫০, টাকা।

পরিচয়পত্রাদি দেখাইলে টেন্ডারের কাগজপত্র ৩-১১-১৯৭১ তারিখ হইতে ৯-১১-১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত (শনিবার, রবিবার ও ছুটির দিন বাদে) অফিসের কার্যকালে অফেরতযোগ্য ৫, টাকা (পাঁচ টাকা মাত্র) আদায় দিলে দুর্গাপুর-৯ স্থিত সি এম ই আর আই-এর চীফ এঞ্জিনীয়ার-এর অফিস হইতে ইস্যু করা হইবে।

টেন্ডার ১১-১১-১৯৭১ তারিখ বেলা ২-৩০টা পর্যন্ত ডিরেক্টর, সি এম ই আর আই, দুর্গাপুর কর্তৃক গৃহীত হইবে এবং ঐদিন বেলা ৩টায় উপস্থিত টেন্ডারদাতাদের সমক্ষে খোলা হইবে।

কোন কারণ না দর্শাইয়া যে-কোন বা সমস্ত টেন্ডার অগ্রাহ্য করার, অংশত ঐগুলি গ্রাহ্য করার এবং সর্বনিম্ন দরের টেন্ডার গ্রাহ্য না করার অধিকার ডিরেক্টর, সি এম ই আর আই কর্তৃক সংরক্ষিত।
(৩২২৬)

বিভিন্ন স্থানে হাঁস মুরগির খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান, হাঁস মুরগির সুষম খাদ্য, প্যাকেজ এবং মেশিনারি ইত্যাদি পরিবহণের জন্য পশ্চিম বঙ্গের অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি-এর ডিরেক্টর-এর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপালের শিরোনামে সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে এবং উহা উক্ত ডিরেক্টর অফ অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি কর্তৃক কলিকাতাস্থিত রাইটার্স বিল্ডিংস-এ ৮ই নভেম্বর ১৯৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে। সংশ্লিষ্ট অফিস হইতে প্রাপ্তব্য টেন্ডার ফরমে লিখিত বিবরণী অনুসারে উক্ত মালগুলি উঠাইয়া লইতে হইবে। ডিরেক্টর অফ অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি, পশ্চিমবঙ্গ, রাইটার্স বিল্ডিংস, ব্লক-এফ ৫ম তল, কলিকাতা-১-এর অফিসে যে কোনো কাজের দিন বেলা ১০-৩০টা হইতে বেলা ২টা এবং শনিবার বেলা ১০-৩০টা হইতে বেলা ১২টা পর্যন্ত ১টাকা মূল্যে টেন্ডার শিডিউল (বায়নার টাকা জমা দেওয়া এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে) পাওয়া যাইবে। বায়নার টাকা জমা দেওয়ার টি আর চালান এবং আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র ব্যতীত টেন্ডার বিবেচিত না হইতে পারে। যদি কোনো কারণে টেন্ডার খোলার তারিখে অফিস বন্ধ থাকে তাহা হইলে পরবর্তী কাজের দিনে একই সময়ে টেন্ডার খোলা হইবে।
৪০৩০(৩) আই পি আর/এ/৭১
(৩০৬৮)

এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, বি ই কলেজ কনস্ট্রাকশন ডিভিসন, পি ডব্লু ডি, নিউ সেক্রেটারিয়েট, ১নং কিরণশংকর রায় রোড (বি ব্লক, ৯ম তল), কলিকাতা-১; মাজেরহাট ব্রিজ প্যারেন্ট হইতে ডায়মণ্ড হারবার রোডের ৯ম মাইল পর্যন্ত ডায়মণ্ড হারবার রোডের বাইপাস নির্মাণ—২½" হইতে ৩" সাইজের ঝামা খোয়া সরবরাহ (গ্রুপ 'এ' এবং 'বি')-এর জন্য তালিকাভুক্ত ১ম শ্রেণীর রোড ও বিল্ডিং)/বাহিরের প্রকৃত এবং সংগতিপন্ন ঠিকাদারদের (দলিলগত সাক্ষ্য দ্বারা যাথার্থ্য প্রমাণ করিতে হইবে) নিকট হইতে বি এফ ২৯০৮-তে সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করিতেছেন। অনুমিত ব্যয় (প্রতি গ্রুপের জন্য) : ২,০৩,২৮০, টাকা। বায়নার পরিমাণ (প্রতি গ্রুপের জন্য) ৪,০৬৬ টাকা। আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র দেখাইয়া ৮ই নভেম্বর ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত উক্ত অফিসে বেলা ১টা হইতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত (শনিবার বাদে) প্রতি প্রস্থ বাবদ ৪ টাকা আদায় দিলে টেন্ডারের কাগজপত্র ক্রয় করা যাইবে/দেখা যাইবে। ৯ই নভেম্বর ১৯৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত কাজের নাম ও গ্রুপ নম্বর শীর্ষাঙ্কিত টেন্ডার উক্ত অফিসার কর্তৃক গৃহীত হইবে এবং বেলা ২-৩০টায় প্রকাশ্যে খোলা হইবে।
৪০৩১(২) আই পি আর/এ/৭১
(৩০৬৯)

মিলিটারি এঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস

চীফ এঞ্জিনীয়ার, বেঙ্গল জোন, ফোর্ট উইলিয়াম, কলিকাতা-২১ ব্যারাকপুরে কোন স্টীল ওয়ার্ক, ওয়াচ টাওয়ার, বি বি কম্পাউন্ড ওয়ালস, বার্ড ওয়্যার ওয়ার্ক ইত্যাদির জন্য টেন্ডার ফরম ইস্যুর নিমিত্ত ৩ নভেম্বর, '৭১ তারিখের মধ্যে দরখাস্ত আহ্বান করিতেছেন। অনুমিত ব্যয় ৮·৭৬ লক্ষ টাকা (এস এস আর-এর সমান দরে)। বিশদ বিবরণের জন্য ২৭-১০-৭১ তারিখের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্নাল দেখুন।
ডি এ ভি পি ৬৮৩(৪৩৪)/৭১
(৩১৭২)

সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট

(কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ)
মহাত্মা গান্ধী এভিনিউ, দুর্গাপুর-৯
পশ্চিমবঙ্গ

টেন্ডার আহ্বায়ক নোটিস

(১) রোড ফেজ ৩ নির্মাণ, (২) রুম ক্যালোরিমিটার প্রজেক্টের রুম নির্মাণ-কাজের জন্য সি এস আই আর অথবা ইহার ন্যাশনাল ল্যাবোরেটরী/ইনস্টিটিউটসমূহের জন্য নিম্নবর্ণিত মোট অনুমিত ব্যয়ের অনুরূপ কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত রেজিস্টার্ড সি পি ডব্লিউ ডি, রাজ্য পি ডব্লিউ ডি, রেলওয়ে অথবা এম ই এস-এর বিল্ডিং ঠিকাদারদিগের নিকট হইতে সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

কাজের অনুমিত ব্যয় (১) ২৫,০০০, টাকা (পঁচিশ হাজার টাকা) এবং (২) ৪১,০০০, টাকা (একচল্লিশ হাজার টাকা) এবং নগদে অথবা স্থানীয় ব্যাঙ্কের উপর ডিমান্ড ড্রাফটের আকারে জমা দেয় বায়নার পরিমাণ (১) ৬২৫, টাকা (২) ১,০২৫, টাকা।

টেন্ডারের কাগজপত্র ৩-১১-১৯৭১ হইতে ৯-১১-১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত (শনিবার, রবিবার ও ছুটির দিন বাদে) অফিসের কার্যকালে পরিচয়পত্রাদি দাখিলক্রমে প্রতি প্রস্থ টেন্ডারের জন্য অফেরৎযোগ্য ৫, টাকা (পাঁচ টাকা) আদায় দিলে সিভিল এঞ্জিনীয়ার, সি এম ই আর আই, দুর্গাপুর-৯-এর অফিস হইতে ইস্যু করা হইবে।

টেন্ডার ১১-১১-১৯৭১ তারিখ বেলা ২-৩০টা পর্যন্ত ডিরেক্টর, সি এম ই আর আই, দুর্গাপুর কর্তৃক গৃহীত হইবে এবং সেইদিন বেলা ৩টায় উপস্থিত টেন্ডারদাতাদিগের সমক্ষে খোলা হইবে।

কোন কারণ না দর্শাইয়া যে-কোন বা সমস্ত টেন্ডার অগ্রাহ্য করার, অংশত ঐগুলি গ্রাহ্য করার এবং সর্বনিম্ন দরের টেন্ডার গ্রাহ্য না করার অধিকার ডিরেক্টর, সি এম ই আর আই কর্তৃক সংরক্ষিত।
(৩২২৫)

মিলিটারি এঞ্জিনীয়ার সার্ভিসেস

গ্যারিসন এঞ্জিনীয়ার, খাপরাইল, পোঃ অঃ মাটিগাড়া, জেলা দার্জিলিং (পশ্চিমবঙ্গ) "গ্যারিসন এঞ্জিনীয়ার, খাপরাইল-এর অধীনে খাপরাইলে পাওয়ার হাউস-কাম-ট্রান্সফর্মার নির্মাণ"-এর জন্য ১০ নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে দরখাস্ত আহ্বান করিতেছেন। অনুমিত ব্যয় ১·২০ লক্ষ টাকা। বিশদ বিবরণের জন্য ২৭-১০-৭১ তারিখের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্নাল দেখুন।
ডি এ ভি পি ৬৮৩(৪৪২)/৭১
(৩১৭১)

নোটিস

নোটিস

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন অনুসারে এবং

টী ডিস্ট্রিক্টস লেবার এসোসিয়েশন
(লিকুইডেশনে) সম্পর্কে
সাধারণ সভার নোটিস

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, ১৯৭১ সালের ২৫শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৩টার সময় কলিকাতার ৪, ক্লাইভ রো-স্থিত মেসার্স জার্ডিন হেণ্ডারসন লিঃ-এর বোর্ডরুমে উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে মেম্বারদের এক সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

কর্মসূচী :

১। ১৯৭০ সালের ৩১শে আগস্ট হইতে ১৯৭১ সালের ৩০শে আগস্ট পর্যন্ত বৎসরে লিকুইডেটরদের কাজকর্ম এবং গুটাইবার কার্য পরিচালনের বিবরণ এবং লিকুইডেশনের অবস্থা সম্পর্কে নির্ধারিত বিবরণ সম্বলিত নির্দিষ্ট ফরমে বিবরণী সভায় উপস্থাপিত করা।
২। সভায় উপস্থাপনীয় অন্য কোন বিষয় আলোচনা করা।

লিকুইডেটরদের অফিসে প্রক্সি ফরম পাওয়া যাইবে। সভায় ব্যবহৃতব্য প্রক্সি ১৯৭১ সালের ২৩শে নভেম্বর অপরাহ্ন ৩টার মধ্যে লিকুইডেটরদের নিকট অবশ্য জমা দিতে হইবে।
বি-৪, গিলেণ্ডার হাউস,
কলিকাতা-১,
২৩শে অক্টোবর, ১৯৭১

এ কে চক্রবর্তী
(কে পি ভার্গভ-এর এটর্নি)
কে পি ভার্গভ এবং কো-লিকুইডেটরদের পক্ষে
(২৯৪৫)

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট

বিষয় : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জনহিতকর প্রতিষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি লীজে জমির প্লট

নিম্নোক্ত জমির প্লট দীর্ঘমেয়াদি লীজে লওয়ার জন্য কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট প্রকৃত ও স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির নিকট হইতে প্রস্তাব আহ্বান করিতেছেন :—

স্কীম নং	সাইট	আনুঃ পরিমাণ	কাম্য পিছু প্রিমিয়াম
৯৬ (নন্দলাল জিউ পার্কের দক্ষিণ দিকে রোডস্থিত পার্ক)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সংরক্ষিত প্লট	১২ কাঠা (৮০২·৬৬ বর্গ মিটার)	১২,০০০, টাকা (প্রতি বর্গ মিটার ১৭৯·৪০ টাকা)

অফিসের কাজের সময় চীফ ভ্যালুয়ারের অফিসে বিশদ বিবরণ জানা যাইবে এবং প্ল্যান দেখা যাইবে। নির্ধারিত দরখাস্তের ফরম ও অ্যালটমেণ্টের শর্তাবলী সহ প্ল্যান প্রতি প্রস্থ ২, টাকা মূল্যে সপ্তাহের কাজের দিনে বেলা ১১টা হইতে ৩টার মধ্যে এবং শনিবার বেলা ১২টা পর্যন্ত ট্রাস্টের সেক্রেটারির অফিসে ক্রয় করা যাইবে।

বায়না হিসাবে মোট প্রিমিয়ামের ১০% সহ দরখাস্ত ১৩ নভেম্বর ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে।

কোন প্রস্তাব গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিবার ব্যাপারে অভিপ্রায় প্রয়োগ করিবার অধিকার বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ফর দি ইমপ্রুভমেন্ট অব ক্যালকাটা-এর সংরক্ষিত।

ডি এস সি বোনার্জি
চেয়ারম্যান

পি-১৬, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেঃ
কলিকাতা-১২
(৩১৭৩)

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইনে রাজ্যে সাড়ে চার হাজার জন গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার

পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইনে চার হাজার পাঁচশ বারোজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে কলকাতায় সর্বাধিক—১৪২৪ জন। তার পরেই ২৪ পরগণায় ৬৬৬ জন, সবচেয়ে কম পুরুলিয়ায়—৩৮ জন।

বৃহস্পতিবার রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াস মুখ্যসচিব শ্রী এন সি সেনগুপ্তের সঙ্গে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন।

এদিন রাজ্য সরকারের একজন মুখপাত্র জানান যে, ধৃতদের মধ্যে ৬২৫টি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা পর্ষদ আটকের আদেশ অনুমোদন করেননি। তাছাড়া প্রায় পাঁচশতটি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। এবং এই কারণে তাঁদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

আটক ব্যক্তিদের মধ্যে এপর্যন্ত ২১ জন কোন না কোনভাবে মারা গিয়েছেন। মৃতের সংখ্যায়ও ২৪-পরগণা সর্বাধিক—১৫ জন। হাওড়ায়—১ জন, নদীয়ায়—১ জন, মুর্শিদাবাদে—২ জন এবং মালদহে—২ জন।

এরা সবাই রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে কিনা প্রশ্ন করা হলে রাজ্য সরকারের ওই মুখপাত্র বলেন, তা বলা এক্ষুনি সম্ভব নয়।

ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা সাত।

ওই মুখপাত্র বলেন, এখন আর কাউকেই হিংসাত্মক কার্যকলাপ নিরোধ আইনে গ্রেফতার করা হচ্ছে না। তার কারণ, ওই আইনের মেয়াদ আছে ১৯৭২ সালের পয়লা এপ্রিল পর্যন্ত।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে ট্রেনিং কড়াকড়ি তুলে দেওয়া হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে ট্রেনিংয়ের কড়াকড়ি তুলে দেওয়া হচ্ছে। ট্রেনিং এখন আর তাই অত্যাবশ্যক থাকছে না। কেবল স্কুল ফাইনাল বা হায়ার সেকেন্ডারি পাশ হলেই চলবে। রাজ্যের শিক্ষাসচিব শ্রী জে সি সেনগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির এক প্রতিনিধিদলকে একথা জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করা হচ্ছে।

শ্রী সেনগুপ্ত আরও জানিয়েছেন যে, ছাত্রদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে আরও ২০০০ শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। গ্রামাঞ্চলে আরও ১২০০ নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। এতে আরও ৪হাজার শিক্ষক নিযুক্ত হবেন।

শ্রী সেনগুপ্ত ওই প্রতিনিধিদলকে জানান, সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয় গৃহগুলি সংস্কারের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা এবং ওই সব অঞ্চলের ছাত্রদের বেতন ও বইপত্র কেনার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন সমিতির সভাপতি শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ চক্রবর্তী। আর ছিলেন সর্বশ্রী বিজন কর্মকার, নির্মল বসু, শিশির সেন, সনৎ মিত্র।

পাবলিক নোটিস

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পাবলিক ভেহিকলস ডিপার্ট
৩৮, বেলতলা রোড, কলিকাতা-২০
বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু কলিকাতার রেজিস্টারিং অথরিটি নিম্নোক্ত রেজিস্ট্রেশন নম্বরযুক্ত যথা :—(ক) **প্রাইভেট কার ও ওমনিবাস :** ডব্লুবিই—৩৩৭৭, ডব্লুবিডি—৭২৯১; (খ) **ট্রাক :** ডব্লুবিএল—৭৯২৫, ২৫৭৫, ১৮৫২, ৪৩০৭, ডব্লুবিকে—৮৫৩৬, ৫৯১৫; (গ) **ভ্যান :** ডব্লুবিভি—২৫১৮, ২৩৭১; (ঘ) **স্কুটার :** ডব্লুবিএন—৩৫২৪ মোটর ভেহিকলের মালিকানা হস্তান্তরের জন্য দরখাস্ত পাইয়াছেন এবং এই রেজিস্টারিং অথরিটি প্রস্তাবিত হস্তান্তর সম্পর্কে জনসাধারণের নিকট একটি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করা প্রয়োজন মনে করেন, সেইহেতু এক্ষণে উল্লেখিত ভেহিকলগুলির যে-কোন একটি হস্তান্তর সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে সাত দিন মধ্যে আহ্বান করা যাইতেছে। উক্ত আপত্তি যে-কোন কাজের দিন বেলা ১০-৩০টা হইতে বেলা ১২-৩০টার মধ্যে স্বয়ং অথবা কোন উকিল মারফত আসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর (রেজিস্ট্রেশন) পাবলিক ভেহিকলস ডিপার্টমেন্ট-এর নিকট পেশ করিতে হইবে। আপত্তির দরখাস্ত তিন প্রস্থে হইতে হইবে; উহাতে বিশদভাবে আপত্তির হেতুসমূহ থাকা চাই এবং আপত্তির যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য উহার সঙ্গে প্রামাণিক কাগজপত্র (যেক্ষেত্রে পাওয়া যাইবে) থাকা চাই। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন আপত্তি পেশ করা না হইলে আর কোন বিজ্ঞপ্তি না দিয়াই মালিকানার হস্তান্তর অনুমোদন করা হইবে।

স্বাঃ এস কে চক্রবর্তী,
রেজিস্টারিং অথরিটি,
কলিকাতা।
তারিখ ২৫-১০-৭১
৪০৪৭(৫)আইপিআর/এ/৭১
(৩০৭১)

রেলওয়ে

দঃ পূঃ রেলওয়ে

টেন্ডার

নিম্নলিখিত ডিপোতে অনুমোদিত কোয়ালিটির হার্ড স্টোন ব্যালাস্ট সরবরাহ ও গাদা করিয়া ডেলিভারি।

(১) ঝাঁটিপাহাড়ী ডিপো—৩,০০,০০০ সি এফ টি (অর্থাৎ ৮,৯৯০ ঘন মিটার) আনুমানিক, সাইজ ১½" (অর্থাৎ ৪০ মি মি); (২) ঝাঁটিপাহাড়ী ডিপো—১,৯৫,০০০ সি এফ টি (অর্থাৎ ৫,৫২০ ঘন মিটার) আনুমানিক, সাইজ ১" (অর্থাৎ ২৫ মি মি) এবং (৩) ছাতনা ডিপো- ৩,০০,০০০ সি এফ টি (অর্থাৎ ৮,৪৯০ ঘন মিটার) আনুমানিক, সাইজ ১½" (অর্থাৎ ৪০ মি মি)।

আদ্রাস্থিত ডিভিসনাল ক্যাশিয়ারের নিকট প্রতিটি বাবদ ৫ টাকা আদায় দিয়া প্রাপ্ত রসিদ দেখাইয়া ১৯-১১-১৯৭১ হইতে ২৯-১১-৭১ তারিখের মধ্যে কাজের দিনে প্রাপ্তব্য নির্ধারিত ফরমে, (১), (২) এবং (৩) নং দফার জন্য যথাক্রমে ৬০০০ টাকা, ৩৯০০ টাকা এবং ৬০০০ টাকা বায়নাসহ সীলকরা টেন্ডার (টেন্ডার নোটিস নং জি/২২/এস/২৬/৭১) ৩০-১১-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে। বায়নার টাকা ব্যতীত টেন্ডার বাতিল করা হইবে।

ডিভিসনাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট
(এঞ্জিনিয়ারিং)
আদ্রা
পিআর/এসই/পিএ/১/এজি—১৪৭
(৩০৬৬)

কয়েকটি স্থগিত পরীক্ষা নবেমবরে

এবার হোম সেনটার নেই

স্টাফ রিপোর্টার

নবেমবর মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলি স্থগিত পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। কোন পরীক্ষাতেই এবার হোম সেনটার দেওয়া হচ্ছে না।

নবেমবরে প্রথম পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ৩ তারিখে—বি এ, বি এস-সি পারট টু অনারস। বি এ, বি এস-সি পাশ পরীক্ষা আরম্ভ ৮ নবেমবর। পরের দিন অর্থাৎ ৯ তারিখ থেকে প্রি-মেডিকেল পরীক্ষা। বি কম পারট টু শুরু হচ্ছে ১২ নবেমবর। ২২ নবেমবর শুরু বি এড পরীক্ষা।

বি কম পারট টু-র পরীক্ষার সূচি

আসন্ন বি কম পারট টু পরীক্ষার সূচি বুধবার প্রকাশিত হয়েছে। অনারস পরীক্ষা শুরু ১২ নবেমবর, পাশ ১৬ নবেমবর। নীচে পরীক্ষাসূচি দেওয়া হল :

অনারস : প্রতিদিন বেলা ১২ থেকে ৪টা। ১২ নবেমবর—অ্যাডভানস অ্যাকাউনটেনসি, ব্যাংকিং, ট্রেড, সেকরেটারিয়াল প্র্যাকটিস, স্ট্যাটিসটিকাল থিওরি, ইনডাসট্রিয়াল অরগানাইজেশন। ১৩ নবেমবর—অডিটিং কারেনসি অ্যানড ফরেন একসচেনজ, টারিফস, কোমপানি ল' অ্যানড প্র্যাকটিস, স্ট্যাটিসটিকাল মেথডস : ইনসিওর্যানস ল', ইনডাসট্রিয়াল রিলেশনস। ১৫ নবেমবর—ইনকাম ট্যাকস অ্যানড কস্টিং, ল' অ্যানড প্র্যাকটিস অব ব্যাংকিং (ব্যাংক অ্যাকাউনটস সহ), ট্রানসপোরট, অফিস ম্যানেজমেনট অ্যানড প্রসিকিওর: ইনসিওর্যানস : লাইফ, ফায়ার, মেরিন, অ্যাকসিডেনট, ফাইডেলিটি; পারসোন্যাল ম্যানেজমেনট।

পাশ : সকালে ১০টা থেকে ১টা, বিকালে ২টা থেকে ৫টা। ১৬ নবেমবর সকালে অ্যাডভানস অ্যাকাউনটেনসি, অ্যাডভানস ব্যাংকিং (ল' এবং প্র্যাকটিস ব্যাংকিং সহ)। ট্রেড, সেকরেটারিয়াল প্র্যাকটিস, স্ট্যাটিসটিকস, ফিনানস, লেবার রিলেশনস, রুরাল ইকনমিকস : বিকালে অডিটিং, কারেনসি অ্যানড ফরেন একসচেনজ, ট্রানসপোরট, কোমপানি ম্যানেজমেনট, ইনসিওর্যানস, অ্যাডমিনিসট্রেশন অব পাবলিক করপোরেশন অ্যানড লোকাল সেলফ-গভর্নমেনট বডিজ, লেবার ল', কো-অপারেশন। ১৭ নবেমবর—সকালে ইকনমিক জিওগ্রাফি, বিকালে সেকরেটারিয়াল প্র্যাকটিস। ১৮ নবেমবর—সকালে কমারশিয়াল ম্যাথমেটিকস।

হোম সেনটারের জন্য পীড়াপীড়ি নয়

'বৃহত্তর ছাত্র স্বার্থে' আসন্ন পারট টু পরীক্ষার হোম সেনটারের দাবি প্রত্যাহারের কথা বিবেচনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদের (মহাজাতি সদন) সভাপতি শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় ছাত্রসমাজের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ছাত্রদের নিরাপত্তার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন এবং একই অঞ্চলে পরীক্ষা কেন্দ্র দেওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত'কে তিনি স্বাগত জানাচ্ছেন।

পক্ষান্তরে ছাত্র পরিষদের (চৌরঙ্গী) অস্থায়ী সভাপতি এক বিবৃতিতে পারট টু পরীক্ষা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য ছাত্রসমাজকে সহযোগিতা করতে অনুরোধ জানান। তিনি অভিযোগ করেন, পাঁচ মাস আগে যে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল তা শাসক দলের সমর্থনপুষ্ট ছাত্র সংগঠনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত 'হোম সেনটারের' অহেতুক দাবির গোঁড়ামির দরুন বিলম্বিত হ'ল, হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হলেন।

অনুত্তীর্ণ ছাত্রদের ভর্তির শেষ তারিখ বাড়ল

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ডেপুটি সেক্রেটারি শ্রীএ গুপ্ত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান যে, অনুত্তীর্ণ হায়ার সেকেনডারি পরীক্ষার্থীদের স্কুলে ভর্তির শেষ তারিখ ৫ নবেমবর পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

যাদবপুরে সংঘর্ষে একজন নিহত

স্টাফ রিপোর্টার

বৃহস্পতিবার সকালে যাদবপুর থানা এলাকায় আজাদগড়ে দুদলের সংঘর্ষে শ্রীবিশ্বনাথ ব্যানারজি (১৮) নামে একজন ছাত্র পরিষদ (মহাজাতি) কর্মী গুলিতে নিহত হয়েছেন। ৭ জন আহত হয়েছেন। বুধবার রাত্রে দমদমে পুলিশের গুলিতে একজন যুবক মারা গিয়েছে।

যাদবপুরে সংঘর্ষ

এদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যাদবপুর থানা এলাকায় আজাদগড়, গান্ধী কলোনি ও শ্রী কলোনি অঞ্চলে দুদলের সংঘর্ষ চলে। পুলিশ জানায়, প্রচুর বোমা পড়ে এবং পাইপগান ও রিভলবার ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। কয়েকটি বাড়িতে হামলাও হয়েছে। সকালে সংঘর্ষের সময় শ্রীবিশ্বনাথ ব্যানারজি গুলিতে নিহত হয়েছেন।

বিজয়গড় ডেমোক্রেটিক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে শ্রীবিমল দাস এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেছেন, পুলিশের সহযোগিতায় সি পি এম-এর সশস্ত্র বাহিনী বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কংগ্রেস সমর্থক ও নিরীহ শান্তিপ্রিয় জনগণের উপর আক্রমণ চালায়। কয়েকটি বাড়িও তছনছ করা হয়েছে। বিবৃতিতে যাদবপুরের ডি এস পি'র বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার দাবি করা হয়েছে। যাদবপুরে —টালিগঞ্জ আঞ্চলিক যুব কংগ্রেসের পক্ষে শ্রীভজন দাসও এক বিবৃতিতে পুলিশের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ করেছেন।

নব কংগ্রেস সমর্থক আক্রান্ত

বৃহস্পতিবার বেলা আন্দাজ সাড়ে এগারটায় নারিকেলডাঙ্গা থানা এলাকার গিরিশ বিদ্যারত্ন রোড ও মানিকতলা মেন রোডের মোড়ে বসে থাকার সময় কয়েকজন যুবক শ্রীজগদীশ পাল ওরফে জগাকে আক্রমণ করে। শ্রী পাল প্রতিরোধ করলে একজন পাইপগান থেকে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। গুলির শব্দ শুনে ওই এলাকার আর এক ব্যক্তি তাঁর নিজের বন্দুক থেকে দু রাউণ্ড গুলি ছুঁড়লে আক্রমণকারীরা পালিয়ে যায়। গুলিতে কেউ আহত হয়নি। শ্রী পাল নব কংগ্রেস সমর্থক বলে পুলিশ জানায়। এ ব্যাপারে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

দমদমে পুলিশের গুলিতে যুবক নিহত

বুধবার রাত্রে দমদম থানার রাজবাড়ি কো-অপারেটিভ কলোনির কাছে পুলিশ টহল দেবার সময় বোমা পড়ে ও পাইপগান থেকে গুলি ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ। পালটায় পুলিশ এক রাউন্ড গুলি চালায়। এতে একজন যুবক নিহত হয়। পুলিশ ওখান থেকে ১টি পাইপগান, ১টি কারতুজ ও ১টি বোমা উদ্ধার করে।

মৃতদেহ উদ্ধার

দমদম কমলাপুর এলাকায় নিখোঁজ শ্যামলের মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করেছে। বাদরা অঞ্চলে একটি পুকুরে দেহটি ভাসছিল। ময়না তদন্তের পর মৃতদেহটি তাঁর আত্মীয়স্বজনকে দেওয়া হয়েছে। ভাইফোঁটার দিন শ্যামল অপহৃত হয়েছিল। এ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে এপর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। পুলিশী তদন্ত চলছে।

গোপালপুরে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

কৃষ্ণনগর থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানান, সোমবার রাণাঘাট থানার গোপালপুরে শ্রীবুলু গুহ (২২) নামে যুবককে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

ভাতজংলা গ্রামে ৪০ জন আটক

বুধবার রাত্রে কোতোয়ালী থানার ভাতজংলা গ্রামে তল্লাসী চালিয়ে পুলিশ ৪০ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যায়। গত মঙ্গলবার দেজ্জাগাছি গ্রামে এক পরিবারের পাঁচজনকে খুনের ব্যাপারে এই তল্লাসি করা হয় বলে পুলিশ জানায়।

শাকারি গ্রামে তিনটি রাইফেল উদ্ধার

মেদিনীপুর থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানান, বুধবার গোপীবল্লভপুর পুলিশ শাকারি গ্রামে একটি বাড়িতে হানা দিয়ে দুটি রাইফেল উদ্ধার করে। বিহারের রূপসাকুয়াদি গ্রামের পুলিশ ক্যাম্প থেকে ওই দুটি রাইফেল ছিনতাই করা হয়েছিল বলে পুলিশ সন্দেহ করছে। এ ব্যাপারে পুলিশ উগ্রপন্থী বলে বর্ণিত এক ব্যক্তি ও তার তিন ছেলেকে গ্রেফতার করেছে।

বেলবনিতে ৪ জন উগ্রপন্থী গ্রেফতার

সিউড়ি থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানান, বুধবার পুবরাজপুর থানার বেলবনিতে হানা দিয়ে পুলিশ উগ্রপন্থী সন্দেহে চারজনকে গ্রেফতার করেছে।

সিউড়ির ইন্দ্রগাছায় ৩টি বন্দুক উদ্ধার

বৃহস্পতিবার দুপুরে পুলিশ সিউড়ি থানার ইন্দ্রগাছার কাছে একটি খালে এক পাইপের মধ্য থেকে তিনটি ছিনতাই করা বন্দুক উদ্ধার করে।

বাঁকুড়ায় পৌরকর্তা নির্বাচন

বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান পদে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ (সি পি আই) ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে শ্রীঅজিত গাঙ্গুলী (বাংলা কংগ্রেস) নির্বাচিত হন।

এই পৌরসভায় (ধারাপন্থী) বাংলা কংগ্রেসের আরও ৪ জন সদস্য আছেন।

গঙ্গায় বান সম্পর্কে হুঁশিয়ারি

আগামী ৩১ অকটোবর থেকে ৬ নবেমবর পর্যন্ত প্রত্যহ গঙ্গায় বান ডাকা সম্পর্কে কলকাতার রিভার ট্রাফিক পুলিশ জনসাধারণকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। ৩১ তারিখে বান আসবে সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে এবং রাত ৭টা ৫০ মিনিটে।

বাংলাদেশ নিখোঁজ পরিবার তথ্যকেন্দ্র

৩৪এ সুরেন সরকার রোড, বেলেঘাটা, কলকাতা—১০এ বাংলাদেশ নিখোঁজ পরিবার তথ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে। অফিসের সময় প্রত্যহ সকাল ৯টা থেকে বেলা ২টা। টেলিফোন নম্বর ৩৫-৫৩৪৮।

এবার!
অর্শের চিকিৎসায় শক্তিশালী দুমুখী অভিযান!

হামডোরয়েড ট্যাবলেট—ব্যবহারে ঝামেলা নেই
জীবাণুনাশক এই ট্যাবলেট খুব তাড়াতাড়ি কাজ দেয়: রক্ত পড়া বন্ধ করে, ফোলা কমায়। অন্য কোনো উপসর্গ আসতে দেয় না। দ্রুত ঘা শুকোতে শক্তিশালী।

হামডোরয়েড অয়েন্টমেন্ট—ঢের বেশী উপকারী
অ্যান্টিসেপটিক, বেদনানাশক; যন্ত্রণা দূর করে, চুলকানি ও জ্বালা কমিয়ে আরাম দেয়। দ্রুত জায়গা শুকিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলে।

হামডোরয়েড
Hamdard

HDH 1547 BEN

গোয়েন্দারিপ / জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

আসামে ভেষজ শিল্প সংস্থা সংকটের মুখে

গৌহাটি, ২৮ অকটোবর—উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভেষজ সংস্থাগুলিকে সংকটের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আসাম ওষুধ প্রস্তুতকারক সমিতি আজ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরীর কাছে এক তারবার্তা পাঠিয়েছেন। সড়ক পরিবহণ কর্মীরা ওষুধপত্রের পেটি বহন করতে চাইছেন না। ফলে ওষুধ সংস্থাগুলি বন্ধ করে দেওয়ার কথা ভাবছেন। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে সমিতির সম্পাদক শ্রীলক্ষ্মীকান্ত শর্মা একথা জানান।

—পি টি আই

গওগায় জোয়ার ভাটা
দিবা রাত্রি দিবা রাত্রি
জোয়ার আরম্ভ ভাটা আরম্ভ
শুক্রবার—৬-৩৯ ৬-৫৭ ১১-৫ ১১-৩০

২৪তম খেলা

রাজস্থান স্টেট লটারিজ

২৮-১০-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত
প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল

প্রথম পুরস্কার—৫,০০০ টাকা A-277726

প্রত্যেকটি ৫০০ টাকার ৪টি পুরস্কার
B-305241 C-052686
D-315621 E-038583

অবশিষ্ট সিরিজগুলির উপরোক্ত নম্বরযুক্ত টিকিটে প্রত্যেকটি ৫০ টাকার ২০টি সান্ত্বনা পুরস্কার।

ডিরেক্টর, স্মল সেভিংস অ্যান্ড স্টেট লটারিজ, রাজস্থান, জয়পুর

ADARTS/RSL/30/71

বেতারবার্তা

শুক্রবার—২৯ অকটোবর

১ম অধিঃ—৬-০০ (সময়-সঙ্কেত) বন্দেমাতরম্; ৬-০৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-২৫ চাষীভাইদের বলছি: কথিকা; ৬-৩০ সুবন্ধ সংগীত—সেতার, নিতাই বসু; ৬-৪৫ শাশ্বতবাণী; ৬-৫৫ অনুপ দাশগুপ্ত—গীটার; ইং সং; ৭-০৫ অনুপ দাশগুপ্ত—গীটার; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ অলোক বাগচী—শ্যামাসংগীত; বাং সং; ৭-৩৫ স্থানীয় সংবাদ (বাং) ৭-৪০ পূরবী দত্ত—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-০০ নিখিল চক্র—লোকগীতি; ৮-১৫ পুতুল চক্রঃ—রাগপ্রধান; ৮-৩০ নাসির জহিরুদ্দীন ডাগর ও নাসির ফৈয়জুদ্দীন ডাগর—আলাপ ও ধামার; ৯-০০ বাংলা সংবাদ; ৯-০৫ অতুলপ্রসাদের গান—কৃষ্ণা চট্টোঃ; ৯-১৫ আধুনিক—সুবাস মিত্র এবং রাণু মুখোঃ; ৯-৩০ নটু মুখোঃ—ঠুংরী; ৯-৪৫ সুহাস বন্দ্যোঃ—রবীন্দ্র-সংগীত; ১০-০০ অবকাশরঞ্জন; ১০-০৫ নাসির হোসেন খাঁ—খেয়াল; ১০-৩০ বঙ্কিম পাল—সেতার; ১১-০০ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১২-৩০ (সময় সঙ্কেত) 'নৈবেদ্য' : ভক্তিগীতি—হীরালাল সরখেল এবং শেফালী চক্রঃ; ১-০০ নাসির জহিরুদ্দীন ডাগর ও নাসির ফৈয়জুদ্দীন ডাগর—আলাপ, ধ্রুপদ ও ধামার; সং; ১-৪০ সুগম সংগীত—অনীতা তলোয়ার, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, সুধা জয়াল এবং হরিশ ভরদ্বাজ; ১-৫০ অনুপ দাশগুপ্ত—গীটার; ২-০০ বিচিত্রিতা: ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ বিদ্যার্থীদের জন্য (দশম শ্রেণী); ২-৫০ অনুপ দাশগুপ্ত—গীটার; ৩-০০ তুলসী গোস্বামী—শ্যামাসংগীত; ৩-১৫ লক্ষ্মী চট্টোঃ—লোকগীতি; ৩-৩০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫-০০ (সময় সঙ্কেত) বঙ্কিম পাল—সেতার; ৫-৩০ লালন ফকির : গীতিনাট্য পরিবেশনায়—'আনন্দলহরী'; ৬-০০ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং ও ইং); ৬-১০ মজদুর-মণ্ডলী; ৬-৩০ লক্ষ্মী চট্টোঃ—লোকগীতি; ৬-৪০ কথকথা; ৬-৫৫ পল্লী বেতারগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান; বাং সং; ৭-৩৫ মফঃস্বলের চিঠি; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৫০ অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে নাটক (বাংলা রূপান্তর); ৮-৪০ অলোক বাগচী—অতুলপ্রসাদের গান; ৯-০০ উমা দে—খেয়াল; ৯-৩০ পুতুল চক্রঃ—আধুনিক; ৯-৪৫ পূরবী দত্ত—নজরুল-গীতি; ১০-০০ সংবাদ পরিক্রমা; ১০-০৫ বাংলা সংবাদ; ১০-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা; ১০-৩০ অনুরোধের আসর—(রবীন্দ্রসংগীত); ১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : (৩০০ মীঃ) ১ম অধিঃ—৯-০০ হিন্দী শিক্ষা; ৯-১৫ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ ১-০০ হাইলাইটস্ অব ওয়েস্টার্ন মিউজিক; ১-০৪ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ১-৩৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; সং; ২-১০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরাজী সংবাদ; ৩-০০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৮-০০ সহাস বন্দ্যোঃ—আধুনিক ও গীত; ৮-১৫ রুণু বসু—ভজন; ৮-৩০ নিখিল চক্রঃ—রাগপ্রধান; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান : (দিল্লী থেকে) ৯-২৫ অবকাশরঞ্জন; ৯-৩০ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য; ৯-৪৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ১০-৩০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান : (২২৭·৩ মীঃ) সকাল ৭—৯-৩০ মিঃ; বেলা ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিঃ; দুপুর ২টা—রাত ১১-৩০ মিঃ)।

পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান : (৫০৪·৫ মীঃ) : ১ম অধিঃ—৫-৩০ (সময়-সঙ্কেত) বন্দেমাতরম্ : দেশগান; ৫-৪৫ মুকুলরাণী গুহ—লোকগীতি; ৬-০৫ সুজিত দাস—রবীন্দ্রসংগীত; ৬-২০ বাংলা সংবাদ; ৬-৩০ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—৮-০০ হিন্দী সংবাদ; ৮-২০ বাংলা সংবাদ (৭-২৫ মিনিটে প্রচারিত সংবাদের পুনরাবৃত্তি); ৮-৩০ সংবাদ পর্যালোচনা; ৮-৩৫ বাংলা কথিকা; ৮-৪৫ নজরুলগীতি—ধনঞ্জয় ভট্টাঃ এবং ইলা বসু; ৯-০০ কলিকাতা ক-এর অনুরূপ; ১০-০০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—(২৬৫·৫ মীঃ)—৫-০০ (সময়-সঙ্কেত) হিন্দী সংবাদ; ৫-০৫ মুকুলরাণী গুহ—লোকগীতি; ৫-১৫ সুজিত দাস—রবীন্দ্রসংগীত; ৫-৩০ রুণু বসু—গীতি; ৫-৪৫ তুলসী গোস্বামী—আধুনিক; ৬-০০ বিশেষ ঘোষণা/সংগীত; ৬-০৫ অনুপ দাশগুপ্ত—গীটার; ৬-১০ নাসির হোসেন খাঁ—খেয়াল; ৬-৩০ নটু মুখোঃ—ঠুংরী; ৬-৪৫ স্তুপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭-০০ হিন্দী সংবাদ; ৭-০৫ রবীন্দ্রসংগীত; ৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা—(ইং ও বাং); ৭-৩০ নজরুলগীতি; ৭-৪০ আধুনিক; ৭-৫০ লোকগীতি; ৮-০০ হিন্দী সংবাদ; ৮-০৫ দেশগান; ৮-১৫ রবীন্দ্রসংগীত; ৮-৩০ উর্দু অনুষ্ঠান; ৮-৪৫ বাংলা কথিকা; বাং সং; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান (দিল্লী থেকে); ৯-২৫ অবকাশরঞ্জন; ৯-৩০ বাংলা কথিকা; ৯-৪৫ দেশগান; ৯-৪৫ কলিকাতা ক-এর অনুরূপ; ১০-০০ সংবাদ পরিক্রমা; ১০-০৫ বাংলা সংবাদ ১০-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা; ১০-৩০ নাসির জহিরুদ্দীন ডাগর ও নাসির ফৈয়জুদ্দীন ডাগর—আলাপ ও ধ্রুপদ; ১১-০০ সমাপ্তি।

যুববাণী : ১ম অধিঃ—৭টা (৩০০ মীঃ) বন্দেমাতরম্; আলোর গান : কল্যাণী চক্রঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৭-০৫ দিনের আলোর : স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ; ৭-১০ রাগরঙঃ স্বপ্না মৈত্র—খেয়াল; ৭-৩০ যুববাণী : (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৭-৩৫ সুরের আলো : সিতাংশুকুমার দাস—গীটার; ৭-৪০ নানা-রঙের গান : রমা ঘোষ—রবীন্দ্রসংগীত, মৃন্ময় বন্দ্যোঃ—নজরুলগীতি, তরুণ বন্দ্যোঃ—আধুনিক এবং দেবাশিস সান্যাল—লোকগীতি; ৮-০০ এই সপ্তাহের দশকে : আজকের রাশিয়ার তরুণ : বাংলা কথিকা—শেফালী পাঠক; ৮-০৫ শ্রুতিতরঙ্গ : সিতাংশুকুমার দাস—গীটার; ৮-১০ গীতাঞ্জলি : কল্যাণী চক্রঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-২০ সুরলহরী : বহুসংগীত; ৮-২৫ দিগন্তের গান : রমা ঘোষ—আধুনিক; ৮-৩৫ সংবাদ : (বাং সংবাদ); ৮-৪০ সুবকল্লোল : সিতাংশুকুমার দাস—গীটার; ৮-৫৫ শাস্ত্রীয় সংগীত। ৩য় অধিঃ—৫-০০ (৩০০ মীঃ) আজ ও কালকের যুববাণী : (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৫-০৫ মেঠোসুর : দেবাশিস সান্যাল—লোকগীতি; ৫-১৫ তরুণকণ্ঠে : স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি—পঙ্কজ সাহা; ৫-২৫ শ্রুতিতরঙ্গ : সিতাংশুকুমার দাস—গীটার; ৫-৩০ সংবাদ : (বাং সংবাদ); ৫-৩৫ স্পেটল : রমা ঘোষ—শ্যামাসংগীত ও ভজন; ৫-৪৫ সুরধ্বনি : সিতাংশুকুমার দাস—গীটার; ৫-৫০ কবির সুরে গান : তরুণ বন্দ্যোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; সং; ৬-০৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ৬-৩০ খেলাধুলার জগৎ; ৬-৪০ গীতিবিচিত্রা : মৃন্ময় বন্দ্যোঃ আধুনিক এবং দেবাশিস সান্যাল—লোকগীতি; ৬-৫০ রাগরঙঃ স্বপ্না মৈত্র—খেয়াল ও ভজন; ৭-১৫ চিঠির উত্তর; ৭-৩০ গানের বৈঠক : কল্যাণী চক্রঃ—রবীন্দ্রসংগীত, রমা ঘোষ—অতুলপ্রসাদের গান, মৃন্ময় বন্দ্যোঃ—নজরুলগীতি ও ভজন, তরুণ বন্দ্যোঃ—আধুনিক এবং দেবাশিস সান্যাল—লোকগীতি।

—কল্পতরু (সংকলিত)

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখ না থাকলে সূচিত সময় বিকাল অথবা সন্ধ্যা বোঝাবে।]

বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি (গোরাচাঁদ ভবন—১৮।১ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট) ৬ষ্টায় মহিলা দিবস। **অনঙ্গমোহন হরিসভা** (১৮ ডব্লু সি ব্যানার্জি স্ট্রীট)—৬৷৷টায় শ্রীরাধারমণ কীর্তন সংঘের নাম-মহিমা কীর্তন। **নরেন দত্ত-জে সি দাস-আই বি দত্ত-ডি এন মুখার্জি স্মৃতি আলোচনা**—৪টায় বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমারস এনড ইনডাসট্রি ভবনে (পি-১১ মিশন রো একসটেনশন) বাঁমা ও ব্যাংক ব্যবসায়ে আনন্দবাজার গোষ্ঠীর অবদান সম্পর্কে আলোচনা। পৌরোহিত্য করবেন শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধক—শ্রীসুধাংশুকুমার বসু। **রামকৃষ্ণ মিশন (গোল পারক)**—সাড়ে ৬টায় শিবানন্দ হলে শ্রীমদ্ভগবত পাঠ ও আলোচনা। **মহিলা সংহতি সমিতি** (পূঃ বাংলা)—সোয়া ৪টায় তথ্যকেন্দ্র প্রীতি-সম্মেলন, প্রধান অতিথি : শ্রীমতী ডায়াস। **মারচেন্ট চেম্বার অব কমারস**—বেলা ১২টায় কনফারেনস রুমে কমিটির সদস্যদের সভা। প্রধান অতিথি : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীবালগোবিন্দ ভার্মা। **ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল হল**—৪৷৷টায় বক্তৃতা কক্ষে 'টমাস ও উইলিয়ম ড্যানিয়েল' সম্পর্কে বক্তৃতা, বক্তা : ডঃ মরিস সেলিম। **সেনট্রাল হাওড়া শান্তি কমিটি**—হাওড়া পঞ্চানন-তলা জলের ট্যাংকের কাছে ৪ দিনব্যাপী জগদ্ধাত্রী পূজা। **ইস্টারন রিজন জিওলজিক্যাল সারভে অব ইনডিয়া**—হিমালয় এবং প্রাক-ক্যামব্রি এ্যান ভূতত্ত্ব সম্পর্কে (২৯ চৌরঙ্গীতে) ৩ দিনব্যাপী আলোচনা চক্রের প্রথম দিন সময় সকাল ১০টা।

শতবর্ষ আগে

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' (দৈনিক)
১৪ এপ্রিল ১৮৫১

এদেশে সংবাদপত্রের সৃষ্টিতে জ্ঞান ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি

এতদ্দেশে সংবাদপত্র সৃষ্টি হইবার কিয়ৎকাল পূর্ব্বাবধি যদিও মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার হইতে আরম্ভ হইয়াছিল কেননা ইংরাজী ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর হইতে সমাচার দর্পণ প্রকাশ হইবার অগ্রেও কতিপয় পুস্তক বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হয় তথাপি সংবাদপত্রের প্রচার না থাকাতে উপদেশ ও নানা বিষয়ের আন্দোলন বিরহে তদানীং সেই মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে নাই। বিবিধ প্রকার বিষয়ের প্রসঙ্গ সংবাদপত্রেই প্রথম হয় তাহার দ্বারাই জ্ঞানার্থি ও কার্য্যাদি এবং সাধারণের বা স্বদেশের হিতার্থি পুরুষেরা স্ব ২ অভীষ্ট বিষয়ের উপায় অনুসন্ধান করেন।...

সমাচার দর্পণ প্রকাশ হইলে তাহার কিয়ৎকাল পরেই এতদ্দেশীয় যোগ্য ও স্বদেশহিতৈষি মহাশয়েরা স্বয়ং স্বদেশ ভাষায় সংবাদপত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করেন তাহাতে নানা বিষয়ের আলোচনা দ্বারা বহুদর্শন ও বিজ্ঞতা বৃদ্ধি হওয়াতে ক্রমে ২ দেশের সৌভাগ্য ও সদবস্থার উদয় হইতে আরম্ভ হইল।.....

সংবাদপত্রে বিবিধ বিষয়ের আলোচনা দ্বারা জ্ঞানবৃদ্ধি হইলে তদ্দ্বারা দেশের উপকার সম্ভাবনা অনেকে বুঝিতে পারিলেন এবং সংবাদপত্র সম্পাদকদিগকে উৎসাহ দেওয়াতে সেই উৎসাহ অন্যান্য ভূরি ২ ব্যক্তির সংবাদপত্র প্রচারে উৎসাহ জন্মাইবার কারণ হইল এবং তাহাতে এই মহানগরী মধ্যে ত্রয়স্ত্রিংশৎ বৎসরের অতীত ও বর্ত্তমানে ৭৭ খান সংবাদপত্র প্রচার হয়।.....

—কল্পতরু (সংকলিত)

দিনপঞ্জিকা

আজ দশমী

দৃকসিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

শুক্রবার, ১২ কার্তিক, ১৩৭৮ (৭ কার্তিক, ১৮৯৩ শক), ২৯ অকটোবর, ১৯৭১, ৮ রমজান। দশমী রাত্রি ঘঃ ৭।৪৪ মিঃ পর্যন্ত। ধনিষ্ঠানক্ষত্র দিবা ঘঃ ১০।৪০ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।৪২।৫২ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৪।৫৮।৫ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। **যাত্রা—**প্রথমে পশ্চিমে নাস্তি। **মুখ্য ও গৌণচন্দ্র কার্তিক (শুক্লপক্ষ)।**

অন্য পঞ্জিকা মতে—

শুক্রবার, ১২ কার্তিক, ১৩৭৮ (৭ কার্তিক, ১৮৯৩ শক), ২৯ অকটোবর, ১৯৭১, ৮ রমজান। দশমী দিবা ঘঃ ২।৩১।২৯ সেঃ পর্যন্ত। ধনিষ্ঠানক্ষত্র দিবা ঘঃ ৬।২৪।৩৭ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।৪২।৪৯ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৪।৫৮।৪৯ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। **যাত্রা—**নাস্তি। **মুখ্য ও গৌণচন্দ্র কার্তিক (শুক্লপক্ষ)।**

সপ্তাহব্যাপী মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান

৭।১ যশোহর রোডে মাতৃমন্দিরে (কাজীবাড়িতে) আশ্রমাধ্যক্ষ আচার্য শ্রীগৌরাঙ্গ ভারতীয় পৌরোহিত্যে সম্প্রতি সপ্তাহব্যাপী মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হয়। পরিচালনা করেন শ্রীকান্তিভূষণ গুপ্ত। পূজা, হোম, যাগযজ্ঞ নানাবিধ ক্রিয়াকর্মের ব্যবস্থা ছিল।

আজই পরখ করুন টেক্সান
কড়া সিগারেটের এই পূর্ণ সমন্বয়—সত্যিই অভূতপূর্ব

এই প্রথম পাবেন একই সিগারেটে—
পূর্ণ কড়া তেজ
পরিপূর্ণ আমেজ
মনমাতানো স্বাদের বাহার
সর্বদা তাজা রাখার জন্য রাংতা ও 'সেলোফেন' এর মোড়ক ব্যবহার করা হয়েছে।

টেক্সান
কড়া আমেজ
ভরা স্বাদ

৪৫ পঃ ১০টি
স্থানীয় কর অতিরিক্ত

পূর্ব্ব ভারতের কয়েকটি মনোনীত বাজারে পাওয়া যাবে
ন্যাশনাল টোব্যাকোর একটি অনবদ্য সৃষ্টি

ACI/TXN-18

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্

২৮ অকটোবর ১৯৭১ থেকে পূর্বাঞ্চল সার্ভিসের সময়সূচীর পরিবর্তন

১) ফ্লাইট আই সি—২২৫ (কলকাতা/আগরতলা) কলকাতা ছাড়বে ০৫-৩০ ঘণ্টায় (০৬-১০ ঘণ্টার বদলে)।
২) ফ্লাইট আই সি—২১৩ (কলকাতা/গৌহাটি/মোহনবাড়ি) কলকাতা ছাড়বে ০৭-০০ ঘণ্টায় (১১-৩০ ঘণ্টার বদলে)।
৩) ফ্লাইট আই সি—২১১ (কলকাতা/তেজপুর/জোড়হাট/লীলাবাড়ি/মোহনবাড়ি, মঙ্গল/বুধ/শুক্র/শনি/রবিবারে) কলকাতা ছাড়বে ০৬-০৫ ঘণ্টায় (০৬-৩০ ঘণ্টার বদলে)।
৪) আই সি—২১১ (সোম/বৃহস্পতিবার) কলকাতা/গৌহাটি/ডিমাপুর/জোড়হাট/মোহনবাড়ি—কলকাতা ছাড়বে ০৬-০৫ ঘণ্টায়।
৫) ফ্লাইট আই সি—২৫৫ (কলকাতা/গৌহাটি/শিলচর/ইমফল) কলকাতা ছাড়বে ০৭-০০ ঘণ্টায় (০৬-০৫-এর বদলে)।
৬) আই সি—২৪৯/২৫০ এবং আই সি—২০৫/২০৬ স্থগিত রাখা হল।
৭) আই সি—২০১/২০২ (কলকাতা/গৌহাটি/কলকাতা) কেবল শনিবার ও রবিবারে চলবে, কলকাতা ছাড়বে ১২-৩০ ঘণ্টায়।

স্থগিত ফ্লাইটে যে সকল যাত্রীর আসন সংরক্ষণ করা ছিল, তাঁরা রি-বুকিং-এর জন্যে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

অন্যান্য বিবরণীর জন্যে এণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস বা যে কোনো ট্র্যাভেল এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ছাপ রাখতে কখনই ব্যর্থ হয় না

আর সেই ছাপ
আরও ভাল হয়
যদি ব্যবহার করেন

WILSON
রিফিল

—স্বভাবতঃই!
এর ০·৮ মিমি পয়েন্ট কাগজের ওপর স্বচ্ছন্দে চলে। কোনো ছোপ পড়ে না। আমদানি করা বল-পেনেও ফিট্ করার জন্যে তৈরি।

Advert: W.P.C.A

WILSON
(REGD.)

জটার ® বলপেন এবং রিফিল

বালকৃষ্ণ পেন প্রাঃ লিঃ
সাগরদাশ রোড আধেরী, বম্বে ৬৯ এ এস, ফোন : ৫৭৪৩২১ (৫টি লাইন)
সেল ও সার্ভিসের জন্য সেল ডিস্ট্রিবিউটরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন
কিরণ অ্যান্ড কোং, ৭৩/৭৫ শ্যামসেট স্ট্রীট, বম্বে-২ ফোন ৩২৪৪৩২

ভাগ্যিস্ প্রেস্টিজ রয়েছে, তাই

প্রেস্টিজ প্রেশার কুকার (বিদেশে রপ্তানীর সময়ে যার নাম প্রীত) আপনার মতো চাকুরে মেয়েদের কথা ভেবেই তৈরী—যাঁরা একাধারে চাকরিবাকরি আবার রান্নাবান্না ও ঘরকন্না সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যেতে চান।

সময় বাঁচাতে হ'লে আপনার চাই প্রেস্টিজ (বা প্রীত)। এমনিতে রান্না সারতে যতটা সময় লাগে এতে তার সিকিভাগ সময়ে খাবার তৈরী হ'য়ে যায়, আর তা'ও একসঙ্গে রকমারি খাবার।

নিখুঁত কাজ পাবেন প্রেস্টিজ ও প্রীত ব্যবহার করলে। এতে জ্বালানি খরচ কমে, রান্না-ঘরেও একগাদা বাসনপত্রের দরকার হয় না। প্রেস্টিজে বা প্রীতে রাঁধলে পুষ্টিগুণ বজায় থাকে সবচেয়ে বেশী।

প্রেস্টিজ ও প্রীত কিনলে সারা জীবনের গ্যারান্টি। এছাড়া কেনার পর দেশের যেকোন জায়গায় সার্ভিসের এবং খুচরো অংশ পাবার সুযোগও পাওয়া যাবে।

একটা প্রেস্টিজ কিনে ফেলুন—একাধারে চাকরিবাকরি ও ঘর-সংসারের হাল ধরুন।

প্রেস্টিজ-প্রীত আপনার সেবায় সবসময় তৈরী।

* বিদেশে রপ্তানীর জন্য নাম—প্রীত।

TTP 6173

টি টি. (প্রাইভেট) লিমিটেড, বাঙ্গালোর-১৬

আপনার সেবায় প্রীত

টি টি (প্রাইভেট) লিমিটেড, বাঙ্গালোর-১৬ ঠিকানায় মনি অর্ডারে এক টাকা পাঠালে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, গৃহস্থালী ইত্যাদি পুস্তিকার "প্রীত কেয়ারস ফর ইউ" সিরিজের প্রয়োজনীয় প্রথম পুস্তিকা "চাইল্ড কেয়ার"-এর একটি কপি আপনাকে আমরা ডাকে পাঠাব।
আমাদের আরও একটি অদ্বিতীয় ও স্বতন্ত্র পরিসেবা

প্রেস্টিজ-প্রীত
টি টি (প্রাইভেট) লিমিটেড, বাঙ্গালোর

পূর্বাঞ্চলের ডিস্ট্রিবিউটর : মেসার্স অ্যালায়েড ডিস্ট্রিবিউটর্স, ১৭ পোলক স্ট্রীট, কলকাতা-১
সেল ও সার্ভিস করা হয় : কলকাতা : মেসার্স অ্যালায়েড ডিস্ট্রিবিউটর্স, ১৭ পোলক স্ট্রীট। মেসার্স ব্যাম্বিনো, গড়িয়াহাট রোড। মেসার্স ধর ব্রাদার্স, চাঁদনি চক। মেসার্স মডার্ন মিউজিয়ম, বিধান সরণি। মেসার্স নেপালশংকর, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। এলাহাবাদ : মেসার্স ইউনিভার্সাল ট্রেডার্স, কমলা নেহরু রোড। আসানসোল : মেসার্স ঘাঁটি ব্রাদার্স, জি টি রোড। ভুবনেশ্বর : মেসার্স বার্মা জেনারেল স্টোর্স, ওয়েস্টার্ন মার্কেট বিল্ডিং। ধানবাদ : মেসার্স বর্ধমান পোপটলাল অশ্বানি, রাঠোর ম্যানসন। দুর্গাপুর : মেসার্স বম্বে ভারাইটি স্টোর্স, বেনাচিটি। গৌহাটি : মেসার্স এস জয়ন্তীলাল অ্যান্ড কোং, ফান্সি বাজার, মেসার্স অ্যাসোসিয়েটেড এজেন্সিজ, ফান্সি বাজার। গোরক্ষপুর : মেসার্স বিজয় এজেন্সিজ, টাউন হল মার্কেট, মেসার্স গণেশীলাল রামনিবাস, স্টেশন রোড, গোলঘর। জামশেদপুর : মেসার্স কুলজন, হিন্দুস্তান বিল্ডিংস, বিষ্টুপুর। লখনৌ : মেসার্স মল্লিকস, হজরতগঞ্জ। মেসার্স কানহাইয়ালাল প্রাণদাস, নাজিরাবাদ। পাটনা : মেসার্স ডি লাল অ্যান্ড সনস, ফ্রেজার রোড। রাঁচি : মেসার্স গুপ্ত স্টোর্স, মেন রোড। রাউরকেলা : মেসার্স ভারাইটি স্টোর্স, মেন রোড। বারাণসী : মেসার্স গিরধর দাস অ্যান্ড সনস, বাঁশফাটক। শিলং : মেসার্স গ্র্যান্ড বাজার, পুলিস বাজার। বালেশ্বর : মেসার্স মনহরলাল কানহাইয়ালাল, মতিগঞ্জ বাজার। বহরমপুর : মেসার্স বুরা আপ্পালানসায়া অ্যান্ড পার্টনার্স, অন্নপূর্ণা মার্কেট। চাস : মেসার্স বম্বে ভারাইটি স্টোর্স, বাইপাস রোড। মুজঃফরপুর : মেসার্স ভারত গ্লাস কোং, সরাইয়াগঞ্জ। ভাগলপুর : মেসার্স নিউ সন্তোষ অ্যালুমিনিয়ম স্টোর্স, ডি এন সিং রোড।

বন্দে মাতরম্‌
আনন্দবাজার পত্রিকা
শুক্রবার, ১২ কার্তিক, ১৩৭৮

দিনের বাণী

বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা "লোকহিতায়" এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না। চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না?
—স্বামী বিবেকানন্দ

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পুনর্বিন্যাস

উত্তর-পূর্ব ভারতের মানচিত্র পরিবর্তিত হইতে চলিয়াছে। পরিবর্তনের হাওয়া সেখানে এই যে প্রথম বহিল তাহা নয়। মেঘালয় এবং নাগাভূমির জন্ম আগেই হইয়াছে। তবে আগেকার পরিবর্তন ছিল আংশিক, এবারকার বিন্যাস ব্যাপক এবং লক্ষ্যে সুদূরপ্রসারী। এই অঞ্চলে পাকাপাকিভাবে পাঁচটি রাজ্য স্থান করিয়া লইতেছে—আসাম, মেঘালয়, নাগাভূমি, মণিপুর ও ত্রিপুরা। মেঘালয় এতদিন ছিল রাজ্যের মধ্যে রাজ্য, আসামের সংগে অঙ্গাংগী। এবার সে পূর্ণ মর্যাদায় অভিষিক্ত হইতে চলিয়াছে। অন্য দিকে মণিপুর আর ত্রিপুরা নিছক কেন্দ্রশাসিত নাবালক আর রহিবে না, প্রমোশন পাইয়া সাবালক অর্থাৎ সকলের সমান হইতে চলিয়াছে। আরও দুইটি এলাকা কেন্দ্রীয় শাসনাধীন রাজ্য হিসাবে গণ্য হইবে। মিজোভূমির নূতন নাম মিজোরাম, আর নেফার অরুণাচল। নামে কিবা আসে যায়, কথাটা এখানে খাটিবে না। ইংরাজী আদ্যক্ষর-সম্ভূত কিম্ভূত "নেফা" নামটা ঘুচিয়া সুন্দর "অরুণাচল"—ইহারও বিশেষ তাৎপর্য আছে।

নূতন বিন্যাসের তারিফ করিতেছি এই কারণে যে, ইহাতে স্থানীয় দাবি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সংগে সার্বিক সমন্বয়ের চমৎকার সমাহার ঘটিয়াছে। আজিকার ভারতের পটভূমিতে দুইটারই প্রয়োজন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নজির অন্য অঞ্চলেও পথের হদিশ দিবে কি না, সে-কথা ক্রমশ বোঝা যাইবে। পাঁচটি পূর্ণ রাজ্য। অথচ রাজ্যপাল একজন, হাইকোর্টও এক—এ এক অভিনব পরীক্ষা, যেমন বিচ্ছেদের মধ্যে মিলনের, তেমনই অর্থ সাশ্রয়ের। অগ্রগতির পথে পাঁচটি রাজ্যের মিলিত পদযাত্রার উপর দৃষ্টি রাখার জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের উপদেষ্টা-পরিষদের ব্যবস্থাও আছে। এ যেন এক পিরামিড রচনা, যাহার ভিত্তি অতি প্রশস্ত। অনেক জায়গায়, পাহাড়ী এলাকায় স্বয়ংশাসিত জেলা-পরিষদও থাকিবে। নকশার দিকে তাকাইলেই বোঝা যায়, উদ্দেশ্য সর্বার্থসাধক। প্রথমত সর্বত্র প্রতিনিধিমূলক শাসন প্রবর্তন, আবার নিম্নস্তরেও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের স্বীকৃতি। মানচিত্র কখনও নূতন করিয়া আঁকা হয় রক্তরেখায়—আজ বাংলাদেশে যাহা ঘটিতেছে—আবার কখনও বিনা রক্তপাতেও সম্মতির তুলিকাতেও মানচিত্র নূতন করিয়া চিহ্নিত হইতে পারে—যাহার দৃষ্টান্ত ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল।

অথচ এই অঞ্চল লইয়া স্বাধীনতার পর হইতে নানা রকম দুর্ভাবনা, নানা রকম জল্পনা ও পরিকল্পনা। এই এলাকার পরিস্থিতিও নানা কারণেই ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হইতে কিছু স্বতন্ত্র। একে তো একাধিক আন্তর্জাতিক সীমারেখা এই এলাকাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে; দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক চেতনাও সর্বত্র সমানস্তরে নাই। জনবিন্যাসেও অঞ্চলটি বৈচিত্র্যময়। ইহার কোনও কোনও অংশে যদি কখনও কখনও চাঞ্চল্য দেখা দিয়া থাকে, তাহাকে স্বাভাবিক আত্মচেতনার স্ফূর্তি বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। অপেক্ষাকৃত অগ্রসর অংশগুলির দিক হইতে প্রয়োজন ছিল দরদী ও সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর—সামগ্রিক জাতীয় স্বার্থে। গোড়ায় যদিও ইতস্তত ভাব দেখা গিয়াছে, পরে এই প্রয়োজনের আহবানে সাড়া যথোচিতই মিলিয়াছে।

মণিপুর আর ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের স্বীকৃতি চাহিতেছে অনেকদিন, দাবিপূরণে স্বভাবতই তাহারা আনন্দিত। অরুণাচল বা মিজোরামও স্বীকৃতির প্রথম ধাপে উঠিল। রাজ্যপাল ইত্যাদি স্টেটাস সিম্বল অর্থাৎ মর্যাদার অভিজ্ঞান বাহিরের ব্যাপার, আসল মর্যাদালাভই প্রকৃত প্রাপ্তি। সেই মর্যাদা আসে বৈষয়িক উন্নয়নে এবং যথোপযুক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণতায়। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিরোধের বদলে আসুক সুস্থ মিলনময় এবং অগ্রগতির প্রতিযোগিতা। সামান্য তিক্ততা যদি দেখা দেয়ও, সে-জন্য রক্ষাকবচরূপে রহিল এক রাজ্যপাল এবং মিলিত উপদেষ্টা-পরিষদ্‌। এই সমাধান এবং পুনর্বিন্যাসের শেষ ভরসা অবশ্যই রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতা এবং সুবুদ্ধি, দেওয়া এবং লওয়াই ইহার ভিত্তি। আসামের পক্ষেও ক্ষোভের কারণ রহিল না, কেননা শিলং যদি যায়ও, গৌহাটির মর্যাদা বাড়িতেছে—সকলের হাইকোর্ট গৌহাটি। একটি সংহত ও সমৃদ্ধ রাজ্য হিসাবে নিজেকে গুছাইয়া লওয়ার অবকাশ কাছাড়-সহ আসামের মিলিতেছে। আসল কথা সংহতি এবং সংগঠনমূলক রাজনৈতিক বুদ্ধি। যাঁহারা স্থানীয় দাবিদাওয়ার নামে দেশটাতে আরও বিভেদের ঝোড়ো হাওয়া বহাইয়া দিতে চান, তাঁহাদের বাতুলানো পথে এই সুস্থবুদ্ধির পরিচয় মেলে না।

জাতিপুঞ্জে প্রজাতন্ত্রী চীন

জাতিপুঞ্জে চীনের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। অধিকাংশ সদস্যের বিচারে সে যোগ্যতা অর্শিয়াছে পিকিং সরকারের উপর। অতঃপর তাঁহাদের প্রতিনিধিরাই জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সংগঠনে আসন পাইবেন। সাধারণ-সভায় তাঁহারা যোগদান তো করিবেনই, নিরাপত্তা-পর্ষদে চীনের জন্য নির্দিষ্ট আসনটিও তাঁহাদের দখলে আসিয়াছে। সে পর্ষদের সভাপতিত্ব করেন পালা করিয়া প্রত্যেকটি সদস্য। সে পালার মেয়াদ অবশ্য মাত্র এক মাস। নভেম্বরের পালা নিয়মমতো চীনের। দেখা যাইতেছে পিকিং সরকার জাতিপুঞ্জে প্রবেশের অধিকার পাইয়াই একেবারে সভাপতির পদ অলংকৃত করিবেন। চীন নিরাপত্তা-পর্ষদের স্থায়ী সদস্য হিসাবে স্বীকৃত—তাহার অসম্মতি থাকিলে কোনও প্রস্তাবই পর্ষদে পাস করা যায় না। ওই ব্রহ্মাস্ত্র কেমন ভাবে প্রজাতন্ত্রী চীন প্রয়োগ করে তাহার উপর জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। এতকাল আমেরিকা ও রাশিয়া একমত হইলেই যে কোনও সমস্যার মীমাংসা হইতে পারিত। এখন তাহার জন্য প্রয়োজন হইবে তৃতীয় পক্ষের। চীনের আপত্তি থাকিলে কোনও কিছু করা জাতিপুঞ্জের পক্ষে সম্ভব নয়।

চীন কী করিবে আর করিবে না, সে সম্বন্ধে আজও সে কোনও উচ্চবাচ্য করে নাই। বোধ হয় তাহার প্রতিনিধির দল যখন জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় যোগদান করিবেন তখনই তাহার মনের কথা জানা যাইবে। তবে ইতিমধ্যেই সারা দুনিয়াতে সে তত্ত্ব লইয়া জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। জাতিপুঞ্জের অসারতা প্রমাণ করিয়া তাহাকে হেয় করাই যদি প্রজাতন্ত্রী চীনের বাসনা হয় তাহা হইলে সে কাজ করা তাহার পক্ষে আদৌ কঠিন হইবে না। তাহা না করিয়া যদি সে সেখানে মার্কিন প্রতাপ ক্ষুণ্ণ করিয়া নিজের আধিপত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হউক আর নাই-হউক জাতিপুঞ্জের অস্তিত্ব অন্তত বিপন্ন হইবে না। তবে জাতিপুঞ্জে চীনের প্রতিদ্বন্দ্বী একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, সোভিয়েট ইউনিয়নের সংগেও তাহাকে পাল্লা দিতে হইবে। দুই কম্যুনিস্ট দিক-পালের মধ্যে সৌহার্দের বন্ধন অনেক দিন আগেই টুটিয়াছে—যদিও আদর্শবাদের ক্ষেত্রে মতান্তর থাকিলেও রাশিয়া জাতিপুঞ্জে পিকিং সরকারের পক্ষেই ভোট দিয়াছে।

সোমবারের ভোটাভুটি হইতে দেখা যাইতেছে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিস্তর দেশ নয়াচীনের পক্ষ সমর্থন করিয়াছে। ব্যাপারটি উপেক্ষণীয় নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাতব্বরিতে তাহার উপর ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনেক রাষ্ট্রই অপ্রসন্ন। এমন কী যে দক্ষিণ-আমেরিকা এই সেদিন পর্যন্ত তাহার জমিদারি ছিল বলিলেই চলে সেখানেও দেশে দেশে দেখা দিয়াছে মার্কিন বিরোধিতা। প্রজাতন্ত্রী চীনের জাতিপুঞ্জে প্রবেশের পথ তাহারা সুগম করিয়াছে এই আশায় যে, তাহাতে আমেরিকার প্রতিপত্তি হ্রাস পাইবে। তবে এবার আমেরিকা নিজেই চীনের জাতিপুঞ্জে যোগদানের আয়োজনে বাধা দেয় নাই, বরঞ্চ সে আয়োজনকে সার্থকতায় মণ্ডিত করিবার ব্যবস্থাই করিয়াছে। আগের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি বাঁকিয়া দাঁড়াইত, তাহার সর্বশক্তি সংহত করিয়া প্রজাতন্ত্রী চীনের জাতিপুঞ্জে প্রবেশে বাধা দিত তাহা হইলে পুরাতন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এবারেও হয়তো ঘটিত—পিকিং সরকার এবারও জাতিপুঞ্জের বাহিরেই থাকিয়া যাইতেন।

আমেরিকা যে এতদিন পরে নয়া-চীনের সংগে সম্পর্কটা সহজ করিয়া তুলিতে চাহিতেছে তাহার হেতু মুখ্যত অর্থনৈতিক। কম্যুনিজম সম্বন্ধে তাহার মনোভাব যেমন ছিল তেমনই আছে, তাহার কোনও পরিবর্তন হয় নাই। তবুও নিক্সন যে চীনে পাড়ি দিতে চাহিতেছেন, কিসিংগার তাহার দূতিয়ালি করিবার জন্য বারবার পিকিং দৌড়াইতেছেন তাহার কারণ, চীনের সংগে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আমেরিকা পাতাইতে চায়। অত বড় একটা বিরাট বাজারে সামান্য একটু স্থান করিতে পারিলেও বিস্তর লাভ—এই ভাবিয়াই আমেরিকা বাইশ বছর পরে পিকিংয়ের দিকে চলিয়াছে। অন্যান্য বৃহৎ রাষ্ট্র যাহারা জাতিপুঞ্জের সাধারণ-সভায় প্রজাতন্ত্রী চীনের পক্ষ সমর্থন করিয়াছে তাহাদেরও ওই একই হিসাব। প্রজাতন্ত্রী চীনের সংগে কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকিলেও জাপান তাহার সহিত বাণিজ্যিক সম্বন্ধ বজায় রাখিয়াছে। অত বড় একটা বিরাট বাজারের সুবিধা জাপান একাই ভোগ করুক—এ ইচ্ছা শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলির নাই। তাই বুঝি তাহারা আদর্শগত সংঘাতের কথা ভুলিয়া জাতিপুঞ্জে প্রজাতন্ত্রী চীনকে স্বাগত জানাইয়াছে।

চিত্রকর শীতঋতু

যাযাবর পাখিরা আসিতে শুরু করিয়াছে। বলিতে হয়, বঙ্গদেশের শীতকালীন সেই অতিথিরা আসিতে শুরু করিয়াছে, যাহাদের সংখ্যা আগন্তুক বৈদেশিক পর্যটকদিগের তুলনায় হাজারগুণ বেশীর চেয়েও বেশী। যাযাবর পাখির আগমনের কারণে বিদেশী মুদ্রা উপার্জিত হয় না বটে কিন্তু সে-জন্য কেহ ইহা মনে করিবে না যে, যাযাবর পাখির বিপুল প্রকারের এই অভ্যাগমনের কোন মূল্য কিংবা গুরুত্ব নাই। ইহারা যেন অলক্ষ্য সুদূর হইতে আগত একটি প্রাণময় রহস্যের কলমুখর ছবি। কোথায় সেই সাইবেরিয়া এবং কোথায় এই বঙ্গভূমির দক্ষিণপ্রান্তের খাল বিল নদী নালা ও হ্রদ! দেখিতে বিস্ময়কর এক জাদুর খেলা বলিয়া মনে হইবে, সাইবেরিয়ার হাঁস ও মানস সরোবরের হাঁস শীতের প্রথম হিমের শিহরণের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে পাড়ি দিয়া বঙ্গভূমির অল্প শীতের ক্রোড়ের উপর আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে।

সংবাদপত্রের ছবিতে দেখা যাইতেছে, কলিকাতার চিড়িয়াখানার পুকুরগুলির জলে পড়িয়া সুদূর সাইবেরিয়া হইতে আগত হুইসলিং টীল অর্থাৎ সরাল হাঁসেরা সাঁতার দিতেছে। সাইবেরিয়ার নির্মম হিমের ভয়ে সরাল হাঁসের প্রাণ পলাতক হইয়া যেন উচ্ছলিত স্নিগ্ধ মমতায় একটি আশ্রয়ে আসিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। বলিতে হয়, ইহা যাযাবর হংসের বিশেষ সৌভাগ্য। মানবেরা উন্নততর প্রাণী বলিয়া শ্লাঘা বোধ করিয়াও এ ধরনের সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারে নাই।

প্রকৃত শীতের দুইটি মাস হইল পৌষ ও মাঘ। সুতরাং যথার্থ শীতঋতু এখনও আসে নাই। কিন্তু তাহার আসিবার সাড়া শুনিতে এবং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বসন্তঋতুর সুনাম বেশী; তাহাকে বিচিত্র প্রাকৃতিক শোভার চিত্রকর বলিয়া প্রশংসা করা হয়। কিন্তু শোভার চিত্রকর হিসাবে শীতঋতুর প্রশস্তি না করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। বঙ্গভূমির নদী নালা ও বিলে এই যে উত্তুরে হাঁসের বিচিত্র সমাগম ইহার শোভা চিত্রকর শীতঋতুরই হাতের কাজ। বসন্তঋতু হয়তো বেশী ফুল ফুটাইয়া থাকে, কিন্তু এইভাবে যাযাবর হাঁসের বিচিত্র রূপ এবং কলনাদ দিয়া হ্রদের প্রাণময় শোভা রচনা করিতে পারে শুধু এক শীতঋতু।

শীতঋতুর নিন্দা আছে, তাহার হিম যেন শাণিত নখর। সত্য বটে, শীত চলিয়া যাইবার সময় শাখীকে রিক্ত করিয়া, অনেক লতার ফুল ও পাতা ঝরাইয়া দিয়া যায়। এ যেন শীতের হিমাক্ত নখরের যথেচ্ছাচার। কিন্তু নূতন ফুল ফুটাইবার কৃতিত্বে শীতই বা কি কম যায়? বর্ণ-বৈচিত্র্যে শীতঋতুর ফুল বসন্তঋতুর ফুলের চেয়ে বেশী ছাড়া কম শোভাময় নহে। চিত্রকর শীতের হাতের তুলিকা বর্ণসুষমা সৃষ্টি করিতে বেশী দক্ষ। বসন্তঋতুতে কোকিল ডাকিয়া এবং মৃদু মলয়ানিল বহিয়া পুষ্প-শোভাকে মায়াময় হইতে সাহায্য করে। বাতাস এবং কোকিলের ডাক উত্তরের কেহই শীতঋতুকে সাহায্য করে না। তবু শীতকালের বাগানের পুষ্প-শোভায় যে বৈভব দেখা যায় তাহা বসন্তঋতুর অনেক গর্ব খণ্ডিত করিয়া দিতে পারে।

শীতঋতু অবশ্যই অন্য কয়েকটি ঋতুর তুলনায় ভাল চিত্রকর। এবং চিত্রকর বলিয়া শীতঋতুর প্রশস্তি কবিদের মুখে তেমন মুখর না হইলেও শীতঋতু তাহাতে দুঃখিত হইবে না। চিত্রকর শীতঋতু চিরকাল যাযাবর পাখির প্রাণময় হর্ষ ও রূপের বৈচিত্র্য দিয়া বঙ্গভূমির জলা ও বিলের শোভা সৃষ্টি করিবে, বর্ণোজ্জ্বল ফুল ফুটাইবে।

বি. বি. ঘোষ

গত বুধবার সি-এম-ডি-এর চেয়ারম্যান শ্রী বি. বি. ঘোষ পরলোকগমন করিয়াছেন। একজন দক্ষ প্রশাসক হিসাবে শ্রীঘোষ অনেক আগেই খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ দেড় বছরের কিছু বেশী সময় পশ্চিমবঙ্গ ও কলিকাতার উন্নয়নের জন্যই আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৭০ সনে রাজ্যপালের প্রধান পরামর্শদাতা নিযুক্ত হওয়ার পর কলিকাতার উন্নয়নের ব্যাপারে সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া শ্রীঘোষ সি-এম-ডি-এ সংস্থাটি গঠন করেন। স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কলিকাতার উন্নয়নের কর্মসূচী রচনার জন্য সি-এম-পি-ও গঠন করিয়াছিলেন। কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার অভাব এবং দিল্লিতে কলিকাতার সমস্যা ভালভাবে তুলিয়া ধরিতে না পারায় সি-এম-পি-ও-রচিত কর্মসূচী এতদিন কার্যত ফাইল-বন্দী অবস্থায় পড়িয়া ছিল। নবগঠিত সি-এম-ডি-এর চেয়ারম্যান হিসাবে শ্রীঘোষের প্রচেষ্টায় কলিকাতার উন্নয়নের জন্য চতুর্থ যোজনায় ১৫০ কোটি টাকারও বেশী বরাদ্দ হইয়াছে। সম্প্রতি পুনরায় সি-এম-ডি-এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়ার পর নূতন উদ্যমে কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষদিনে মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগেও কলিকাতার উন্নয়নের ব্যাপারে আলোচনা করিয়াছিলেন। বন্ধ কারখানাগুলি পুনরায় চালু করার ব্যাপারে ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত ভারতীয় শিল্প পুনর্গঠন কর্পোরেশনেরও তিনি প্রথম চেয়ারম্যান এবং তাঁহারই প্রচেষ্টায় বেলুড়ের একটি ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থা পুনরায় চালু হইয়াছে। মৃত্যুর একদিন আগেও কলিকাতার গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপস লিমিটেডের চেয়ারম্যান হিসাবে ওই সংস্থার উৎপাদনের পরিমাণ বর্তমানের ৩ কোটি টাকা হইতে ১৯৮০-৮১ সনে ৫০ কোটি টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব করিয়াছেন। অকৃতদার শ্রীঘোষ সারাজীবন তাঁহার আয়ের একটি অংশ নিয়মিতভাবে জনসেবার কাজে ব্যয় করিতেন। শ্রীঘোষের আকস্মিক মৃত্যুতে পশ্চিমবঙ্গ একজন দক্ষ ও সৎ প্রশাসক এবং একটি সুযোগ্য সন্তানকে হারাইল।

রাজ্য ও রাজনীতি / বরুণ সেনগুপ্ত
রাজনৈতিক সমাধান অনেকেই চান, কিন্তু কীভাবে?

রাশিয়া, ব্রিটেন এবং [illegible] যুক্তরাষ্ট্র এখন বা[illegible] একটা "রাজনৈতিক সমাধানের" জন্য বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। এই তিনটি রাষ্ট্রেরই নানা ধরনের প্রতিনিধিরা সম্প্রতি এই উদ্দেশ্যে ইসলামাবাদ, দিল্লি এবং কলকাতা ছোটাছুটি শুরু করেছেন। "রাজনৈতিক সমাধানের" নানা প্রস্তাব নিয়ে এরা সংশ্লিষ্ট নায়কদের সংগে আলোচনাও শুরু করেছেন। ইসলামাবাদ এবং দিল্লির সংগে আলোচনাটা চলছে সরাসরি, মুজিবনগরের সংগে কথাবার্তা হচ্ছে গোপনে এবং কখনও কখনও অপ্রত্যক্ষভাবে।

এই তিনটি রাষ্ট্রেরই প্রস্তাব: শেখ মুজিবরকে মুক্তি দেওয়া হোক। বাংলাদেশ নেতৃত্ব স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবিতে অটল না থেকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যেই যত দূর সম্ভব স্বায়ত্তশাসনের অধিকার নিয়ে একটা মীমাংসায় রাজি হয়ে যান। আর, ভারত সরকার সেই মীমাংসায় পৌঁছাতে রাজি হওয়ার জন্য বাংলাদেশ নেতৃত্বকে "অনুরোধ" জানান।

এই "রাজনৈতিক সমাধানের" প্রস্তাব যে সবাই একসংগে বা একই ভাষায় দিয়েছেন তেমন নয়। নানাজন নানাভাবে প্রস্তাবগুলি আনছেন। প্রস্তাবগুলির বিস্তারিত বিচারে গেলে হয়ত দেখা যাবে বেশ কিছু পার্থক্যও আছে। তবে সকলের প্রস্তাবেরই মূল সুরটা এক। মুজিবের মুক্তি সকলেরই প্রথম শর্ত। দ্বিতীয় শর্তেও সবাই একমত, পাকিস্তানকে ভাংগা চলবে না, অর্থাৎ পূর্ব বাংলা পাকিস্তান থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে গিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে না। এবং তৃতীয় শর্ত, পূর্ব বাংলাকে যথা সম্ভব স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে হবে।

পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ রূপ কী হবে সে সম্পর্কে রুশরা বলছেন, যেমন কিছুদিন আগেও যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রকাঠামোটা ছিল। যুগোশ্লাভিয়া কতকগুলি প্রজাতন্ত্রের (রিপাবলিকের) "স্বেচ্ছামিলনে" গঠিত রাষ্ট্র। প্রত্যেক প্রজাতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারস্যাপার পরিচালনায় পূর্ণ অধিকার তাঁদের প্রতিনিধিদের। পররাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষা এবং কারেন্সি অর্থাৎ মুদ্রা ব্যবস্থা সব প্রজাতন্ত্র থেকে নিয়ে গঠিত সম্মিলিত প্রতিনিধিমণ্ডলী স্থির করবেন।

ব্রিটেনের বক্তব্য, শেখ মুজিবর রহমান যে ছয় দফা দাবির ভিত্তিতে নির্বাচন লড়েছিলেন সেইটাই আলোচনার ভিত্তি হতে পারে।

আমেরিকার বক্তব্য, যেখানে আলোচনা ভেংগে গিয়েছিল অর্থাৎ ২৪ মারচ দুপক্ষ যেখানে ছিলেন সেখান থেকেই আবার কথাবার্তা শুরু হোক।

তিন রাষ্ট্রই এই সংগে আরো বলছেন, উভয় পক্ষকে অবিলম্বে অস্ত্র সম্বরণও করতে হবে। অর্থাৎ একে অপরকে আক্রমণ করতে পারবেন না।

*

বাংলাদেশ সমস্যার "রাজনৈতিক সমাধানের" কথা এই তিন রাষ্ট্র বেশ কিছুদিন থেকেই বলে আসছেন। তবে, এতদিন তাঁরা এ নিয়ে খুব বেশি উদ্যোগী হননি। এখন হয়েছেন। অন্তত, বাইরে থেকে তাই মনে হচ্ছে।

আমি তিন রাষ্ট্রেরই কয়েকজন কূটনৈতিক প্রতিনিধির সংগে এ নিয়ে কথা বলেছি। তাঁরা এতদিন তেমন কিছু করেননি, ইয়াহিয়ার উপর তেমন চাপ দেননি, হঠাৎ আজ এতটা ব্যগ্র কেন? সবাই বলেছেন, তাঁরা এখন পরিষ্কার বুঝেছেন যে, অবিলম্বে যদি বাংলাদেশ সমস্যার "রাজনৈতিক সমাধানের" আলাপ-আলোচনা শুরু না হয় তাহলে বাংলাদেশ ইস্যুতে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। তাঁরা সবাই বলছেন, যুদ্ধ তাঁরা কেউই চান না। এবং মনে করেন যে, এই যুদ্ধে ভারতীয় উপমহাদেশ এবং বিশ্বের যথেষ্ট ক্ষতি হবে।

একটা ব্যাপার খুব মজার, এই একটা ইস্যুতে রাশিয়া আমেরিকাকে এবং আমেরিকা রাশিয়াকে গালিগালাজ করছে না। আমি একান্ত আলোচনায় একজন রুশ প্রতিনিধিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম: আপনি কি মনে করেন, আমেরিকা বাংলাদেশ নিয়ে পাক-ভারত লড়াই বাধিয়ে দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়? তিনি জবাব দিয়েছিলেন: না, আমি মনে করি না আমেরিকা এখন পাক-ভারত যুদ্ধ চায়। তারা বরং সত্যিই এই যুদ্ধ এড়াতে চায়। কারণ, নিকসন জানেন, এখন পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে তিনি যে-সব পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছেন তার অনেকগুলিই বাতিল হয়ে যেতে পারে। পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগ পর্যন্ত নিকসন বিশ্বের কোথাও কোনও নতুন গন্ডগোল চান না। কারণ, তাঁর ভয়, তাহলে তিনি নির্বাচনে হেরে যাবেন। দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন না।

রাশিয়া কি পাক-ভারত যুদ্ধ চায়? একজন মারকিন কূটনৈতিক প্রতিনিধিকে এই কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন: কেন চাইবে? তাতে রাশিয়ার সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই বেশি। তাকে যে খোলাখুলি-ভাবে বলতে হবে সে কোন্ পক্ষে। বললেও বিপদ, না বললেও বিপদ। রাশিয়া ভারতের সংগে চুক্তি করেছে মানে এই নয় যে, সে পাকিস্তানকে খরচার খাতায় লিখে দিয়েছে। রাশিয়া এখনও পাকিস্তানের সংগে সদ্ভাব রাখতে চায়। তাই পদগরনি ইরানে ইয়াহিয়াকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, রাশিয়া পাকিস্তানের স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা বজায় রাখার ব্যাপারে আগ্রহী। সে জন্য সে সর্বতোভাবে পাকিস্তানকে সাহায্য করবে। এখন ভারত-পাক যুদ্ধ হলে তা থেকে রাশিয়ার কোনও লাভ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

•

ব্রিটেনেরও সেই অবস্থা। ব্রিটিশ সরকার পাকিস্তান, ভারত এবং বাংলাদেশের জনমত কাউকেই তেমন চটাতে চায় না। পাকিস্তানে ব্রিটেনের যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কলকারখানা রয়েছে তার শতকরা যাটভাগের বেশিই পূর্ব বাংলায়। পূর্ব বাংলায় যতক্ষণ না স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে ততক্ষণ ব্রিটেনের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি। ব্রিটেন জানে, বাংলাদেশ পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে গেলে পূর্ব বাংলায় তাদের অর্থনৈতিক প্রভাব কমে যাবে। আবার যদি এই লড়াই পূর্ব বাংলায় চলতে থাকে তাহলেও তার বিরাট ক্ষতি। ব্যবসা-বাণিজ্য ও কলকারখানা সব ধ্বংস হয়ে যাবে।

এসব সত্ত্বেও কিন্তু সবাই জানেন যে এই সংকটে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের সহানুভূতি প্রধানত পাকিস্তানী সামরিক কর্তৃপক্ষেরই দিকে। তাঁরা অস্ত্রশস্ত্র দিয়েও পাক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করছেন। আর এটাও সবাই জানেন যে, রাশিয়ার সহানুভূতি ভারত ও বাংলাদেশের প্রতি। রাশিয়া প্রকাশ্যে সে কথা বলতে অবশ্য রাজি নয়। কারণ, পাকিস্তানকে সে এখনও হাতে রাখতে চায়। কিন্তু এটা পাক কর্তৃপক্ষও জানে যে, মুক্তিসেনারা যে সব অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করছেন তার অনেকগুলিই রাশিয়ার তৈরি। ডিনামাইটগুলি যে চেকোশ্লোভাকিয়ায় তৈরী তাও পাক কর্তৃপক্ষ জানে। এবং তারা এও নিশ্চয়ই বোঝে যে, রাশিয়া বিরোধিতা করলে মুক্তিসেনারা চেক অস্ত্রশস্ত্র পেতে পারে না।

*

কার আসল সহানুভূতি কোন্ দিকে সেটা অবশ্য আজকের এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। আজকের প্রধান আলোচ্য বিষয়, রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাব এবং তার সাফল্যের সম্ভাবনা।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, তিনটি রাষ্ট্র যে "রাজনৈতিক সমাধানের" প্রস্তাব দিচ্ছেন তার সাফল্যের কোনও সম্ভাবনা আছে কি না?

আপাত দৃষ্টিতে দেখতে গেলে অবশ্য তার কোনওই সম্ভাবনা নেই। কারণ, ইয়াহিয়া যেমন একদিকে বলে দিয়েছেন যে, তিনি "বিদ্রোহীদের" সংগে কোনও রকম আলোচনা করতে রাজি নন, অন্য দিকে তেমনি বাংলাদেশ নেতারাও ঘোষণা করেছেন যে, বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কিছু তাঁরা মানতে রাজি নন। এই অবস্থায় রফাটা হবে কোথায়?

দুদিন আগেই এই রফার সম্ভাবনার কথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল একজন ব্রিটিশ কূটনীতিবিদের সংগে। ভদ্রলোক ইসলামাবাদ হয়ে কলকাতা এসেছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন: কী মনে হয়, আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব পাক কর্তৃপক্ষের সংগে কোনও রফায় রাজি হতে পারে?

আমি তাঁকে পাল্টা জিজ্ঞেস করলাম: আপনার কি মনে হয়, পাক কর্তৃপক্ষ মারচ মাস থেকে বাংলাদেশের নেতাদের সংগে যে ব্যবহার করেছে, গত কয়েক মাসে বাংলাদেশের মানুষের উপর যে অকথ্য ও অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছে, যেভাবে লক্ষ লক্ষ বাঙালীকে খুন করেছে, প্রায় এক কোটি মানুষকে দেশছাড়া করেছে তারপর কোনও বাংলাদেশ নেতার পক্ষে সেই পাকিস্তানীদের সংগে রফা করা সম্ভব? আপনি বাঙালী হলে করতে পারতেন?

ভদ্রলোক বললেন: ধরুন যদি ইয়াহিয়া শেখকে মুক্তি দিয়ে তাঁর সংগে আলোচনা শুরু করেন?

আমি জানতে চাইলাম: ইয়াহিয়া শেখকে মুক্তি দেবে এটাই কি আপনাদের খবর?

ভদ্রলোক জবাবটা এড়িয়ে তাজুদ্দিন প্রসংগে চলে গেলেন।

বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত

আবার জয় বাংলার পতাকা দেখলাম। গত সপ্তাহে দুদিন ধরে বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে কয়েকশ' মাইল এলাকা ঘুরেছি। ভারতের হামজাপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের মুক্ত এলাকায় প্রবেশ করেছি। সংগে কয়েকজন মুক্তিবাহিনীর বীরযোদ্ধা। গ্রামের পর গ্রাম ঘুরিয়ে একটি থানায় নিয়ে গিয়ে দেখালেন। এখানে এই থানাটি বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে পেরেছেন। এখানে সপ্তাহে একদিন হাট বসছে। কিন্তু জিনিসপত্রের দাম খুব বেশি। বেচাকেনা বেশ হচ্ছে। রোজা শুরু হয়েছে। তাই দোকানপাট সন্ধ্যার মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হানাদার দখলদার বাহিনী যাতে অতর্কিতে হামলা না করতে পারে সেজন্য মুক্তিবাহিনী সজাগ।

যে থানায় বসেছিলাম, তার অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম দেশ স্বাধীন করতে পারবেন? একটু হেসে তিনি বললেন আপনি জানেন না আমাদের দেশ গত ২৫ মারচ থেকে স্বাধীন? থানার উপর বাংলাদেশের পতাকা দেখিয়ে বললেন, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আমরা ওই পতাকা উড়িয়েছি।

রাত কাটিয়েছি—মুক্তিবাহিনীর একটি গেরিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রে প্রায় ১০০ জন গেরিলা শিক্ষা সমাপ্ত করে এখন পাড়ি করে "অপারেশনে" যাচ্ছেন।

আমি দিনাজপুর ও বগুড়া জেলায় বহু জায়গায় দেখেছি মুক্তিবাহিনী রেল লাইনগুলি তুলে ফেলেছেন। রেল স্টেশনগুলি খা-খা করছে। কোন কোন রেল স্টেশনের মাথায় জয়বাংলার পতাকা দেখা যাচ্ছে। দখলদার বাহিনী রাজাকর নামক যে দালাল সংগঠন খুলেছিল তাও ভেংগে যাচ্ছে। টেলিফোন, টেলিগ্রামের তার কেটে দিয়ে খান সেনাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ ভেংগে দেওয়া হয়েছে। এমনকি সামরিক বাহিনী যেসব অস্থায়ী সেতু তৈরী করেছে গত সপ্তাহে একমাত্র দিনাজপুর জেলায় তার প্রায় ১০টি সেতু ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

আসামের বিভিন্ন জেলায় অসামরিক প্রতিরক্ষা জোরদার করা হয়েছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা

তেজপুর, ২৮ অকটোবর—আসামে অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য রাজ্যের সব জেলাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পাক চরদের তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন রাজ্যে নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হচ্ছে। রাজ্য গোয়েন্দা দফতর ও সব রকমের অসামাজিক কার্যকলাপ মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত আছেন।

দুইযুদ্ধ, একযুদ্ধ, সীমাবদ্ধ —না সার্বিকযুদ্ধ?

পান্নালাল দাশগুপ্ত

যুদ্ধ কি লাগবে, এই প্রশ্নটাই আজ সকলের। এ প্রশ্নের উত্তর কেউ জানে না। ভারত সরকার বলেন, "আমরা জানি না।" কেননা ভারত কখনও গায়ে পড়ে যুদ্ধে নামবে না। ভারত সরকার বলেন, যুদ্ধ হবে কি হবে না, জানে পাকিস্তান। পাকিস্তানই যুদ্ধ লাগাতে পারে, আচমকা অতর্কিত আক্রমণ করেও বসতে পারে। অতএব ভারত নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না, ভারতকে সার্বিক প্রস্তুতি করতে হবে সর্বপ্রকার অবস্থা ও ঘটনার জন্য। ভারত সরকার বলেন, তারা প্রস্তুত, প্রস্তুত প্রত্যুত্তর দেবার জন্য—কিন্তু যুদ্ধ তারা বাধাবেন না; বাধায় যদি, বাধাবে পাকিস্তান।

এই একটি বিষয়ে ভারত সরকারের ভাষ্যকে বিশ্বাস করা উচিত। বাংলাদেশ সমস্যার গোড়া থেকেই ভারত যুদ্ধে যাতে নামতে না হয় তার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করে চলেছে। যখন দুই দিকেই এখন সৈন্য সমাবেশ হয়েছে, এবং আকাশে বারুদের গন্ধ পাচ্ছে সবাই, তখনও ভারতের প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমা দুনিয়ার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বিশ দিনের জন্য বাইরে চলে গেলেন। যদি অবিলম্বে যুদ্ধ করা বা বাংলাদেশের ব্যাপারে কোন গুরুত্বপূর্ণ হস্তক্ষেপ করার প্রোগ্রাম থাকতো, তবে প্রধানমন্ত্রী এত সমস্যা ও সংকটসংকুল ভয়াবহ অবস্থাতে, ভারতকে ফেলে বিদেশে এতদিনের জন্য যেতে পারতেন না।

স্রেফ নিমন্ত্রণ রক্ষা করার সময় এটা নয়। আসলে বিদেশে রাষ্ট্রনেতাদের বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের সমস্যা শেষবারের মত বোঝাবার জন্যই হয়তো তাঁর এই যাত্রা। যে উদ্দেশ্যে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বর্ণ সিং সহ প্রায় সব মন্ত্রীই বিদেশে ঘুরেছেন এবং অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক নেতারা গিয়েছিলেন, সেই উদ্দেশ্যেই প্রধানমন্ত্রীও যাচ্ছেন, অর্থাৎ যুদ্ধবিগ্রহ না করে বাংলাদেশ সমস্যা ও শরণার্থী সমস্যা কী করে দূর করা যায়। ভারতের রাষ্ট্রদূতেরা, প্রতিনিধিরা, মন্ত্রীরা সবাই যা করতে পারেননি, প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং নিজে গিয়ে দেখছেন বিদেশী রাষ্ট্রনায়কদের বোঝাতে পারেন কি না। সোভিয়েত রাশিয়াতে আগেই গিয়েছেন, ইন্দো-সোভিয়েত বন্ধুত্ব চুক্তি করেছেন, কিন্তু বাংলাদেশ সম্বন্ধে ভারতের নীতিকে সোভিয়েত-গ্রাহ্য করতে পারেননি। বাংলাদেশ সম্বন্ধে সোভিয়েত ও ভারতে মতৈক্য হয়নি—যদিও পরোক্ষে ভারতের উপর পাকিস্তান বা অন্য কারো সম্ভাব্য আক্রমণ—যে কোন কারণেই হোক—এই চুক্তির দ্বারা কিছুটা প্রতিহত হয়েছে। উদ্দেশ্য একই যাতে ভারত যুদ্ধ করতে না চাইলেও, অন্যরা যেন গায়ে পড়ে ভারতকে আক্রমণ না করতে আসে। এক্ষেত্রেও ভারতের যুদ্ধ না করার নীতিই প্রতিফলিত হচ্ছে। পাছে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকার করলেও পাকিস্তান যুদ্ধ বাধিয়ে বসে, এই চিন্তা থেকেও এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।

এত সব ব্যাপারের পরও যখন আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ ভারতকে সংযত থাকার জন্য এবং সীমান্ত থেকে সৈন্য সরিয়ে নেবার জন্য চাপ দিচ্ছে, তখন তার অর্থ কি? দুই দেশের সৈন্যবাহিনী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকলে, দুই দেশের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভুল বুঝেও হঠাৎ একটা যুদ্ধ লেগে যেতে পারে—এই হবে এদের যুক্তি। কে আগে সৈন্যবাহিনীকে ব্যূহ রচনা করে সীমান্তে দাঁড় করিয়েছে, কে বাংলাদেশ বলে একটা সমস্যা সৃষ্টি করেছে, এসব বাছবিচার 'শান্তিকামী' মুরুব্বীদের নেই। ভারত ও পাকিস্তানকে তারা একই চক্ষে দেখে, সমদোষী মনে করে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা যে কী, সে কথা এই মুরুব্বিরা জানেন না তা নয়।

*

আসল ব্যাপারটি হলো, বাংলাদেশে একটা যুদ্ধ চলেছে। সে যুদ্ধ লাগবে না, অনেকদিন ধরেই লেগে গেছে। ভারতের কাছ থেকে পরোক্ষে যে সাহায্য পায় মুক্তিযোদ্ধারা সে সাহায্যটা কীভাবে বন্ধ করা যায় এই হলো মুরুব্বিদের উদ্দেশ্য। মুক্তিযোদ্ধারা সীমান্ত বরাবর একটা নিরাপদ পশ্চাদ্ভূমি বা আশ্রয় পাচ্ছেন, দরকারমত এগোতে পেছুতে পারছেন, হয়তো সীমান্ত দিয়ে কিছু সংগ্রামের রসদ পাচ্ছেন—যত সামান্যই হোক, বাংলাদেশের কতক কতক অঞ্চলে আধিপত্য রক্ষা করে সংগ্রামের ক্ষেত্র রচনা করতে পারছেন—এবং এর ফলে মুক্তিবাহিনী ক্রমশ একটা স্থায়ী ও বর্ধমান শক্তি হয়ে উঠতে পারে, —এ সুবিধা যাতে মুক্তিবাহিনী না পায় তারই জন্য ভারতকে সীমান্ত বরাবর সৈন্যবাহিনী দাঁড় করাতে মুরুব্বিদের আপত্তি। পাকিস্তানেরও এই আর্জি বিশ্ব মুরুব্বিদের কাছে। অর্থাৎ মুক্তিবাহিনীকে উপোস করিয়ে, চারদিক থেকে বন্ধ করে, গলা টিপে মারাই হলো এই আপত্তির মূল উদ্দেশ্য।

অতএব বলা যায়, যুদ্ধ দুটি। একটি যুদ্ধ বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান, যে যুদ্ধ লেগেই আছে, লাগবে নয় এবং উত্তরোত্তর তার তাপ ও চাপ বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। আর একটি যুদ্ধ হলো পাকিস্তান বনাম ভারত—যে যুদ্ধটা লাগেনি, তবে লাগতে পারে। তবে প্রথম যুদ্ধটি দ্বিতীয় যুদ্ধকে ডেকে আনতে পারে। যদি মুক্তিবাহিনীর মুক্তি-সংগ্রাম আরও বেশী দানা বেঁধে ওঠে এবং ক্রমশ দুর্বার হতে থাকে তবে পাকিস্তান গায়ে পড়েই ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের হস্তক্ষেপের আড়ালে নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করবে। এ অবস্থাটা কার্যকারণ সূত্রে আসবেই—যদি না কোন দৈব কিছু ঘটে যায়, অর্থাৎ খাস পাকিস্তানে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানেই কোন রাষ্ট্রীয় ওলটপালট ঘটে যায়। আর ভারত যদি কোন অবস্থাতেই যুদ্ধ করতে যাবে না মনে করে, তবে বাংলাদেশ বাঁচুক কি মরুক, মুক্তিযোদ্ধারা মুছে যাক বা না যাক—কোন প্রকার দায়িত্বই ভারত স্বীকার করবে না। কিন্তু এতটা চোখ উলটে দেওয়া ভারতের নিজের স্বার্থেই অসম্ভব। ভারতের সমস্যা কেবল এক কোটি শরণার্থী—আর কিছু নয়—এ হেন যুক্তি হাস্যকর। যত কোটি টাকাই লাগুক এক কোটি শরণার্থীকে কয়েক বছর পুষতে, তাও যদি বিশ্ব-মুরুব্বিরা সবটা দিতে রাজী না হয় তবে কি ভারত চোখ উলটে বসে থাকতে পারে? এক কোটি লোক কেন, প্রতি বছর ভারতে দুই কোটি করে নতুন লোক বাড়ে—তাদেরকেও তো ভারতকে পুষতে হয়, হবে। এক কোটি লোকের খরচ বা অর্থ-নীতিটা আসল প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটি রাজনৈতিক। বাংলাদেশ বলে যে একটি ঘটনা বা 'ফেনোমেনা'র উদ্ভব হয়েছে সেটি আকস্মিক নয়, অস্বাভাবিক নয়, অনৈতিহাসিক নয়, এটি ভারতবর্ষ বা 'পাক-ভারত উপমহাদেশের' একটি অভ্যন্তরীণ সমস্যা, যা দুটি দেশে ভাগ করেও সংশোধন করা যায়নি—১৯৪৭ সালে। এটা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার কি ভারতের ব্যাপার—এভাবে নির্দিষ্ট করা চলবে না। এটি এমন একটি ব্যাপার যা পাকিস্তানের, পাক-ভারত উপমহাদেশের এবং শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ও সর্বমানবিক। এর সমাধানের মধ্যেই জড়িয়ে আছে সাম্রাজ্যবাদের শেষ শিকড়, জাতি-পাতিজাত সাম্প্রদায়িকতা, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক প্রগতির পথে যাবতীয় অন্তরায়ের মূলোচ্ছেদের চূড়ান্ত সমাধান। এ ক্ষেত্রে ইতিহাসের দিক থেকে কোন আপস নেই—আপসের স্থান নেই।

এই জন্যই প্রথম যুদ্ধটি দ্বিতীয় যুদ্ধে 'এসকালেট' বা প্রসারিত হতে চায়। এবং তাতে টান পড়ে সকল বৃহৎ শক্তি-জোটের স্বার্থে,—মুরুব্বিদের মৌরসী পাট্টায়। দুটি যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত একটি যুদ্ধেই প্রসারিত হতে চায়। যাতে দ্বিতীয় যুদ্ধটি লেগে গিয়ে একটা চূড়ান্ত সমাধান না হয়ে যায়—তার দিকে তীর দৃষ্টি মুরুব্বিদের, কেননা তাতে এই উপ-মহাদেশে মাতব্বরি করার আর কোন ক্ষেত্র থাকবে না কারও।

*

কিন্তু বর্তমানে যুদ্ধের বাস্তব অবস্থাটা সত্যি কি? যে দুই যুদ্ধের কথা বলা হলো, তা কি এখনি একই যুদ্ধের আকার নিচ্ছে না? ভারতের পূর্ব সীমান্ত বরাবর যে গুলিগোলা ও হামলা প্রতিহামলা চলেছে, তা বাস্তবে পাকিস্তান ও ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যেও গোলাগুলি বিনিময়ে পর্যবসিত হচ্ছে। পাকিস্তানীরা দূরে পাল্লার কামান ব্যবহার করছে, যার গোলাগুলি খাস ভারতের অভ্যন্তরে এসে পড়ছে, এমন কি আগরতলার মত ত্রিপুরার রাজধানীর মধ্যেও এসে পড়ছে। পাকিস্তানীরা বলবে কী করবো, বাংলাদেশ-মুক্তিবাহিনীকে তাড়া করতেই তো হবে তাদের, তাদের বেসগুলি ভারতের সীমান্তে, দরকার মত তারা ভারতে আশ্রয় নেয়, এবং ভারতীয় সৈন্যবাহিনী তাদের কামান ও মর্টারের কভার বা আচ্ছাদন দেয়। ভারত বলবে, বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তানের যুদ্ধের ঝামেলা আমরা কত পোহাবো, এ ঝামেলা বা এ যুদ্ধ যাতে আমাদের গা ঘেঁষে পাকিস্তানীরা না করতে পারে তার জন্য সীমান্ত রক্ষার ও স্বদেশ রক্ষার প্রয়োজনে পাল্টা গোলাগুলি করতেই হবে। তা ছাড়া ইতিমধ্যেই গুপ্তচর বাহিনীর সাহায্যে কাছাড়ে ও অন্যত্র পাকিস্তান ভারতের মধ্যেই অন্তর্ঘাত ও অরাজকতা সৃষ্টি করে এক ধরনের গোপন যুদ্ধ লাগিয়ে দেয়নি কি? এই কার্যকলাপ তাদের আরও বেপরোয়াভাবে চলবে বলেই ধরে নেওয়া উচিত। এইভাবে সীমান্ত বরাবর একটা যুদ্ধ, বা দ্বিতীয় যুদ্ধটাও লেগে গেছে। ভারতীয় নাগরিকেরাও সীমান্ত অঞ্চল ত্যাগ করে ভিতরে আসতে শুরু করেছে আর পাকিস্তান তো এ যুদ্ধ করবে বলেই পূর্বনির্ধারিত পলিসি অনুযায়ী তাদের সীমান্ত বরাবর গ্রামগুলিকে জনশূন্য করে দিচ্ছে।

কিন্তু এই যুদ্ধ সহসা একটা সার্বিক 'শুটিং ওয়ার' বা অল-আউট ওয়ারে পরিণত না-ও হতে পারে। যাকে বলে অঘোষিত 'লিমিটেড ওয়ার' বা 'সীমাবদ্ধ যুদ্ধ' তাই কিছুকাল ধরে চলতে পারে—দুই দেশের মধ্যে—অর্থাৎ পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে। যেমন ভিয়েতনামের যুদ্ধ একটা খুব বড় যুদ্ধ, এমন কি তৃতীয় মহাযুদ্ধও বলা চলে, যেখানে বিশ্বের প্রায় সকল বৃহৎ রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশ নিয়েছে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রটা বিস্তৃত হতে দেয়নি, একটা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই সেই শক্তিপরীক্ষা চলেছে দীর্ঘদিন ধরে। তাই বলে গুলি-গোলা ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার ও লোকক্ষয়ের দিক থেকে তা সীমাবদ্ধ নয়, এত বোমা পড়ছে সেখানে যা গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও ব্যবহৃত হয়নি। তেমনি যদি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে 'বাংলাদেশ' সমস্যা নিয়ে দীর্ঘদিন একটা সীমান্ত বরাবর সীমাবদ্ধ যুদ্ধ চলতে থাকে তার ক্ষয়ক্ষতি ও ব্যয়বহরও সামান্য বা সীমাবদ্ধ থাকবে না—সর্বশক্তি দিয়েই এই সীমাবদ্ধ যুদ্ধে উভয় দেশ তাদের শক্তিপরীক্ষা করতেই থাকবে। এই পরিস্থিতিকে বুঝে স্বীকার করে নিয়ে দৃঢ়চিত্তে অগ্রসর হওয়াই সমীচীন নইলে এটাকে একটা 'টোআই-লাইট' যুদ্ধ মনে করে চললে বোকামি বনে যেতে হবে, এবং অযথা অন্তহীন দুঃখ ভোগ করতে হবে জনসাধারণকে দীর্ঘকাল ধরে।

পাকিস্তানের সংগে এই যুদ্ধ ভারত সরকার চান না। না চাইলেও যদি যুদ্ধ করতে হয়, তবে ভারতের স্বার্থ নিশ্চয়ই একটি সীমাবদ্ধ যুদ্ধে, সার্বিক যুদ্ধে নয়। কেননা, ভারত পূর্ব ও পশ্চিম উভয় সীমান্তেই যুদ্ধ করতে চাইবে কেন? ভারত পূর্ব পাকিস্তানকে অনায়াসেই দীর্ঘদিন ঘিরে রেখে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীকে তাদের স্বাধীনতা-যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যোগসূত্র ও সরবরাহসূত্র অনায়াসে ছিন্ন করে দিতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে পাকিস্তানের পক্ষে বাংলাদেশে পরাজিত হয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তারা প্রতিশোধ নিতে চাইবে পশ্চিমাঞ্চলে। তারা অবিলম্বে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার পক্ষপাতী, কিন্তু ভারত কেন গায়ে পড়ে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলতে যাবে? অবশ্য যদি পূর্বেই ভারত পশ্চিম ও কাশ্মীর সীমান্ত বরাবর সৈন্য সামন্ত মোতায়েন করতো, তবে পূর্ব পাকিস্তানে অত সৈন্যসামন্ত ও সাজ-সরঞ্জাম পাঠাতে পাকিস্তান সাহস পেতো না, মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সংগ্রামটা সহজ হতো, কিন্তু ভারত তা না করে ভুলই করেছিল হয়তো। তবে ইতিমধ্যে পাকিস্তান যত সৈন্যসামন্ত আর যন্ত্রপাতিই পূর্ব পাকিস্তানে এনে থাকুক না কেন, সেগুলি শেষ পর্যন্ত আটকা পড়েই যাবে—যদি সত্যি সত্যি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধটা সক্রিয় ও মুক্ত আকার নেয়। আটক অবস্থায় বা এনসারকেলড হয়ে দীর্ঘদিন যুদ্ধ করার মত স্বয়ংসম্পূর্ণতা পূর্ব বাংলায় বা বাংলাদেশে আজ পাকিস্তানের কিছুতেই হতে পারে না, যদি না চীন বা অন্য কোন রাষ্ট্রকে দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে কোন দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলাতে পারে।

অবস্থাটা তাই পাকিস্তানের পক্ষে বেপরোয়া, অসহনীয়; এবং যত দিন যাবে তত তার অবস্থার অসহায়তা তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে ছাড়বে। কাজে কাজেই পাকিস্তান সীমাবদ্ধ যুদ্ধের মধ্যে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না—তার পক্ষে এস্‌পার কি ওস্‌পার করে ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া স্বাভাবিক—উভয় ফ্রন্টেই যুগপৎ যুদ্ধ লাগিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের হস্তক্ষেপ ডেকে এনে একটা জগাখিচুড়ি অবস্থা সৃষ্টি করার প্রেরণা তার থাকা স্বাভাবিক, এবং এই জন্যই তাকে অনবরত আক্রমণকারী উস্কানি দিতেই হবে।

এত সত্ত্বেও, এত প্ররোচনা সত্ত্বেও ভারত সীমাবদ্ধ যুদ্ধের স্বার্থের কথা ভুলতে পারে না। আবার সর্বশক্তি নিয়ে সহসা ভারতের উপর সবদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার পক্ষে এখনও পাকিস্তানের হয়তো নানা ভাবনাচিন্তাও থাকতে পারে—বিশেষ করে রাষ্ট্রপুঞ্জ, রাশিয়া চীন, আমেরিকা প্রভৃতি বৃহৎ শক্তিগুলির সম্ভাব্য ব্যবহার সম্বন্ধে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত। সে অবস্থায় এখন যে ধরনের সীমাবদ্ধ একটা যুদ্ধ লেগে গেছে, যার প্রধান অংশীদার বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী, পাকিস্তান ও ভারত, সীমান্তের লড়াই, গেরিলা লড়াই, ভারতের অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ এগুলিই ছোট বড় নানা আকারে অনবরত ফুটতে ফাটতে থাকবে। এর ঝামেলা কম নয়। এর আঘাত প্রত্যাঘাত এর ক্ষয়ক্ষতি ভারতীয়দের ভুগতে হবে, কিন্তু জনসাধারণকে সব ব্যাপারটা ভাল করে বুঝিয়ে না দিতে পারলে এবং এই সীমাবদ্ধ বা আংশিক যুদ্ধের সময়ে তাদের কার্যকলাপ ও ব্যবহার কী ধরনের হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তাদের ওয়াকিবহাল না করে দিলে, তারা অযথা মরবে, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হবে। আর যারা বর্তমানে ক্ষমতায় আছেন, রাজ্য চালাচ্ছেন, যুদ্ধের প্রস্তুতি ও পরিচালনা করছেন, তাঁদেরও এই যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি, সীমা ও সীমাহীনতা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই। আমরা যেন কোন কনফিউশানে বা বিভ্রান্তিতে না ভুগি।

পাকিস্তান আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার ঘোষণা লঙ্ঘন করেছে

রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের অভিযোগ

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ২৮ অকটোবর—ভারত গতকাল রাষ্ট্রপুঞ্জে অভিযোগ করেছে যে, লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে ভারতের ভেতরে ঠেলে দিয়ে এবং তার ফলে উত্তেজনা ও বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার ঘোষণাকে সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রীসমর সেন ওই অভিযোগ করেন।

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা শান্তি-শাজী করা সম্পর্কে সাধারণ পারষদের প্রথম কমিটিতে শ্রী সেন ওই অভিযোগ করেন। তিনি এই বলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের উপর তাদের সার্বভৌমত্ব হারিয়েছে, এ, কথা স্বীকার না করলে ভারতের যে ক্ষতি করা হচ্ছে, তার দায়িত্ব পাকিস্তান সরকার এড়াতে পারে না।

পূর্ববঙ্গের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের উপর সংখ্যালঘু সরকার যে অমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছে, তিনি তার উল্লেখ করেন। পূর্ববঙ্গের জনপ্রিয় নেতাদের সঙ্গে বিশেষ করে শেখ মুজিবরের সঙ্গে রাজনৈতিক সমাধানে আসতে পাক সরকারকে সম্মত করানোর জন্য তিনি আন্তর্জাতিক গোষ্ঠির কাছে আবেদন জানান।

চীনের দাবি

তাইওয়ান থেকে মার্কিন ঘাঁটি ও সেনা সরিয়ে নিতে হবে

নয়াদিল্লি, ২৮ অকটোবর—চীন তাইওয়ান থেকে সমস্ত মার্কিন সামরিক বাহিনী ও ঘাটি সরিয়ে নেবার দাবি জানিয়েছে বলে আজ বি বি সি খবর দিয়েছেন।

দৈনিক পিকিং পিপলস-এর উদ্ধৃতি করে বি বি সি বলেছেন তাইওয়ানের মুক্তিকে চীন তাদের ঘরোয়া ব্যাপার বলে উল্লেখ করেছে। তাইওয়ান চীনেরই একটি অংশ।

—ইউ এন আই

কলকাতায় অপ্রদীপের মহড়ার এলাকা

প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলমের পর

একবালপুর হোস্টিংস, ওয়াটগঞ্জ এবং সাউথ পোর্ট।

এই এলাকার পশ্চিমে হুগলি নদী, উত্তরে রাণী রাসমণি এভেন্যু, চৌরঙ্গী রোড, কিড স্ট্রীট, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, মাকুইস স্ট্রীট, লোয়ার সার্কুলার রোড, বেনেপুকুর রোড, ক্রিস্টোফার রোড, এবং তপসিয়া রোড (উত্তর), দক্ষিণে তপসিয়া রোড (দক্ষিণ) এবং সেখান থেকে রেল লাইন বরাবর প্রিন্স আনওয়ার শা রোড পর্যন্ত এবং তার পর টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, সাহাপুর রোড এবং রেলপথ পর্যন্ত তারাতলা রোড বরাবর ডায়মনডহারবার রোড এই রেলপথ পশ্চিমে হুগলি নদী পর্যন্ত বিস্তৃত।

মধ্য কলকাতার থানাগুলি হল : এন্টালি, তালতলা, মুচিপাড়া, বউবাজার, হেয়ার স্ট্রীট, বড়বাজার, জোড়াসাঁকো। এই এলাকার চতুঃসীমা হল : উত্তরে খাল, বেলেঘাটা রোড, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট, বিধান সরণি, রামদুলাল সরকার স্ট্রীট, রবীন্দ্র সরণি ও কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট। পূর্বে তপসিয়া রোড উত্তর এবং পাগলাডাঙা রোড পর্যন্ত টাংরা রোড দক্ষিণ। পশ্চিমে এর এলাকা উপরিবর্ণিত দক্ষিণ কলকাতার এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত।

উত্তর কলকাতার থানাগুলি হল : শ্যামপুকুর, জোড়াবাগান, বড়তলা, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কাশীপুর, চিৎপুর, মানিকতলা, উল্টাডাঙা, বেলেঘাটা, ফুলবাগান, নারকেলডাঙা এবং নর্থ পোর্ট। এর এলাকা হল উত্তরে রামকৃষ্ণ ঘোষ রোড, কালীচরণ ঘোষ রোড, কাশীনাথ দত্ত রোড, ও পরামাণিক ঘাট-রোড। পূর্বে পূর্ব রেলপথ এবং নতুন আলী দক্ষিণে বেলেঘাটা মেন রোড, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট, রামদুলাল সরকার স্ট্রীট, রবীন্দ্র সরণি ও কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট। পশ্চিমে জগন্নাথ ঘাট স্ট্রীট থেকে পরামাণিক ঘাট স্ট্রীট পর্যন্ত হুগলি নদী।

স্বরাষ্ট্র সচিবের বক্তব্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব ও অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের অধিকর্তা শ্রীমোহিনীমোহন কুশারী বৃহস্পতিবার এক বেতার ভাষণে যুদ্ধের সময় দেশবাসীর জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার কাজে এই সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করেন এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্ত বনিয়াদে প্রতিষ্ঠার জন্য জনসাধারণকে বিপুল সংখ্যায় এতে যোগদানের আহ্বান জানান।

শনিবার আরও কণ্ট পৌর অঞ্চলে মহড়া

শনিবার টালিগঞ্জ (যাদবপুর সহ), বেহালা, গারডেনরিচ ও বজবজ পৌর এলাকায় অপ্রদীপের মহড়া হবে। সময় সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা—এক ঘণ্টা।

তির্যক

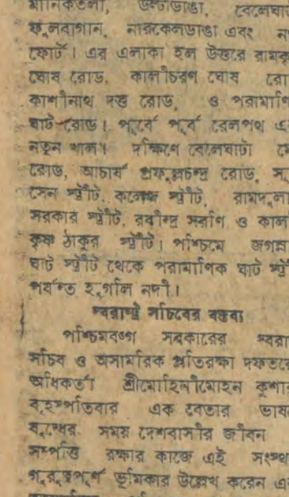

ভারত-চীন সম্পর্ক উন্নত হওয়ার আশা

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

নিয়ে সৃষ্ট গোলমেলে আন্তর্জাতিক আবহাওয়া সত্ত্বেও ভারত সাড়া দেবে।

আমাদের পররাষ্ট্র সচিব শ্রীকল যখন রাষ্ট্রদূত ওয়াং এবং আলবেনিয়ার ভারপ্রাপ্ত দূতদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন চ্যানসেলার ক্রিয়েসকি কিছুক্ষণের জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

অসট্রিয়ার চ্যানসেলর আজ রাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে ভোজসভার আয়োজন করেন। সেখানে শ্রীমতী গান্ধী বলেন, শরণার্থী সমস্যায় ভারতের সহ্যশক্তি বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সামরিক শাসকদের বর্বর হাত প্রায় ৯৫ লক্ষ মানুষকে শরণার্থী করে ভারতে পাঠিয়েছে।

অসট্রিয়ার চ্যানসেলর ব্রুনো ক্রেসকি বলেন, শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তি দিলে বাংলাদেশ প্রশ্নে উত্তেজনা হ্রাস পাবে।

চ্যানসেলর আরও বলেন, শেখ মুজিবরকে রাজনৈতিক জীবনে ফিরতে দিলে অবস্থা সহজ হবে। তিনি নির্বাচনে বিরাটভাবে জয়ী হন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বদলে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন।

শ্রীমতী গান্ধী বলেন, অসট্রিয়ার যা জনসংখ্যা তার চেয়ে বেশি লোক ভারতে শরণার্থী হয়ে এসেছে। দশ লক্ষাধিক মানুষকে সামরিক চক্র হত্যা করেছে। পাকিস্তান দুবার আক্রমণ করেছে। ভারত কখনো কাউকে আক্রমণ করেনি।

অসট্রিয়ার চ্যানসেলর স্বর্গত জওহরলাল নেহরুকে শতাব্দীর অন্যতম মহান রাষ্ট্রনেতা হিসেবে বর্ণনা করেন।

শ্রীমতী গান্ধী বলেন, ভারতে গিয়ে উ থানটের সরেজমিনে অবস্থা পরিদর্শনে কোন কাজের কাজ হবে না। তবে তাঁর ভারত গমনে কোন আপত্তি নেই। উ থানট দু দেশের মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছেন। উ থানট ভারতকে পাকিস্তানের সঙ্গে একই পাল্লায় ফেলেছেন বলেই শ্রীমতী গান্ধীর আপত্তি।

তিনি ডঃ ক্রেসকি ও প্রেসিডেন্ট ফ্রানজ জোনাসকে ভারত-পাক সম্পর্কের কথা খুলে বলেন।

তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধে বিশ্বাস করি না। তবে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে ব্যবস্থা নেব।

শ্রীমতী গান্ধী অসট্রিয়ান নেতাদের বলেন, আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী পূর্ববাংলার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে পাকিস্তানকে বিশেষ কিছু বলেনি। যদি যুদ্ধ হয় তবে তার প্রতিক্রিয়া হবে ব্যাপক।

শ্রীমতী গান্ধী আগামীকাল সকালে লনডন যাত্রা করবেন।

কমলপুরে পাক গোলা

প্রথম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমের পর

বানপুর এবং গেদে গ্রামের ওপর মরটার এবং মেশিন গান থেকে গোলাগুলি বর্ষণ করেছে, গুলিতে পাঁচজন অসামরিক ব্যক্তি আহত হন। এঁরা সকলেই শরণার্থী। বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসার সময় পাকিস্তানী সৈন্য তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে।

নদীয়ার জেলা শাসক শ্রীদীপক ঘোষ জানান যে পাকিস্তানী সৈন্যদের গোলাগুলি বর্ষণ সত্ত্বেও সীমান্তবর্তী অসামরিক লোকেদের মনোবল শক্ত রয়েছে এবং সীমান্ত এলাকা থেকে শরণার্থীদের অন্যত্র সরানোর কোন পরিকল্পনা নেই।

পাক রণসজ্জা গোলাবর্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা

করিমগঞ্জ, ২৮ অকটোবর—বাংলাদেশের সরপাড় থেকে পাক সৈন্যরা মঙ্গলবার রাত্রে করিমগঞ্জ শহরের ভারতীয় সীমান্ত গ্রাম গোবিন্দপুরে গোলাগুলি চালায় বলে জানা গিয়েছে। তবে সম্পত্তি বা প্রাণহানির কোন খবর পাওয়া যায়নি।

পাক সেনারা ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে করিমগঞ্জ সীমান্তে আবার গুলি চালালো। গত রবিবার পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী করিমগঞ্জের কাছে তিলাই বাজারে ১৭ রাউনড গুলিবর্ষণ করে।

শিলচর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমা ও কাছাড়ের করিমগঞ্জ মহকুমার অপর দিকে পূর্ব শ্রীহট্ট অঞ্চলে পাক সৈন্যরা ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। সীমান্তের থেকে পাওয়া এক বিশ্বস্ত খবরে প্রকাশ, শ্রীহট্টের কয়েকটি জনহীন গ্রামে সীমান্ত বরাবর পাক সেনারা ২৪ রেজিমেনট পদাতিক সৈন্য ও বহু মরটার ও গোলন্দাজ বাহিনী নিয়োগ করেছে।

দিনাজপুর থেকেও পাক সেনারা গুলি চালিয়েছে

জলপাইগুড়ি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতার খবর : দিনাজপুরের পাঁচ গড় খণ্ডে নিযুক্ত পাক বাহিনী। ভারতীয় সীমান্ত গ্রামে গুলিবর্ষণ করে। মঙ্গলবার ওই ঘটনার পর ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী পালটা জবাব দেন। কেউ হতাহত হননি।

আগরতলা বিমানঘাঁটিতে পাক গুলি

আগরতলা, ২৮ অকটোবর—গতকাল সকালে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী আগরতলার বিমান ঘাঁটিতে বিনা প্ররোচনায় হাল্কা মেশিনগান থেকে গুলিবর্ষণ করে। কয়েকটি বুলেট বিমানঘাঁটির কানটিনের জানালা ভেদ করে ভেতরে ঢুকে যায়। বিমানঘাঁটির কোয়ারটারের ওপরও বেশ কিছু বুলেট পড়েছে। গুলিবর্ষণে কেউ হতাহত হননি। ওইদিন বিমানঘাঁটির কাছে লানাকামুরাতেও পাক গোলন্দাজবাহিনী মরটার থেকে গোলাবর্ষণ করেছে।

বিমানঘাঁটির ওপর গুলিচালনার ফলে গতকাল আগরতলাগামী তিনটি বিমান প্রায় আড়াই ঘণ্টা দেরিতে বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করে।

ত্রিপুরার সীমান্ত সংলগ্ন শহর ও গ্রামগুলিতে কয়েকদিন ধরে পাক গোলন্দাজ বাহিনী ব্যাপকহারে গোলাবর্ষণ করে চলেছে। গতকাল ধর্মনগরে পাক গোলাবর্ষণে একজন মহিলা সহ দুইজন গুরুতরভাবে আহত হন। একটি পাক গোলা শহরের মাঝখানে অবস্থিত থানার পেছনে এসে পড়ে। গোলার টুকরোতে বেশ কয়েকটি সরকারী অফিস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

—পি টি আই

এলাহাবাদে অতুলপ্রসাদ শতবার্ষিকী

সংবাদদাতা

এলাহাবাদ, ২৮ অকটোবর—সম্প্রতি প্রয়াগ বঙ্গ-সাহিত্য সভার উদ্যোগে এলাহাবাদে সাড়ম্বরে অতুলপ্রসাদের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপিত হয়। শ্রীঅতুল মুখোপাধ্যায়ের লুকারগঞ্জের বাটীতে প্রবাসী বাঙ্গালী ও সুধী সমাবেশে এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান দীর্ঘ দুই ঘণ্টা ধরে অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার বিখ্যাত শিল্পী-যুগল শ্রীসত্যেশ্বর ও শ্রীমতী এলা মুখোপাধ্যায়। শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের সুরেলা কণ্ঠের অপূর্ব ঠুংরী ও টপ্পার ছোট ছোট কাজ শ্রোতাদের মুগ্ধ করে এবং সত্যেশ্বর বাবুর দরাজ কণ্ঠের কবি রচিত ভাবাবেগ সকলকে অভিভূত করে। কবির অন্যতম কর্মস্থল এলাহাবাদে এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের তাৎপর্য সভাপতি শ্রীসুনীল বোস ব্যাখ্যা করে বলেন। অনুষ্ঠানান্তে অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ফ্রান্সে ব্যাংকের বাট্টার হার কমল

প্যারিস, ২৮ অকটোবর—ফ্রান্সে আজ থেকে ব্যাংকের বাট্টার হার ৬½ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬½ শতাংশ ধার্য করেছে।

—রয়টার

দুটি বন্ধ বড় কারখানা খুলেছে, আরো কয়টি চালুর চেষ্টা চলছে

স্টাফ রিপোরটার

বৃহস্পতিবার রাজ্য শ্রম দফতরের এক মুখপাত্র জানান, হুগলি জুট মিল, সীমেনস কারখানা—দুটি বড় কারখানা খুলেছে। অন্নপূর্ণা, কেশোরাম রেয়ন, বেঙ্গল পটারি ও সেন র‍্যালে কারখানা খোলার ব্যাপারে কাজ অনেকটা এগিয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, শীঘ্র এগুলি খুলে যাবে। এই কারখানাগুলি বন্ধ হওয়ার ফলে ছাঁটাই হয়ে যাওয়া তের হাজার শ্রমিক-কর্মচারী আবার কাজ পাবেন। হুগলি জুট মিল ও সীমেনস-এ কাজ ফিরে পেয়েছেন সোয়া চার হাজারের কিছু বেশি লোক।

এদিন রাজ্যের শ্রমসচিব শ্রী এস আর দাস কেশোরাম রেয়ন কারখানা খোলার ব্যাপারে শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এ ব্যাপারে আজ, শুক্রবার আর এক দফা বৈঠক বসছে। বন্ধ কারখানাগুলি খোলার ব্যাপারে তৎপর হওয়ার জন্য রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াস সংশ্লিষ্ট অফিসারদের নির্দেশ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে তাঁকে শ্রম দফতরকে প্রতি সপ্তাহে রিপোরটও দিতে হচ্ছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের মনোভাবের সমালোচনা

প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলমের পর

বিশ্ব কেন উদ্বেগ প্রকাশ করেনি। তিনি সক্রোধে বলেন : আমরা যখন আত্মরক্ষার প্রস্তুত হলাম তখনই বিশ্ব বিশেষ উদ্বিগ্ন হল।

লনডন যাত্রার প্রাক্কালে শ্রীমতী গান্ধী সাংবাদিক বৈঠকে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

তিনি বলেন, পাকিস্তান শত শত বা সহস্র সহস্র নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। এ ব্যাপারে বিশ্বের মানুষ কী বলেন?

শেখ মুজিবর রহমান ও বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মুজিবর বেঁচে আছেন কিনা জানি না। বেঁচে থাকলে তাঁর সঙ্গেই রাজনৈতিক সমাধানের আলোচনা শুরু করা উচিত।

ভারত সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র কিনছে অথবা তাকে রকেট সরবরাহ করতে রাশিয়াকে বলেছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে প্রধানমন্ত্রী তা অস্বীকার করেন।

চীন সম্পর্কে তিনি বলেন, চীনের সঙ্গে রাষ্ট্রদূত বিনিময়ে ভারতের কোন আপত্তি নেই তিনি স্বীকার করেন চীনের সঙ্গে সম্পর্কের কিছু উন্নতি হয়েছে।

—পি টি আই

গুপ্তচরচক্র দমন সম্পর্কে বৈঠক

প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর

সামরিক বিভাগের একজন করে পদস্থ অফিসারও ছিলেন।

বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলি খুব গোপন রাখা হলেও জানা যায়, পশ্চিমী দেশগুলি থেকে শরণার্থী দেখার নাম করে বা টুরিসটের বেশ ধরে বহু গুপ্তচর আসছেন। গত ১৫ দিনে টুরিসট আগমনের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সূত্র থেকে অভিযোগ করা হয় বাংলাদেশের শরণার্থী এবং কোন কোন রাজনৈতিক দলের লোকজনের সঙ্গে এরা শরণার্থীদের 'বন্ধু' সেজে গোপনে দেখা সাক্ষাৎ করেন। এবং তাঁদের মধ্যে প্রচুর অর্থ বিলি করে তথ্যাদি সংগ্রহ করে দেশে পাচার করেন।

ভারত সরকারের ওই মুখপাত্র দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, এদেশের মাটিতে গুপ্তচরবৃত্তি করতে দেওয়া হবে না।

আন্তর্জাতিক সংস্থা নামের আড়ালে

আন্তর্জাতিক একটি সংস্থার নামের আড়ালে পশ্চিমবঙ্গে একটি গুপ্তচর চক্র খুবই সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে রাজ্য সরকার আশংকা করছেন। বৃহস্পতিবার মহাকরণে রাজ্য সরকারের একজন মুখপাত্র জানান, ওই চক্রটির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গতিবিধির উপর কড়া দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এই চক্রটির ঘাঁটি খাস কলকাতায়। কয়েকটি অভিজাত হোটেলে এদের রুম ভাড়া করা আছে। এই চক্রটির সঙ্গে যে সব বিদেশীর সম্পর্ক আছে তাঁরা ইতিমধ্যে কলকাতায় তাঁদের চরদের মাধ্যমে কয়েক লক্ষ টাকা বিলি করে স্বদেশে পাড়ি দিয়েছেন। ওই সংস্থার উদ্দেশ্য অবশ্য বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্য করা। সাহায্য যে কিছু করছেন না তাও নয়। কিন্তু ওই সাহায্যের নাম করে কিছু বিদেশী নাগরিক পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ করে কলকাতার কিছু লোকের মাধ্যমে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অফিস ও অন্যান্য জায়গায় যাতায়াত করছেন। রাজ্য সরকার বিভিন্ন সংস্থাগুলিকে এই গুপ্তচরের কার্যকলাপ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই সতর্ক করে দিয়েছেন।

রাজ্য সরকারের ওই মুখপাত্র আরও বলেন যে, উল্লিখিত হোটেলগুলিতে কেউ অহেতুক টাকা পয়সা খরচা করছেন কিনা সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হচ্ছে।

আজ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা

আজ কলকাতায় মেঘলা আকাশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ করে ২৪ পরগণার উপকূলাঞ্চলে ঝড়বৃষ্টির আশংকা রয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আলিপুর হাওয়া অফিসের খবর : কলকাতা থেকে প্রায় ৬শ' কিলোমিটার দক্ষিণপূর্বে বঙ্গোপসাগরে এক প্রবল ঘূর্ণি ঝড় কেন্দ্রীভূত হয়েছে। ওই ঝড় উত্তরপূর্বদিকে ধেয়ে চলেছে। আজ শুক্রবার মাঝরাতে বাংলাদেশের বরিশালের কাছে অথবা চট্টগ্রামে আছড়ে পড়ার আশংকা।

এর প্রভাবে আজ পশ্চিম বাংলার বিশেষ করে ২৪ পরগণার উপকূলাঞ্চলে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা।

আগামী সপ্তাহে শ্রীমতী গান্ধী ওয়াশিংটন যাচ্ছেন

ওয়াশিংটন, ২৮ অকটোবর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রেসিডেন্ট নিকসনের সঙ্গে আলোচনার জন্য আগামী সপ্তাহে দুইদিনের সফরে এখানে আসছেন। উভয় পক্ষই আশা করছেন, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বর্তমানে যে একটা মনকষাকষি রয়েছে, এই আলোচনার ফলে তার অনেকটা দূর হবে।

শ্রীমতী গান্ধী ১৯৬৬ সালে সরকারী সফরে একবার এখানে এসেছিলেন। হোয়াইট হাউসে ৪ নবেমবর এসে তিনি পৌঁছুলে তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানানো হবে।

অনেকে আশা করছেন, ভারত—পাকিস্তান উপ-মহাদেশে উত্তেজনার পরিস্থিতির অবসান ঘটানোর জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গী সরকারের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভাব বিস্তার করবে বলে নিকসন শ্রীমতী গান্ধীকে আশ্বাস দেবেন।

৪ নবেমবর সকালে হোয়াইট হাউসে পৌঁছবার পরেই শ্রীমতী গান্ধী ও প্রেসিডেন্ট নিকসনের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শুরু হবে। মধ্যাহ্নে শ্রীমতী গান্ধী উড়ক উইলসন ইনস্টিটিউটে যাবেন।

৫ নবেমবর সকালে শ্রীমতী গান্ধী মার্কিন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীরজারসের সঙ্গে আলোচনা করবেন। তারপর তিনি ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে বক্তৃতা দেবেন। সন্ধ্যায় ওয়াশিংটন ন্যাশন্যাল ক্যাথিড্রেলে ভারতীয় ছাত্র সমিতির এক সভায় ভাষণ দেবেন। ৬ তারিখে তিনি নিউইয়রকে যাবেন।

—এ পি

পাকিস্তানকে সাহায্য বন্ধের জন্য ব্রিটিশ চারচগুলির অনুরোধ

ডানরেন (স্কটল্যানড), ২৮ অকটোবর—পূর্ববঙ্গের সঙ্গে রাজনৈতিক মীমাংসায় না আসা পর্যন্ত পাকিস্তানকে সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া বন্ধের জন্য আমেরিকা ও অন্যসব দেশের উপর চাপ দিতে ব্রিটেনকে অনুরোধ জানিয়ে ব্রিটিশ চারচ কাউনসিল এক প্রস্তাব নিয়েছে।

সংবাদপত্রের উপর কর ধার্য করায় উদ্বেগ

কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা অনুসারে সংবাদপত্রের ওপর ২ পয়সা হারে কর ধার্য হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বৃহস্পতিবার ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত ক্ষুদ্র সংবাদপত্র সমিতির পক্ষে এক বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রী এ কে পোদ্দার উদ্বেগ প্রকাশ করে আরও বলেন যে, ছোটখাট সংবাদপত্রগুলির আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। এর ওপর ওই লেভি বসালে অনেক সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাবে বলে তিনি মনে করেন।

জলন্ধরে নিয়ন আলোর বিজ্ঞাপনের ওপর নিষেধাজ্ঞা

জলন্ধর, ২৮ অকটোবর—জলন্ধরের জেলা শাসক নিয়ন আলোর সাহায্যে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। এই নিষেধাজ্ঞা জলন্ধর শহর, ক্যানটনমেনট এবং আদমপুর অঞ্চলে বলবৎ করা হয়েছে। অসামরিক প্রতিরক্ষা আইন অনুযায়ী এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

একটি সরকারি ঘোষণায় আরও বলা হয়েছে, অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতর ছাড়া কোনও শিল্প কারখানা এবং অন্যান্য সংস্থায় হুটার অথবা সাইরেন বাজানো চলবে না।

এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

—ইউ এন আই

যুদ্ধের বিপদ ঘনিয়ে আসছে, তৈরী থাকতে হবে

—পি সি লাল

চণ্ডীগড়, ২৮ অকটোবর—এয়ার চীফ মারশাল পি সি লাল আজ এখানে বলেন, ভারত আক্রান্ত হলে ভারতীয় বিমানবহর তার সমুচিত জবাব দেবে।

সাংবাদিকদের সঙ্গে ঘরোয়া আলাপ-আলোচনাপ্রসঙ্গে বিমানবাহিনীর প্রধান বলেন যে, ১৯৬৫ সালের পাক আক্রমণের পর ভারতীয় বিমানবহরের দক্ষতা অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং এর শক্তিও বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতীয় বিমানবহরকে আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত করা হয়েছে। যদি কোথাও থেকে কোনরকম আক্রমণ আসে তবে তার যথাযোগ্য মোকাবিলার জন্য সে তৈরি হয়ে আছে।

এক প্রশ্নের জবাবে এবার চীফ মারশাল বলেন, পাক বিমানবাহিনী 'মিরেজ' বিমান সংগ্রহ করেছে বটে তবে আমাদেরও যথেষ্ট ভাল বিমান আছে।

এর আগে অভিষেক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে বিমানবাহিনীর প্রধান বলেন, ভারত যুদ্ধ চায় না, তবে যদি কেউ আমাদের দেশ আক্রমণ করে তা হলে তাকে অত্যন্ত খুচে শিক্ষা নিয়ে যেতে হবে।

তিনি বলেন, "আমাদের দেশে যুদ্ধের বিপদ দেখা দিয়েছে এবং মনে হয় যে, আমাদের উপর আক্রমণ হতে পারে। অবশ্য আক্রমণ যে কখন হবে তা আমরা জানি না। কিন্তু যে কোন পরিণামের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।"

অভিষেক অনুষ্ঠানে বিমানবাহিনীর প্রধান স্কোয়াড্রন লীডার পি বি হরিকৃষ্ণান, ওয়ারেনট অফিসার রণবীর সিং ও ফাইট সারজেনট আর বি চৌবেকে বিশিষ্ট সেবাপদকে ভূষিত করেন।

পাক বিমানের প্রায়ই ভারতের আকাশ-সীমা লঙ্ঘন

শ্রীলাল সাংবাদিকদের আরও জানান যে, পাক বিমানবহর প্রায়ই পশ্চিম ও পূর্বখণ্ডে ভারতীয় আকাশ-সীমা লঙ্ঘন করছে। পাক বিমানগুলি সীমান্তে উঠল দেবার সময়ে ভারতীয় সীমানায় ঢুকে পড়ছে, আবার কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের এলাকায় উধাও হয়ে যাচ্ছে। —পি টি আই

শরণার্থীদের জন্য ৭টি শিল্পউপনগরী স্থাপনের প্রস্তাব

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৮ অকটোবর—প্রচুর শরণার্থী সমাগম হয়েছে এমন কয়টি জেলা কলকাতা, ২৪ পরগণা, হুগলি ও বর্ধমানে ৭টি শিল্প উপনগরী স্থাপন এবং ওখানে তিনটি শিল্প এলাকার উন্নয়নের সুপারিশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন কাজ সমীক্ষা কমিটি। তাঁদের নবম রিপোরটে এই সুপারিশ করা হয়েছে।

কমিটির হিসাব, এই উপনগরী ও এলাকাগুলিতে তিনটিরও বেশি মাঝারি ধরনের শিল্প ও ২৩৬টি ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে কাজ চলবে। এই শিল্প কারখানাগুলিতে ৬০০০ লোকের কাজ হবে। এঁদের মধ্যে ৪০০০ জন হবেন শরণার্থী।

সরকার মোট টাকা দেবেন ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা।

কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী এন সি চট্টোপাধ্যায় শ্রম ও পুনর্বাসনমন্ত্রীর কাছে এই সুপারিশগুলি পাঠিয়ে বলেছেন, পঃ বঙ্গে বেকার সমস্যা চিরন্তন। এবং ক্রমাগত শরণার্থী সমাগম এই সমস্যাকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে।

কমিটি সুতরাং মনে করেন যে, শরণার্থীদের জন্য কর্মসংস্থানভিত্তিক শিল্প স্থাপনের জন্য অগ্রসর হওয়া বুদ্ধির পরিচায়ক হবে। তিনি এই আশাও প্রকাশ করেছেন, এই রিপোরট সরকারের সহানুভূতি লাভ করতে সক্ষম হবে।

আবার লিন পিয়াও-র খবর পাওয়া যাচ্ছে

হংকং, ২৮ অকটোবর—বেশ কিছু দিন ধরে চীনের ভাইস চেয়ারম্যান ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী লিন পিয়াও-র খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। শোনা গিয়েছিল, তিনি নাকি অসুস্থ। পিকিং-এর সংবাদ সরবরাহ সংস্থাগুলিও অনেক দিন তাঁর নাম করেননি।

সম্প্রতি চীনের সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'চীনা পিকটোরিয়াল'-এর প্রচ্ছদপটে শ্রীলিন পিয়াও-এর রঙীন একটি ছবি ছাপা হয়েছে। চেয়ারম্যান মাও সে তুং-এর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন। ছবিটির পরিচয়লিপিতে লেখা আছে : চেয়ারম্যান মাও সে তুং ও সেনাবাহিনীতে তাঁর ঘনিষ্ঠ কমরেড ভাইস-চেয়ারম্যান লিন পিয়াও।

পত্রিকাটির ভিতরের পাতায় আরও তিনজন সামরিক নেতার ছবি ছাপা হয়েছে। এঁদেরকেও গত এক মাস ধরে জনসমক্ষে দেখা যায়নি। এঁরা ছিলেন নৌ ও বিমান বাহিনীর বিভাগীয় প্রধান।

—রয়টার

এখন ৪ ধরণের চুলে
৪ রকমের শ্যাম্পু
আরো বেশি ঘন বাড়তি গুণে
নতুন
গ্লস এন গ্লো
লেমন • ল্যানোলিন
এগ অ্যাণ্ড প্রোটিন • ন্যাচারাল
বিশেষভাবে তৈরী এই শ্যাম্পু ব্যবহার করুন চুল কি পরিষ্কার আর রেশমী কোমল!
সবরকমের গ্লস এন গ্লো শ্যাম্পুতেই আছে এই বাড়তি গুণ। ফেনা হয় সংগে সংগে। প্রচুর ফেনা। পরিষ্কার হয় অনায়াসে। মাথায় একটুও ময়লা থাকে না। চুল হবে রেশমী কোমল।
তেলতেলে চুলের জন্য লেমন শ্যাম্পু। আর খসখসে চুলে ল্যানোলিন। রুগ্ন চুলে সবলতা আনে এগ অ্যাণ্ড প

অন্যান্য চিত্রগৃহে

শ্যামাশ্রী হাওড়া ৬৭-৩১৫০ ২, ৫, ৮
জীবন জিজ্ঞাসা (৩য় সপ্তাহ)

রূপায়ন সিনেমা ৪৫-২৭৩৬ ১॥ ৪॥, ৭॥
সীতার বনবাস (২য় সপ্তাহ)

শ্যামলী ৬৭-২০৫৮ ২, ৫, ৮
দক্ষযজ্ঞ

জয়া ২৭-৩৯৩৩ বরাহনগর ১, ৪, ৭
পতঙ্গ

জেম প্রত্যহ বেলা ১১-১৫ মিঃ
আশা পারেখ, মনোজকুমার
আপনা বানাকে দেখো

রূপম ফোন—৩৪-৪৩১৭ ১, ৪, ৭
ত্রিনয়নী মা (৩য় সপ্তাহ)

বিনোদিনী বাগবাজার ১, ৪, ৭
জয় বাংলা

পূর্বাশা ৪৬-২৩৩২ ১, ৪, ৭
পতঙ্গ

নবীনা টালিগঞ্জ ৪৬-৮০৯১ প্রত্যহ ১২, ৩ ৬
আটাত্তর দিন পরে (এ)

অতীন্দ্র বারাকপুর—৩৪০ ১, ৪, ৭
মেরা গাঁও মেরা দেশ

অশোকা বেহালা ৪৫-৪০১২ ১২॥, ৩॥, ৬॥
মেরা গাঁও মেরা দেশ

অলকা ফোন ৬৭-২০২৭ ১॥, ৪॥, ৭॥
আটাত্তর দিন পরে (A)

নারায়ণী আগরপাড়া ৫৬-৩৩৩৬ ১, ৪, ৭
সাচ্চা ঝুটা

পার্বতী হাওড়া ৬৭-২৪১১ ২, ৪৮, ৭॥
আটাত্তর দিন পরে

সুরশ্রী ৩৫-০৪৩৬ ১২, ৩, ৬
সীতার বনবাস (২য় সপ্তাহ)

উত্তরা ও উজ্জ্বলা
রোজ দুপুর ১২টায়
অসিত সেনের
সফর রঙীন
* রাজেশ - শর্মিলা - ফিরোজ

পূর্ণশ্রী ২, ৫॥, ৮॥
সঙ্গীতসমৃদ্ধ
দো রাস্তে
(রঙীন) * রাজেশ - মুমতাজ

ধরে দিয়া যায় কি ছেড়ে দিয়া যায়
বোল তেরে সাথ কিয়া সালুক কিয়া যায়
আশা পারেখ-ধর্মেন্দ্র-লক্ষ্মী ছায়া-বিনোদ খান্না

রাজ খোসলা সঙ্গীত লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল
রবিবার অতিরিক্ত প্রদর্শনী বেলা ১০-৩০টায় প্যারাডাইস ও রক্সীতে

প্যারাডাইস	রক্সী	দর্পণা
৩, ৬, ৯	৩, ৬, ৯	২॥, ৫॥, ৮॥
মেনকা	গ্রেস	লিবার্টি
২॥, ৫॥, ৮॥	২॥, ৫॥, ৮॥	১২॥, ৩॥, ৮॥
ইস্টার্ন	খাতুনমহল	নবভারত
২, ৫॥, ৮॥	৩, ৬, ৯	২, ৫, ৮

গৌরী ১॥, ৪॥, ৭॥ - অতীন্দ্র ১, ৪, ৭ শ্রীকৃষ্ণ (জগদ্দল ২, ৫, ৮) - রূপকথা (আসানসোল ২॥, ৫॥, ৮॥) - বনফুল (কৃষ্ণনগর ২, ৫, ৮) - রূপকথা (মালদহ) - রূপক (পাটনা) - বিহার (ঝরিয়া ২৮, ৬, ৯) রিগ্যাল (জামসেদপুর ২, ৫॥, ৮৮) - জয়হিন্দ (ডেহরি-অন-শোন) - মেঘদূত (গৌহাটী) - অরুণা (পান্ডু)

বিশ্বরূপা ফোন- ৫৫-৩২৬২
শনি ও রবি ২॥ ও ৬টায়
মঙ্গলবার ২রা নভেম্বর ২॥ ও ৬টায়
শংকরের

নাটক/নির্দেশনা/
রাসবিহারী সরকার
আলো/তাপস সেন / রূপসজ্জা/সাত্তার
শ্রেষ্ঠাংশে—বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, তরুণকুমার, অজয় গাঙ্গুলী, ভক্তী দত্ত, প্রমোদ গাঙ্গুলী, পতুল, মিস্ জে, নির্মল ঘোষ ও দিলীপ রায় এবং জয়শ্রী সেন

রঙমহল ফোন ৫৫-১৬১৯
কাল : ৬টায়
রবি ও মঙ্গল : ২॥ ও ৬টায়
একটি পরিচ্ছন্ন পারিবারিক নাটক
উত্তরণ

ষ্টার থিয়েটার
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
স্থাপিত: ১৮৮৩ * ফোন: ৫৫-১১৩৯
দেবনারায়ণ গুপ্তের
সীমা
কাল : সন্ধ্যা ৬টায়
পরশু : বেলা ২॥ ও সন্ধ্যা ৬টায়
মঙ্গলবার ২রা নভেঃ [গুরু নানকের জন্মদিন] বেলা ২॥ ও সন্ধ্যা ৬টায়

ষষ্ঠ সপ্তাহ !
মনোরম সংগীত ও চমৎকার নৃত্য...
আশা পারেখ· জীতেন্দ্র
ক্যারাভ্যান
ইস্টম্যানকালার
ম্যাজেস্টিক মুনলাইট
প্রত্যহ ২-৩০, ৫-৪৫, ৯টা
বসুশ্রী ২, ৫-৩০, ৮-৪৫
নটরাজ (জামসেদপুর)

এলিট জনাকীর্ণ তৃতীয় সপ্তাহ
প্রত্যহ ৩ ৬ ও ৯টা
রাশিয়াতেও সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত
শিশুদের স্বর্গ
SOVEXPORTFILM PRESENTS
CIRCUS ON PARADE
সঙ্গে : কালুর ভীম (২ রীল)

আজ থেকে বাংলা নাটক ও
মধুর প্রেমের এক উম্মাদনা...
প্রযোজনা : গোবিন্দ বর্মন

পরিবেশনায়: সাবিনা ফিল্মস ডিস্ট্রিবিউটার্স
রাধা ২, ৫, ৮ এম্প্রোরা

শ্রী — প্রাচী — ইন্দিরা
(২৮, ৫॥, ৮॥) (২, ৫, ৮) (৩, ৬, ৮॥)

২য় মহান সপ্তাহ !
প্রতিটি দর্শকের মনে প্রেরণা যোগাবে
এই অনুপম ভক্তিমূলক চিত্র !

পরিচালনা শান্তিলাল সোনি সংগীত ঊষা খান্না
নিউ সিনেমা : গণেশ : কালিকা
২॥ ৫॥, ৮॥) (১২,৩,৬,৮॥) (২॥, ৫॥, ৮॥
প্যারামাউন্ট : পিকাডিলি - ভটিনী লক্ষ্মী - রজনী - দীপক
(২॥ ,৫॥, ৮॥) ও বিহারের ১৪টি চিত্রগৃহে

কলামন্দির ৪ঠা নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়
থিয়েটার গিল্ড প্রযোজিত
ভালো মানুষের মেয়ে
[বার্টল্ট ব্রেশটের
দি গুড ওম্যান অব সেজুয়ান]
অনুবাদ/প্রলয় শূর নির্দেশনা/শ্যামল সেন
মঞ্চ/সুরেশ দত্ত আলো/তাপস সেন
॥ হলে টিকেট/১—৭টা ॥

আবার আজ থেকে —
আনন্দ (রাজেশ খান্না)-র
সেই মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ-প্রেরণা !

হৃষিকেশ মুখার্জির
আনন্দ
ইস্টম্যানকলার
পরিচালনা হৃষিকেশ মুখার্জী
সঙ্গীত সলিল চৌধুরী
ওরিয়েণ্ট সিনেমায়
(১, ৩॥, ৬॥)
মাত্র রবিবার নিষ্প্রদীপ উপলক্ষে পরিবর্তিত সময় লক্ষ্মীবার—১২॥, ৩ ৬॥

ছবি দেখা নয় দর্শন

প্রযোজনা হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালনা পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী
সংগীত অনিল বাগচী
চিত্রনাট্য বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
সম্পাদনা অমিয় মুখোপাধ্যায়
রূপম - যোগমায়া - লীলা
(১ ৪, ৭) (হাওড়া ৩য়) (দমদম ৩য়)
শ্রীরামপুর টকীজ (২য়)
শ্রীদুর্গা (কাঁচরাপাড়া) নিউলাইট (ইছাপুর)

মা ই ট হা উ স
প্রত্যহ ৩ ৬ ও ৮-৪৫টা
এবং রবিবার বেলা ১০-৩০টা
আজ সাড়ম্বরে শুভমুক্তি !
অগ্রিম টিকেট কিনুন !
প্রিন্সেস পলিনের সৌন্দর্য ও আসক্তি তার কলঙ্কের কারণ, সত্য কাহিনী।

কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য

জনপ্রিয়তম !

রূপবাণী ● অরুণা ● ভারতী
[প্রত্যহ ২-৩০, ৫-৪৫ ৮-৩০]
নিউ তরুণ (বরানগর) • রূপছায়া (ডোমজুর) আমতলা টকীজ • ওয়েলিংটন (আন্দুল) চিত্রমন্দির (কৃষ্ণনগর) • মহুয়া (মেদিনীপুর ২য়) • মেঘদূত (শিলিগুড়ি)
● এস বি ফিল্মস পরিবেশিত ●

আজ ৭টা ও প্রতি শুক্রবার
থিয়েটার সেন্টারে
চতুরঙ্গ নিবেদিত অমৃতলালের
দারুণ হাসির নাটক
বাবু
নির্দেশনা / বরুণ দাশগুপ্ত
টিকেট পাওয়া যাচ্ছে

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তায়, সাকুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকার
কাল ৬টায় ১১শ তম অভিনয়
হে সময়
উত্তাল সময়
পরশু ২॥ ও ৬টায় ১৯০-১৯১তম অভিনয়
তিন পয়সার পালা
মঙ্গলবার ২॥ ও ৬টায় হে সময় উত্তাল সময়
বৃহস্পতিবার ৬টায় নাট্যকারের সন্ধানে
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩রা নভেম্বর বুধবার মুক্ত অঙ্গনে ৭টায়
শের আফগান
॥ মুক্ত অঙ্গনে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে ॥

আজ থেকেঃ পুনঃপ্রদর্শন!
এক অসামান্য প্রণয়মধুর গীতিনাট্য—
রামানন্দ সাগরের
গীত
ইস্টম্যানকলার
সঙ্গীত কল্যাণজী আনন্দজী
জেম (২, ৫॥ ৮৮) বর্ধমান সিনেমা (বর্ধমান, ২য়)
নবভারত (সাহেবগঞ্জ, ২য়)
শিবশংকর (জাহানাবাদ, ২য়)

বি ড় লা প্ল্যা নে টা রি য়া ম
আজ : নূতন সূচী
(১) মহাকাশের ঘটনা ও রটনা (২) চিহ্নিত গ্রহতারকা (৩) ৭২ সালের গ্রহরাজি। বাংলা : বেলা ১১টা, ১-৩০টা ও বিকাল ৪টা। হিন্দি : বেলা ১২-৩০টা, ২-৪৫টা বিকাল ৫-১৫টা ও রাত্রি ৮টা। ইংরেজি : সন্ধ্যা ৬-৩০টা।

সুরঙ্গমা
নিবেদিত
রবীন্দ্রনাথের নটীর পূজা
রবীন্দ্র সদনে
২ নবেম্বর ১৯৭১ ॥ সন্ধ্যা ছ'টায়
দক্ষিণা : ৫০,, ১০,, ৫,, ৩, ও ২ টাকা
প্রাপ্তিস্থান : সুরঙ্গমা—৩৩, রাসবিহারী অ্যাভিন্যু, কলিকাতা-২৬ (প্রত্যহ বিকেল ৬টা থেকে ৮টা/রবিবার সকাল ৮টা থেকে ১টা) জিজ্ঞাসা — ১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিন্যু, কলিঃ-২৯ (ফোন : ৪৭-৭৭১৫) ঐ শাখা—৩৩, কলেজ রো কলিঃ-৯ ফোন : ৩৪-৫৬৭৪) ইলেকট্রো কনসার্ন — ৩এ, ভূপেন বসু অ্যাভিন্যু, কলিঃ-৪ (ফোন : ৫৫-৬৯৬৩) মেলোগ্রাম—৮২এ, রাসবিহারী অ্যাভেন্যু, কলিঃ-২৬ ও রবীন্দ্র সদনে—২৭ অক্টোবর থেকে (সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)। (সি ২৪৮৮)

লোটাস (২॥, ৫॥, ৮॥)
স্বর্ণা (খাতাইতলা)
জ্যোতি (ছাপরা,২য়) সাহু টকীজ (সাসারাম, ২য়) মোহন (ডাল্টনগঞ্জ, ২য়) যশোদা (চাইবাসা, ২য়) মিত্র টক ... (কিষণগঞ্জ, ২য়) জ্যোৎস্না (ডিব্রুগড়, ৩য়) প্রতাপ (ইম্ফল,২য়) এবং অন্যত্র।

মিনার·বিজলী·ছবিঘর · চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত

২য় সপ্তাহের জয়যাত্রা!

সুরশ্রী (১২, ৩, ৬) আলেয়া (২, ৫, ৮) রূপায়ন (১॥, ৪॥, ৭॥)
নবরূপম (হাওড়া) - মীনা (পানিহাটি) - জ্যোতি (চন্দননগর) - ছায়াবাণী (আরামবাগ)

আজ জীবনসৈকতে রঙীন স্বপ্নমাখানো দিনের
অপরিসীম আনন্দের ফোয়ারার আমন্ত্রণ রইলো

হিন্দ : কৃষ্ণা : ছায়া : দীপ্তি : নূরমহল
(২॥, ৫॥, ৮॥) (২॥, ৫॥, ৮॥) (২॥, ৫॥, ৮॥) (৩, ৬ ৯)
রাধাশ্রী (১, ৪, ৭) (দমদম) • শৈলশ্রী (২॥ ৫॥ ৮॥) (মেটিয়াবুরুজ) চিত্রপুরী (৩ ৬ ৯) (খিদিরপুর) • পিয়ালী (১॥, ৪॥, ৭॥) (বেহালা) • বাটা সিনেমা (বাটানগর) কল্পনা (হাওড়া) • পারিজাত (১২, ৩, ৬) (সালকিয়া) • শংকর (মাহেশ) নীলা (ব্যারাকপুর) • সন্ধ্যা (খড়দহ) • রূপশ্রী (ভাটপাড়া) • রাজকৃষ্ণ (ইছাপুর) পরামাণিক (রাণাঘাট) আরতি (বর্ধমান) অরোরা (মেদিনীপুর) পুষ্পশ্রী (জলপাইগুড়ি)
চিত্রা • ক্যাপিট্যাল • এলফিনস্টোন
(আসানসোল) (কটক) (পাটনা)
মেনকায় দ্বিপ্রাহরিক প্রদর্শনী বেলা ১১-৩০টায়
আনন্দজ্যোতি মহাসমারোহে আজ থেকে বিধুশ্রীতে

আজ যুগের নামে যুগ-চালাকি নয়!
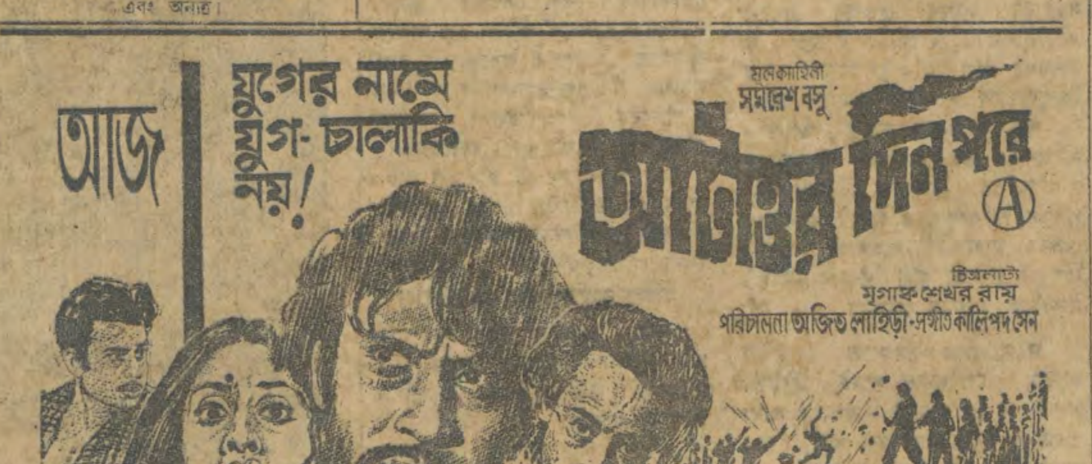

তৎসহ : মনোজিৎ লাহিড়ী ॥ মণীশ রায় ॥ সুনীল রায় ॥ বীরেন চ্যাটার্জী ॥ মিহির পাল ॥ প্রযোজনা : গৌরী মিত্র ॥ চিত্রগ্রহণ : বিজয় দে ॥ সম্পাদনা : গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় ॥ শিল্প-নির্দেশনা : গোপী সেন ॥ রূপসজ্জা : মনোতোষ রায় ॥ ব্যবস্থাপনায় : নিতাই সরকার, সুন্দর সরকার ॥ প্রধান সহকারী পরিচালক : গোকুল মজুমদার ॥ গীত-রচনা : অতুলপ্রসাদ, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় নেপথ্য কণ্ঠে : মান্না দে ॥ আরতি মুখোপাধ্যায় ॥ অনুপ ঘোষাল
নিউ এম্পায়ার : শ্রী : নবীনা : আলোছায়া : মৃণালিনী
(দুপুর ১২টা, ৩, ৬, ৮॥) (প্রত্যহ : ১২টায়) (১২, ৩, ৬) (১॥, ৪॥, ৭॥) (১, ৪ ৭)
অলকা (১॥, ৪॥, ৭॥) পার্বতী (২, ৪৮, ৭॥) অনন্যা (বরাহনগর) প্রফুল্ল (খড়দহ) রমা (বিরাটী, ১, ৪, ৭) মানসী (শ্রীরামপুর) কৈরী (চুঁচুড়া) বিজয়া (বারাসত) ফাল্গুনী (বসিরহাট)

পরশু সন্ধ্যা ৬টায়
অপরাজিতা
বহুরূপীর নতুন নাটক।
তৃপ্তি মিত্রের একক অভিনয়ের একটি সম্পূর্ণ নতুন অনুষ্ঠান।
পরিকল্পনা নির্দেশনা তৃপ্তি মিত্র।
মঙ্গলবার (ছুটি) সন্ধ্যা ৬॥ টায়
পুতুল খেলা? / চার অধ্যায়? ... পাউস
● নির্দেশনা : শম্ভু মিত্র ●
এ্যাকাডেমি মঞ্চে ॥ হলে টিকিট ১—৭টা

মাস থিয়েটার্স
প্রযোজিত
নতুন নাটক
বুমেরাং
মুক্ত অঙ্গন ॥ আজ ॥ সন্ধ্যা ৭টা
রঙ্গনা ॥ ১লা নভে ॥ সন্ধ্যা ৬॥টা
নাটক ও নির্দেশনা
জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়

৬ষ্ঠ সঃ বিষয়বৈশিষ্ট্যে, গঠনবৈপুণ্যে ও বাস্তবতায় সর্বশ্রেষ্ঠ
সিনেআই
সারা আকাশ
প্রযোজনা·পরিচালনা বাসু চ্যাটার্জী
লোটাস প্রত্যহ দ্বিপ্রাহরিক প্রদর্শনী বেলা ১১॥টায়

"রবীন্দ্র-সদনে" অরূপ শিল্পীগোষ্ঠী
আয়োজিত অভিনব একক আসর
শিল্পী : হিমাংশু রায়চৌধুরী
তবলা : রাধাকান্ত নন্দী
গ্রন্থনা : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৫ নভেম্বর, সোমবার, সন্ধ্যা ৬-৪৫
প্রবেশপত্র—১০,, ৭,, ৫,, ৩, টাকা
প্রাপ্তিস্থান : স্টাইলো ॥ বসুশ্রী ও গোষ্ঠীর কার্যালয়, ২২ ফার্ন প্লেস, কলি-১৯ (সি ৩৭০৬)

পিওর
পাশমিনা শাল
পাওয়া যাচ্ছে
হারলালকা স্টোর্স
(ব্রাবোর্ন রোড) ৬ লুকাস লেন
কলিকাতা—১। ফোন : ৩৩-৮৭৫৯

২০তম গৌরবোজ্জ্বল সপ্তাহ
রাজেশ খান্না তনুজা
হাতী মেরে সাথী
রিগ্যাল - প্রিয়া
১১, ২-৩০, ৫-৪৫, ৯ ২, ৫-১৫, ৮-৩০
মিত্রা - জয়ন্তী
২ ৫-১৫, ৮-১৫ (রিষড়া) ২০তম
স্বপ্না (আন্দুল) ৭ম - রূপমায়া (জলপাইগুড়ি) ৭ম - সুরশ্রী (বাঁকুড়া) ৭ম ছায়াবাণী (বারাসত) ৬ষ্ঠ - শ্রীদুর্গা (চন্দননগর) ৩য় - অন্নপূর্ণা (ব্যান্ডেল) ৩য় উত্তরা (কাটোয়া) ৩য় - প্রতিমা (জামুরিয়া) ৩য় - অশোকা (ত্রিবেণী) - ভারতী (চাকদহ) এবং রিজেন্ট (পাটনা) ১৪শ

বাংলাদেশের জাতীয় সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ পালা
আমি মুজিব বলছি
রচনা ও পরিচালনা—অরুণ রায় * আলো—অজাতশত্রু
দ্রুত বুকিং চলিতেছে * ব্রাঞ্চ : তৃপ্তি বোর্ডিং, আসানসোল
নিউ প্রভাস অপেরা ✣ ৫৫-৫৭৮৭
খড়্গপুর পুরাতন বাজার—১৩ই কার্তিক রাহুমুক্ত, রাশিয়া ও নীচের পৃথিবী, ১৪ই বিপ্লবী ভিয়েতনাম। হরিণঘাটা—১৬ই রাহুমুক্ত রাশিয়া; ১৭ই বিপ্লবী ভিয়েতনাম

মিনার - বিজলী - ছবিঘর
২-৩০ : ৫-৩০ : ৮-৩০

উত্তম সুপ্রিয়া অভিনীত
জীবন জিজ্ঞাসা (A)
সব কিছুকে ফাঁকি দেওয়া যায়... কিন্তু বিবেক কে.....?
পরিচালনা: পীযূষ বসু· সঙ্গীত: শ্যামল মিত্র
উত্তরা·পূরবী (২॥·৫॥·৮॥) উজ্জ্বলা (৩·৬·৯)
পদ্মশ্রী (৩য় : ২, ৪৮, ৭॥) - শ্যামাশ্রী (৩য়) - মায়াপুরী (৩য়) - জয়শ্রী (৩য়) নেত্র (৩য়) - উদয়ন (৩য়) - শ্রীকৃষ্ণ (৩য়) - স্বপ্না (৩য়) - রূপালী (৩য়) চিত্রালয় (দুর্গাপুর) - কল্যাণী (নৈহাটি) - সুচিত্রা (বেহালা)

আজ শুভমুক্তি
মহান প্রেম ও আত্মত্যাগের অপূর্ব কাহিনী
শঙ্কর জয়কিষণের স্মরণীয় সুরসৃষ্টি সমৃদ্ধ!

জ্যোতি : প্রভাত : খান্না : রূপালী
(২॥, ৫॥, ৮॥) (৩, ৬, ৯) (১॥, ৪॥ ৭॥) (২॥, ৫॥, ৮॥)
পার্ক শো : ভবানী : তসবীরমহল
(৩ ৬, ৯) (২, ৫ ৮) (১৮, ৫৮, ৮৮)
বঙ্গবাসী — ন্যাশনাল — অজন্তা — পূর্বাশা — অশোক — পরী — লিলুয়া সিনেমা রিজেন্ট — চম্পা — চলচ্চিত্রম — মুক্তি — শ্রীলক্ষ্মী — রাজকৃষ্ণ — কুইন অনুরাধা (দুর্গাপুর) — সুভাষ ইনস্টিটিউট (আসানসোল)
রবিবার অতিরিক্ত প্রাতঃকালীন প্রদর্শনী : জ্যোতি (১০-৩০টা) ● প্রভাত (১১টা) ও তসবীরমহল (১০টা)
দামানী পিকচার্স প্রাঃ লিঃ রিলিজ

শতিতমর্ধের বাস্তবধর্মী চিত্র
জিতেন্দ্র - ববিতা অভিনীত
ফর্জ
(রঙীন)
জনতা প্রত্যহ ৩, ৬, -৯টায়

বীণা (১২, ৩, ৬)
সাচ্চা ঝুঠা
(রঙীন) * রাজেশ - মুমতাজ
অন্যত্র : নারায়ণী (আলমবাজার)

তরুণ মজুমদারের
কুহেলি
পূর্ণ (২॥, ৫॥, ৮॥)

গ্লোব
ল্যাম্প

জয়ন্ত ইলেক্ট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কস ইণ্ডিয়া

যক্ষ্মাহাসপাতালে সাত শ' রোগীর প্রতীক অনশন

স্টাফ রিপোর্টার

দুজন রোগীর উপর থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ প্রত্যাহারের দাবিতে বৃহস্পতিবার যাদবপুরে কুমুদশংকর রায় যক্ষ্মা হাসপাতালের প্রায় সাতশ রোগী এক দিনের প্রতীক অনশন ধর্মঘট পালন করেন।

বহিষ্কারের নির্দেশ প্রাপ্ত দুজন রোগী ওই নির্দেশ প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্যন্ত অনশন করবেন বলে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন। ২৫ অকটোবর থেকে তাঁরা অনশন শুরু করেছেন।

শনিবার রেডক্রশের সুবর্ণ জয়ন্তীর উদ্বোধন

স্টাফ রিপোর্টার

আগামী ৩০ অকটোবর শনিবার রাজভবনের লনে ভারতীয় রেডক্রশের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াস। সুবর্ণ জয়ন্তী বছর পালন উপলক্ষে রেডক্রশের পশ্চিমবঙ্গ শাখা কর্তৃক তিনটি মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ হাসপাতাল খোলবার পরিকল্পনা আছে বলে বৃহস্পতিবার ভারতীয় রেডক্রশের রাজ্য শাখার চেয়ারম্যান শ্রী জে সি দে সাংবাদিকদের জানান। বরানগর, শিলিগুড়ি ও দারজিলিঙে ওইগুলি খোলা হবে।

চেয়ারম্যান শ্রী দে আরও বলেন, বাংলাদেশ শরণার্থী ও সাম্প্রতিক বন্যায় দুর্গতদের সাহায্যে আরও অর্থ প্রয়োজন। ওই প্রয়োজন মেটাতে তিনি জনসাধারণের কাছে উদারহস্তে অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী সাহায্যের জন্য আবেদন জানান।

বাংলাদেশ সরকার পুরো প্রশাসনভার নেবার জন্য তৈরি হচ্ছে

রাজনৈতিক সংবাদদাতা

মুক্ত বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থার বিস্তারিত কাঠামো বাংলাদেশ সরকার এখন খুব দ্রুত চূড়ান্ত করে ফেলছেন। তাঁরা খুব শীঘ্রই পাক সেনাবাহিনীকে বিতাড়িত করে গোটা বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে পারবেন বলে মনে করেন।

বাংলাদেশ সরকার আগে থেকেই পূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে থাকছেন। পাক সেনাবাহিনী বিতাড়িত হওয়ার পর যাতে বাংলাদেশের ভিতরে কোনও অরাজক অবস্থা সৃষ্টি হতে না পারে সেইজন্যই গোটা ছকটা তৈরি করে রাখা হচ্ছে এবং আগাম কতকগুলি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

পাক পঞ্চমবাহিনীর লোকদের শাস্তি দানের ব্যাপারেও ইতিমধ্যেই কয়েকটা নিয়ম-কানুন করে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, পাক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করার অভিযোগে যে-সে বা মুক্তিফৌজও কাউকে শাস্তি দিতে পারবে না। তাদের ধরে আঞ্চলিক কমিটির কাছে নিয়ে যেতে হবে। এই কমিটিগুলি গঠিত হবে আঞ্চলিক আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি, আঞ্চলিক এম এল এ ও এম পি এ, মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধি এবং মুজিব বাহিনীর প্রতিনিধিদের নিয়ে। একমাত্র এই কমিটিই কারোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে।

পূর্ব বাংলার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তৈরি করার জন্যও ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ সরকার একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিকল্পনা বিশারদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি বাংলাদেশের কয়েকজন প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা করে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনাও তৈরি করছেন।

বাংলাদেশ সরকার এই ব্যাপারে কিছুদিনের মধ্যেই অফিসারদের সঙ্গে কথা বলবেন। এবং সকলের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবেন।

দুর্গাপুরে চারজন উগ্রপন্থী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি

দুর্গাপুর, ২৭ অকটোবর—আজ এখানে বেনাচিতি এলাকা থেকে পুলিশ উগ্রপন্থী অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার করে। প্রকাশ, এদের কাছ থেকে একটি দোনলা বন্দুক, সাধারণ একটি বন্দুক, অনেকগুলি তাজা টোটা ও কিছু মাওবাদী পুস্তিকাও উদ্ধার করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় কর্মীদের গরহাজিরার কৈফিয়ৎ খতিয়ে দেখা হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার

যে সব কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী গত ১৩ তারিখের বাংলা বন্‌ধ-এর দিনে অফিস করেননি, তাঁদের ওই তারিখের ছুটির দরখাস্তগুলি পরীক্ষা করে দেখবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ওইদিনকার বেশীরভাগ ছুটির দরখাস্তে যানবাহনের অভাবে অফিস করা যায়নি বলে কারণ দেখানো হয়েছে। যানবাহনের অভাবেই অফিসে না আসার প্রকৃত কারণ কিনা সেটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পঃ বঙ্গে সংকটের মোকাবিলায় সংযোগ ব্যবস্থার ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে নানা সংকটের সম্মুখীন। এই সংকটের মোকাবিলায় সংযোগ ব্যবস্থার কি কোন ভূমিকা আছে?

গত মঙ্গলবার গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে পাবলিক রিলেসনস সোসাইটি অব ইন্ডিয়ার কলকাতা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত এক আলোচনাচক্রে এই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা হয়। কলকাতা শাখার চেয়ারম্যান শ্রী জে এম কাউল আলোচনার সূত্রপাত করেন।

সভার শেষে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে সবচেয়ে বড় সমস্যা অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং ব্যক্তি তথা সাংগঠনিক ভিত্তিতে দায়িত্ববোধ সঞ্চার। এই ব্যাপারে নিঃসন্দেহে সংযোগ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের জন্য একটি ব্যাপক কর্মসূচী তৈরি করা প্রয়োজন। সভায় শ্রীকাউলকে এই উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যার্থী পরিষদের দিল্লি অধিবেশন

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ১৯তম সর্বভারতীয় অধিবেশন ৩১ অকটোবর, ১ ও ২ নবেম্বর নয়াদিল্লির ফিরোজ শাহ কোটলা ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলা অধিবেশনের উদ্বোধন করবেন। বাংলাদেশের ৫ জন ছাত্র-নেতা অতিথি প্রতিনিধিরূপে যোগ দেবেন।

শিবির কর্মীদের দাবি নিয়ে আজ রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনা

রাজ্য সরকারী ত্রাণ ও পুনর্বাসন শিবির কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে ২৯ অকটোবর প্রাক্তন ত্রাণমন্ত্রী আনন্দমোহন বিশ্বাস, রথীন তালুকদার ও সুধীর বেরা প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ সমেত একটি প্রতিনিধিদল মহাকরণে রাজ্যপালের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েশনের দাবি সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

শোকসভায় শ্রদ্ধাঞ্জলি

বুধবার আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনে এক সভায় আনন্দবাজারের প্রাক্তন কর্মী ও আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যানডারড, দেশ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রীকুঞ্জলাল দাশগুপ্তের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীআদ্যনাথ ভট্টাচার্য। সভায় এক প্রস্তাব নিয়ে সারা ভারত সংবাদপত্র কর্মচারী ফেডারেশন গড়ায় স্বর্গতের অক্লান্ত উদ্যোগ প্রয়াসের উল্লেখ করা হয় এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানানো হয়।

রমজান ও ঈদ উপলক্ষে বাড়তি জল

স্টাফ রিপোর্টার

পৌরসংস্থা রমজান এবং ঈদ উপলক্ষে কলকাতায় বাড়তি জল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

নবেম্বরের ১ তারিখ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চলবে। এতে প্রতিদিন শেষ রাত্রি ৩টা থেকে সকাল ছটা পর্যন্ত মাঝারি চাপে, এর পর সাড়ে নটা পর্যন্ত উচ্চ চাপে এবং সাড়ে নটা থেকে দুপুর বারটা পর্যন্ত মাঝারি চাপে জল দেওয়া হবে। আবার বিকেলের দিকে তিনটা থেকে ৬টা পর্যন্ত উচ্চ চাপে এবং রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত মাঝারি চাপে টালা থেকে শহরে পানীয় জল সরবরাহ করা হবে।

কাঁচা কয়লা খনিতে শ্রমিক নির্যাতনের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার

জ্বালানি কয়লাখনি জাতীয়করণের পর আসানসোল—রাণীগঞ্জ অঞ্চলের কাঁচা কয়লার খনি মালিকরা যে ধরনের কাজকর্ম শুরু করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার খুবই উদ্বিগ্ন।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াস বৃহস্পতিবার রাজ্য শ্রম দফতরকে ওই উদ্বেগের কথা কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরে আনার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

বিভিন্ন মহল থেকে রাজ্যপালের কাছে অভিযোগ আসে যে আসানসোল—রাণীগঞ্জ এলাকার এগারটি কাঁচা কয়লাখনির মালিকরা নানাভাবে শ্রমিকদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে। পরিস্থিতি ক্রমশই এত ঘোরালো হয়ে উঠছে যে যে কোন মুহূর্তে এই খনি-অঞ্চলে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেধে যেতে পারে।

খনি মালিকরা শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন ও ভাতা দিচ্ছেন না এবং যে কোন সময় জ্বালানি কয়লার মত কাঁচা কয়লার খনিও জাতীয়করণ হতে পারে এই আশংকায় তারা যন্ত্রপাতি সরিয়ে ফেলতে আরম্ভ করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন মুখপাত্র বৃহস্পতিবার বলেন, যদিও খনি সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারটাই কেন্দ্রের এক্তিয়ারে, কিন্তু ওই অঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখার ভার রাজ্য সরকারের। তাই রাজ্য সরকারকে নিশ্চয়ই পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকতে হবে।

রাজ্যপাল খনি অঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশপক্ষকেও জানিয়ে দিয়েছেন যে বেন হঠাৎ মালিকপক্ষের ডাকে সাড়া দিয়ে তারা শ্রমিকদের উপর জুলুম করে না বসে। রাজ্যপাল পুলিশকে ওই অঞ্চলের পরিস্থিতির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতেও নির্দেশ দিয়েছেন বলে ওই মুখপাত্র জানান।

আসানসোল—রাণীগঞ্জ এলাকার শ্রমিক নেতা শ্রীকল্যাণ রায়ও বৃহস্পতিবার রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে উক্ত কয়লাখনি মালিকদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট কয়েকটি অভিযোগ করেছেন।

শরণার্থীদের দুর্দশা লাঘব দাবি করে আর সি পি আই-এর স্মারকলিপি পেশ

স্টাফ রিপোর্টার

সম্প্রতি ভারতের বিপ্লবী কম্যুনিস্ট পারটির (আশুতোষ মুখারজি রোড) পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াসের কাছে শরণার্থীদের দুর্দশার লাঘবের দাবি জানিয়ে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। এর আগে ওই প্রতিনিধি দল ২৪-পরগণার বিভিন্ন শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করে আসেন। রাজ্যপাল শরণার্থীদের অভাব অভিযোগের প্রতিবিধানের আশ্বাস দেন।

বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে ওই পারটির পক্ষে অভিযোগ করা হয় যে, বিভিন্ন শিবিরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়োজিত কিছু কর্মচারী স্থানীয় কিছু কিছু অসৎ ব্যক্তির যোগসাজসে দুর্নীতির জাল বিস্তার করে শরণার্থীদের চরম দুর্ভোগের মধ্যে ফেলেছে।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন, সর্বশ্রী বিভূতি নন্দী, সুধীর দাশগুপ্ত, সুধীর দাশশর্মা, নৃপেন রায়, পবিত্র রায় প্রভৃতি।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

বেঙ্গল ইলেকট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কস লিঃ-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্বর্গত হেমেন্দ্রকুমার রায়, যিনি গত ২০ অক্টোবর ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন, তাঁহার আত্মার পারলৌকিক কার্যাদি ১ নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখ সকাল ১০টায় ১৭।১।বি আলিপুর রোড, কলিকাতা-২৭ (নীহারিকার সংলগ্ন) ঠিকানায় সম্পন্ন হইবে। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়গণ অনুগ্রহ করিয়া যোগদান করিবেন।

বি বি ঘোষের শেষকৃত্য সম্পন্ন

স্টাফ রিপোর্টার

বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় কেওড়াতলার মহাশ্মশানে পরলোকগত শ্রী বি বি ঘোষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মুখাগ্নি করেন শ্রীঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীসুদীপ ঘোষ এবং ভাগিনেয় শ্রীসুবিমল মিত্র।

নিউ আলিপুরের বাড়ি থেকে শ্রীঘোষের মরদেহ দশটা নাগাদ শোকযাত্রা করে বেরোয়। রাস্তার ধারে ধারে বহু লোক তাঁকে শেষ দেখার জন্য দাঁড়িয়ে থাকেন। ফলে ঢাকা গাড়িটি যখন শ্মশান চত্বরে ঢোকে তখনও বহু লোক নীরবে দাঁড়িয়ে তাঁদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এইদিন সকালে জি ও সি ইসটারন কমানড লেঃ জেনারেল জে এস অরোরা, জি ও সি বেঙ্গল এরিয়া মেজর জেনারেল প্রেমাংশু চৌধুরী, চীফ সেকরেটারি শ্রী এন সি সেনগুপ্ত, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের অতিরিক্ত সচিব শ্রী বি আর গুপ্ত প্রভৃতি তাঁর বাসভবনে যান। সি এম পি ও, সি এম ডি এ, কলকাতা করপোরেশন, কলকাতা পুলিশ, ভারতীয় মিউজিয়ম এবং আরও অনেক সংস্থা থেকে তাঁর মরদেহে মাল্যদান করা হয়।

এদিন সি এম ডি-এর অফিসার ও কর্মিবৃন্দ এক সভায় মিলিত হয়ে স্বর্গতের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান। স্বর্গত ঘোষের কর্মক্ষমতার উল্লেখে বক্তৃতা করেন বি সি গাঙ্গুলী, ললিতকুমার রায়চৌধুরী ও ভূপেন্দ্রকুমার দে।

শ্রদ্ধা জানিয়ে বিবৃতি দেন প্রাক্তন শেরিফ শ্রীমোহনকুমার মুখারজী, পৌর সদস্য শ্রীভূপেন দে, বাংলা কংগ্রেসের শ্রীপ্রণব মুখারজি এম পি, পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি।

শোক-সংবাদ

মেদিনীপুর শহরের প্রাচীনতম ব্যক্তি শ্রীরামচন্দ্র বেরা (১০১) গত ১৮ অকটোবর তাঁর মেদিনীপুরস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। তিনি স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সহ বহু আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।

*

বারাকপুর হরিসভা রোড নিবাসী সমাজসেবী শ্রীহরিরঞ্জন দত্ত (৬৭) সম্প্রতি পরলোকগমন করেন। তাঁর স্ত্রী, দুই পুত্র, পাঁচ কন্যা বর্তমান।

শরণার্থীদের জন্য বুশ রেডিও উপহার

বুশ রেডিও সংস্থার সহকারী ম্যানেজিং ডিরেকটরের পত্নী শ্রীমতী টি আর মুলচন্দানি সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল নবাব আলি জফর জংয়ের হাতে ৩০টি বুশ ব্যারনস রেডিও উপহার দিয়েছেন। এই রেডিওর দাম প্রায় ১০ হাজার টাকা।

dCP/GLT/5 ben

Interpub/BG-14 BEN

কলকাতায় প্রাপ্তিস্থান : বিন্নীর শো-রুম, ২, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ * মেসার্স ব্রিজমোহন ব্রাদার্স প্রাঃ লিঃ * দি ছায়া স্টোর্স, ২ মহাত্মা গান্ধী রোড * দমদম : মেসার্স কমল ড্রেস হাউস নাগেরবাজার * বালিগঞ্জ/রাসবিহারী অ্যাভিনিউ অঞ্চল : ম্যাড্রাস টেক্সটাইলস, ২৬/৩ হিন্দুস্থান পার্ক * কৃষ্ণা টেক্সটাইলস, ১৩৫ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ * দাশ ব্রাদার্স, ডি-৬ লেক মার্কেট * ভবানীপুর / হাজরা অঞ্চল : ভবানীপুর হোসিয়ারি মার্ট, ৭৬, আশুতোষ মুখার্জি রোড * বর্ধন বস্ত্রালয়, ৬৫, এস পি মুখার্জি রোড * চৌরঙ্গি/পার্ক স্ট্রীট অঞ্চল : কিষেণলাল, ২২/১এ চৌরঙ্গি রোড * গ্যালাক্সি, ১৮কে পার্ক স্ট্রীট * নিউ মার্কেট অঞ্চল : লালচাঁদ ধালামল, জি ৬৭/৬৯ নিউ মার্কেট * বিপিনবিহারী দাশ, জি-৩০/৩১ নিউ মার্কেট * রহমান স্টোর্স, ৩৭-৪০ নর্থ রেঞ্জ, নিউ মার্কেট * ধর্মতলা স্ট্রীট অঞ্চল : লীলা, ৫ ধর্মতলা স্ট্রীট * ডেকোরাম, ৫এ গ্র্যান্ট স্ট্রীট * কমলালয় স্টোর্স (প্রাঃ) লিঃ, ১৫৬এ ধর্মতলা স্ট্রীট * এন্টালি মার্কেট অঞ্চল : পূর্ণিমা, ডব্লুবি ২৬ এন্টালি মার্কেট * শিয়ালদহ অঞ্চল : হরিমোহন, ১৬৭বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট * রাজলক্ষ্মী স্টোর্স, ১৩৪ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড * শ্যামবাজার অঞ্চল : কিংস, ২২৪ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড * ব্যাঙ্ক-ওয়ান, ২০৩ কাশীনাথ দত্ত রোড * হাওড়া অঞ্চল : রত্নদীপ, ৪৯/১ জি টি রোড (সাউথ) * রত্নদীপ (২নং দোকান), ৫৩ জি টি রোড (সাউথ) * ২৪ পরগণা : তারা আলয়, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড, নৈহাটি * আগরতলা : জীবনময় পরশময় হরিগঙ্গা বসাক রোড * ধানবাদ : মেসার্স বম্বে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স, ঝাঠোর ম্যানসন * জামশেদপুর : মেসার্স করোনেশন, ৫ নটরাজ ম্যানসন, বিষ্টুপুর * ঝরিয়া (জেলা ধানবাদ) : মেসার্স রেবেকা, গান্ধী রোড * রামগড় ক্যান্ট (জেলা হাজারিবাগ) : স্টাইলো * শাহাগঞ্জ : ভরতপ্রসাদ, ডানলপ নিউ মার্কেট * শ্রীরামপুর : মডার্ন স্টোর্স, নেতাজী সুভাষ রোড * মেসার্স শীলা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স, ৭এ লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬।

পূর্ব রেলওয়ে

বেওয়ারিশ সম্পত্তির নীলাম বিক্রয়

(১) স্টেশনারী দ্রব্য, মেশিনারী দ্রব্য, টেক্সটাইল দ্রব্য, সাইকেল পার্টস এবং অন্যান্য মালপত্র ও পার্সেল চালান,—স্মলসে (২) কাঠের কুঁদা, টিম্বার, খনিজ দ্রব্য, স্টোন ব্যালাস্ট, লৌহ ও ইস্পাত সামগ্রী ও অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য—ওয়াগন বোঝাইয়ে যেসব চালান ১৯৭১ সালের মে মাসের পূর্বে গৃহীত হইয়া তিন মাসের অধিককাল রেলওয়ে প্রশাসনের হেফাজতে পড়িয়া আছে তাহা লস্ট প্রপার্টি অফিস, রিভারসাইড শেড (সর্বোচ্চ তল), হাওড়া (ওয়েস্টার্ন ব্লক) ও সারোগেট গুদাম, কাশীপুর রোড ঠিকানায় ১নং দফার ক্ষেত্রে হাওড়ায় ১৭-১১-৭১ এবং ২৬-১১-৭১ তারিখ বেলা ১১টায় এবং ২নং দফার ক্ষেত্রে কাশীপুর রোডে ১৯-১১-৭১ তারিখ বেলা ১১টায় প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইবে। ইতোমধ্যে যদি স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষ রেলওয়ের সমস্ত প্রাপ্য আদায় দিয়া বিক্রয়-তালিকার অন্তর্ভুক্ত চালানসমূহের কোন একটি দফার ডেলিভারী লইয়া অপসারণ করেন, তবে উক্ত দফা বিক্রয়ে উপস্থাপিত না করার অধিকার প্রশাসন কর্তৃক সংরক্ষিত থাকিবে। প্রয়োজন হইলে বিক্রয় পরের দিন পর্যন্ত চলিবে। বিক্রেয় দ্রব্যগুলি ও বিক্রয়ের নিয়মাবলী নীলামের ২৪ ঘণ্টা পূর্বে মধ্যাহ্ন ১২টা ও বেলা ৩টার মধ্যে উপরোক্ত অফিসে দেখা যাইবে।

—চীফ কমার্সিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্ট

বিশুদ্ধ কাশ্মীরী সিল্ক

ওর্জোরিয়া, চিনন, সাটিন, জর্জেট, শিফন, ক্রেপ, হাবুটি ইত্যাদি ইত্যাদি যা স্থায়িত্ব আর সূক্ষ্মতার জন্যে সর্বত্র সুপরিচিত, এখন বিশেষ খুচরা ও পাইকারি দরে পাওয়া যাচ্ছে।

নিকটতম শাখায় যোগাযোগ করুন :

কাশ্মীর গভর্ণমেন্ট আর্টস এমপোরিয়ম

কলিকাতা টায়ার ডিলারস অ্যাণ্ড রি-ট্রেডারস অ্যাসোসিয়েশন

৩ গোখেল রোড, কলিকাতা-২০

অ্যালটমেণ্ট নোটিস

২৮-১০-৭১ তারিখের অ্যালটমেণ্ট

৮২৫—২০		০/৮/২০২৭ হইতে ০/৮/২২১৯
৯০০—২০	১০০ লেভেল	০/৯/২৭২০এ এবং ০/৯/২৭২৪ এবং ১৬-৮-৭১ ও ১৭-৮-৭১ তারিখে পেশ করা ৯০০—২০ (১০০ লেভেল)-এর জন্য সকল দরখাস্ত এখন অ্যালট করা হইয়াছে ও সি/৯/১ হইতে সি/৯/১০৯
৯০০—২০	১০৫ লেভেল	বি—৪৪১ হইতে বি—৫৪১
৯০০—২০	নাইলন	ই—৫৫২ হইতে ই—৭০৯
৯০০—২০	১০২ লেভেল	এফ—৭ হইতে এফ—২৮
১০০০—২০	১০০ লেভেল	দরখাস্ত নাই।
১০০০—২০	১০৫ লেভেল	সকলগুলি অ্যালট করা হইয়াছে।
১০০০—২০	নাইলন	সকলগুলি অ্যালট করা হইয়াছে।

জেলা : মুর্শিদাবাদ : ডি এ/৮, বীরভূম : ডি এ/১০ ও ১৩, হুগলী : ডি এ/১১ ও ১২, বাঁকুড়া : ডি এ/১, মালদহ : ডি এ/৪, নদীয়া : ডি এ/৪২, পুরুলিয়া : ডি এ/১৮, মেদিনীপুর : ডি এ/৩৬, পঃ দিনাজপুর : ডি এ/৩৩

দ্রষ্টব্য : টিউব সরবরাহ বিশেষভাবে অপ্রচুর হওয়ার ফলে কেবলমাত্র কভার-এর জন্য ডেলিভারি অর্ডার ইস্যু করা হইবে।

সরকারী নির্দেশ অনুসারে ১৪ দিনের মধ্যে অবশ্যই টায়ারের ডেলিভারি লইতে হইবে নতুবা আবেদনকারীর পালা পার হইয়া যাইবে।

নাইলন অ্যাপ্লিকেশন ৯১৫, নাইলন টায়ার-এর সরবরাহের কিছু আগে সার্ভ করা হইবে। ইচ্ছুক আবেদনকারিগণকে সেইমতো জানাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

পরবর্তী অ্যালটমেণ্ট সম্ভবত নভেম্বরের ১ তারিখের মধ্যে করা হইবে। আবেদনকারিগণকে ২-১১-১৯৭১ তারিখের পর নোটিস বোর্ড লক্ষ্য করতে অনুরোধ করা হইতেছে।

জেনারেল সেক্রেটারি

বকসিংয়ের ছেলেরা গেল না কেন?

স্টাফ রিপোর্টার

বেংগল অ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশন টাকা দিতে পারেননি, রাজ্য সরকারের কাছ থেকেও সাহায্য পাওয়া যায়নি। তাই কয়েক ব্যক্তির কাছ থেকে দান নিয়ে বোমবাইয়ে ওয়েসটারন ইনডিয়া চ্যাম্পিয়নশিপসে যাচ্ছে চারজন খেলোয়াড় ও দুজন কর্মকর্তা। ২২ অকটোবরের আনন্দবাজার পত্রিকায় এই খবর প্রকাশিত হওয়ায় বাংলার ছেলেদের বোমবাই যাওয়া হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

আনন্দবাজারের নাম উল্লেখ না করলেও বি এ বি এফ-এর সাধারণ সম্পাদক শ্রী বি এন দাস জানাচ্ছেন, কোন কোন মহলের অতি আপত্তিকর মন্তব্যের ফলে বাংলা দল ওই প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করেছে'। শ্রীদাস আরও জানিয়েছেন, 'বি এ বি এফ নাকি দলের সদস্যদের আর্থিক সংস্থান করতে সক্ষম হননি, বস্তুত সদস্যদের নাকি আর্থিক সাহায্যের জন্য ভিক্ষা করতে হয়েছে'।

'ভিক্ষা নয়, দান' প্রসংগে আমাদের খবর, শ্রীসতীকান্ত গুহ ছেলেদের বোমবাই যাওয়ার জন্য ২০০ টাকা দেন (রসিদ নং ২২) ও সাউথ পয়েনটস্কুলের রেকটর দিয়েছেন ৩০০ টাকা (রসিদ নং ২৪)।

এ, সি, সি
সিমেন্ট.
প্রয়োজন হলে যোগাযোগ করুন
অনুমোদিত এ. সি. সি সিমেন্ট বিক্রেতা
স্যানিটারী এণ্ড প্লাম্বিং
স্টোর্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪৬, এস. পি. মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-২৬
ফোন : ৪৭-০৪৬৮

আমন্ত্রণ ক্রিকেটে জেলা দল না খেললে পরিবর্তে ব এন আর

স্টাফ রিপোর্টার

বুধবার সি-এ-বি টুরনামেন্ট কমিটি খোকন সেন স্মৃতি আমন্ত্রণ প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই দিনের সভায় ঠিক হয় ১৬ নবেমবর থেকে এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে। মোট ৮টি দল (মোহনবাগান, ইসটবেংগল, স্পোরটিং ইউনিয়ন, কালীঘাট, ইসটারন রেল, সি-এ-বি কোলটস, সি-এ-বি সভাপতি একাদশ ও আন্তঃ জেলা একাদশ) এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে। যদি জেলা একাদশ দল গঠনে অসমর্থ হয় তাহলে বি এন আর দলকে ডাকা হবে। সভা স্থির করে, সি-এ-বি নক আউটের খেলা ২ ডিসেমবর ও লীগ ২০ নবেমবর থেকে আরম্ভ হবে।

বরানগরের শচীন দত্ত দিয়েছিলেন ৫০ টাকা। তবে দলের যাওয়া বাতিল হওয়ার পর সকলকে টাকা ফেরৎ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

আন্তঃ সারভিসেস প্রতিযোগিতা এখন বন্ধ থাকছে

নয়াদিল্লি, ২৮ অকটোবর—সারভিসেস স্পোরটস কনট্রোল বোরডের এক মুখপাত্র বলেছেন, সীমান্তের উত্তেজনা যথেষ্ট বেড়ে যাবার ফলে আন্তঃ সারভিসেস ক্রিকেট, স্কোয়াস, গলফ, মল্লযুদ্ধ, অ্যাথলেটিকস, মুষ্টিযুদ্ধ, টেনিস, ভারোত্তোলন প্রভৃতি প্রতিযোগিতা আপাতত বন্ধ থাকছে। অবস্থার উন্নতি হলে জানুয়ারিতে প্রতিযোগিতাগুলি হবে। —পি টি আই

এশিয়ান বাসকেটবল চ্যাম্পিয়নশিপস

টোকিও, ২৭ অকটোবর—অকটোবরের ৩০ থেকে নবেমবরের ১০ তারিখ পর্যন্ত টোকিওতে ষষ্ঠ এশিয়ান বাসকেটবল চ্যাম্পিয়নশিপসের খেলা আরম্ভ হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতার ফলাফলে ঠিক হবে এশিয়া থেকে ম্যুনিখ ওলিম্পিকে কোন দেশ যাবে। ইরাণ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপসে যোগ দেবে না। ভারত, হংকং, জাপান, মালয়েশিয়া, ফিলিপিনস, সিংগাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান ও তাইল্যানডের মধ্যে খেলা হবে। —রয়টার

ভারতে প্রথম মিনিটের কমে ১০০ মিটার সাঁতার

আমেদাবাদ ২৮ অকটোবর—ভারতীয় সাঁতারের একটি কলংক আজ ঘুচল, নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল। এক মিনিটের কম সময়ে প্রথম এক ভারতীয় পুরুষ ফ্রি স্টাইলে ১০০ মিটার অতিক্রম করল। সারভিসেসের জওয়ান বাসক সিং, এখানে আজ সকালে, করপোরেশন সুইমিং পুলে ২৮তম জাতীয় সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপসের শেষদিনে ৫৯·৭ সেকেনডে এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন। ১৯৫৮ থেকে তেরো বছর যাবৎ মহারাষ্ট্রের লালু বাক্সাজের ভারতীয় রেকরড ছিল ৬০·৩ সেকেনড। বালকদের ৪×১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রিলেতে আজ মহারাষ্ট্রের জওয়ালকর তার পালায় এই দরস্ত ৬০·৩ সেকেনডে অতিক্রম করে ভারতীয় সাঁতারের ভবিতব্যকে আরো উজ্জ্বল করেছে।

১৯২৪ পারী ওলিম্পিকে বিশ্বে প্রথম এক মিনিটের কমে ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতার কাটেন জনি উইসমুলার ৫৯·০ সেকেনডে। আজ ভারত ৪৭ বছর আগের বিশ্ব কৃতিত্বের সমকক্ষ হল। মেয়েদের বিশ্ব রেকরড ৫৮·৯ সেকেনড স্থাপিত হয় ১৯৬৪-তে।

এবার জাতীয় সাঁতারে সারভিসেস ১৬৬ পয়েনট পেয়ে প্রথম ও বাংলা (৬৪ পয়েনট) দ্বিতীয়। মহারাষ্ট্র (৬০ পয়েনট) তৃতীয়। মহিলা বিভাগে প্রথম মহারাষ্ট্র (১০১ পয়েনট), দ্বিতীয় গুজরাট (৪২) এবং তৃতীয় কেরল (৪০)। বালিকা বিভাগে মহারাষ্ট্র প্রথম (৫৪ পয়েনট), দিল্লি দ্বিতীয় (৩৭) ও রাজস্থান তৃতীয় (১৫)। বালক বিভাগে প্রথম হয়েছে বাংলা (৭৪ পয়েনট), দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র (৭১)।

এবারের জাতীয় সাঁতারে মোট কুড়িটি রেকরড হয়েছে—৯টি পুরুষদের, ৯টি বালকদের, ২টি বালিকাদের। হয়েছে পুরুষদের ৪×১০০ মি ফ্রি স্টাইল (ফাইনাল), পুরুষদের ১০০ মি ফ্রি স্টাইল ও বালকদের ৪×১০০ মি ফ্রি স্টাইল।

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল (পুরুষদের)—১ম : বাসক সিং (সারভিসেস) ৫৯·৭ সেঃ রেকরড; ২য় : জোসেফ ডিকুজ (সারভিসেস) ১ : ১·৭ সেঃ; ৩য় : সুশীল কোলি (পানজাব) ১ : ২ সেঃ; ৪র্থ : টিংগু খাটাউ (মহারাষ্ট্র) ১ : ২·১;

৪×১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রিলে (মহিলাদের)—১ম : মহারাষ্ট্র ৫ : ২১·১; ২য় : কেরল; ৩য় : দিল্লি; ৪র্থ : গুজরাট;

৪×১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রিলে (বালকদের)—১ম : পশ্চিমবঙ্গ (সুধীর দাস, শান্তনু পুরকাইত, ডি সিকদার, এন ঢালি) সময়—৪ : ২২·৫ (রেকরড); ২য় : মহারাষ্ট্র, সময় ৪ : ২৬·৭; ৩য় : রাজস্থান। ৫ : ২০·৭ সেঃ।

১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক (পুরুষদের)—১ম : খুশীলাল (সারভিসেস) সময় ১ : ১৯; ২য় : দেবরাজ (সারভিসেস); ৩য় : রমেন দাস (পশ্চিমবঙ্গ) সময় ১ : ২১·৫; ৬ষ্ঠ প্রদীপ দে (পশ্চিমবঙ্গ) ১ : ২৩·৪।

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল (মহিলাদের)—১ম : ব্রি হিউম (মহারাষ্ট্র) সময় ১ মিঃ ১৩·৪ সেঃ; ২য় : এস পি দেশাই (মহারাষ্ট্র); ৩য় : পি সুলোচনা; ৪র্থ : অনন্যা সেন (পশ্চিমবঙ্গ) সময় ১ : ২৪।

৪×১০০ মিটার মেডলে (বালকদের)—১ম : মহারাষ্ট্র—সময় ৫ : ৪·৯ সেঃ; ২য় পশ্চিমবঙ্গ—সময় ৫ : ৮·১; ৩য় : রাজস্থান।

৪×১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রিলে (পুরুষদের)—১ম : সারভিসেস সময় ৪ : ১০·৪ সেঃ (রেকরড); ২য় : পশ্চিমবঙ্গ সময় ৪ : ১৬·৯; ৩য় মহারাষ্ট্র ৪ : ১৮·৬।

স্প্রিং বোরড ডাইভিং (পুরুষদের)—১ম : অনুসূয়া প্রসাদ (সারভিসেস) ৪১৩·৫ পয়েনট; ২য় : এইচ সিং (সারভিসেস); কান্তি দত্ত (রেলওয়েজ); ৬ষ্ঠ : রঞ্জন ভট্টাচার্য (পশ্চিমবঙ্গ) ২১১·৩৫ পয়েনট।

—পি টি আই

ওয়াটারপোলোতে মহারাষ্ট্র চ্যাম্পিয়ন

জাতীয় ওয়াটারপোলোর ফাইনালে মহারাষ্ট্র গত দশ বছরের চ্যাম্পিয়ন রেলওয়েজকে ৭—৬ গোলে পরাজিত করে। বিজয়ীদলে দিগভিকার (৩), মুরচেন্ট (২) এবং ভারুচা ও পাউলে একটি করে গোল করেন এবং রেলওয়েজের কার্তিক ভট্টাচার্য ৫টি এবং বেণী তালুকদার একটি গোল পরিশোধ করেন। —পি টি আই

সুভাষ সংঘ ভারতের সেরা ভলি ক্লাব

স্টাফ রিপোর্টার

পশ্চিমবঙ্গের ভলিবলের মেয়েরা এবারই প্রথম একটি নিখিল ভারত প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন হল। তৃতীয় স্থানও কলকাতার একটি ক্লাবের। ৭ থেকে ১৪ অকটোবর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হরবন্স কাউর স্মৃতি ভলিবলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ১৪টি দল যোগ দেয় এবং টালিগঞ্জ সুভাষ সংঘ অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রানার আপ হায়দরাবাদের মেয়র দল। ওই দলে অধিকাংশই ছিল জাতীয় দলের খেলোয়াড়। তৃতীয় হয়েছে কলকাতার বিজয়ী সংঘ।

সুভাষ সংঘ ১৯৬১ সালে এই টুরনামেনটের প্রতিষ্ঠা বছরে খেলতে গিয়েছিল, কিন্তু প্রথম তিনের মধ্যে তাদের স্থান হয়নি গত বছর এরা যায়নি। সুভাষ সংঘে এবার খেলেছে শুভ্রা বসু (ক্যাপটেন), মুক্তি বসু, শুক্তি বসু, বুলা মিত্র, টুটু দাস, মালা সাধু, মায়া দে সরকার ও রিণা মিত্র।

ফিলিপস্ প্রিন্স ডি লাক্স॥
সবচেয়ে শক্তিশালী ২-ব্যাণ্ড ট্রানজিস্টর
*এক্সাইজ সমেত। অন্যান্য ট্যাক্স অতিরিক্ত
অনুমোদিত ফিলিপস্ রেডিও ডীলার
ক্যালকাটা রেডিও ষ্টোর্স
৫।১, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা-২০ ফোন : ৪৪-১২৭৬
PHRC-9 BEN
(২৯১৪৫)

HARYANA STATE LOTTERIES
31st BUMPER DRAW 11·11·71
Rs. 25 LACS IN FIRST PRIZES (V)
২৮-১০-১৯৭১ তারিখ
প্রথম পুরস্কার (১টি)—৫,০০০ টাকা B-129377
দ্বিতীয় পুরস্কার (১০টি—প্রত্যেকটি ২৫০ টাকা
A-349957 AA-147895 B-502877 BB-499595 C-351275
CC-523315 D-494977 DD-299665 E-459385 EE-248213
B সিরিজ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত সিরিজে 129377 নম্বরযুক্ত টিকিটে
প্রত্যেকটি ১০০ টাকার শান্তি পুরস্কার (৯টি)
ডিরেক্টর, হরিয়ানা স্টেট লটারিজ
NAA/8.

বিবাহিত জীবন আরও মধুময় ক'রে তুলতে হ'লে

স্ত্রী ও সন্তানের সঙ্গে একান্তে যে মুহূর্তগুলি কাটে, সুখ বলে তাকেই। সংসারের সব চাহিদা মিটিয়ে প্রিয়জনদের মুখে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটিয়ে তোলার চাইতে বড় সুখ আর কী থাকতে পারে? কিন্তু পিঠোপিঠি যদি আরেকটি সন্তান এসে পড়ে…তখন? তরুণ দম্পতিদের কাছে আজকের দিনে এটা এক মস্ত বড় সমস্যা।

এই সমস্যা সমাধানের পথ এখন আপনার হাতের মুঠোয় এবং সেটি হ'ল নিরোধ। পুরুষদের পক্ষে সহজে ব্যবহারযোগ্য ও নিরাপদ এই রবারের জন্মনিরোধক, ডাক্তারের কাছে বা কোনও ক্লিনিকে না গিয়েই আপনি ব্যবহার করতে পারেন। সারা দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ দম্পতি এই পদ্ধতি গ্রহণ করার ফলে এটি পরিবার পরিকল্পনার সবচেয়ে জনপ্রিয় পন্থা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এটি আপনারও দাম্পত্যজীবন মধুরতর ক'রে তুলবে। এ সম্পর্কে ভেবে দেখুন। আরেকটি সন্তান না চাওয়া পর্যন্ত নিরোধ ব্যবহার করুন। সরকারী অর্থ সাহায্যে 15 পয়সায় 3টি নিরোধ সর্বত্র পাওয়া যায়। davp 71/133

ইসটবেঙ্গল সেমিফাইনালে

স্টাফ রিপোর্টার

ইসটবেংগল ১ : খিদিরপুর ০ (অশোক চ্যাটার্জি)

আই এফ এর দারসারা শীলড কোয়ারটার ফাইনালে খিদিরপুর গতবারের শীলড জয়ী ইসটবেংগলের কাছে ০—১ গোলে হেরে গেল। ৪০ মিনিটে হাবিবের ব্যাক পাসে অশোক আলতো পা ঠেকিয়ে প্লেসিং করে। বলটি খিদিরপুর ব্যাক তরুণ বসু মজুমদারের বুটের ডগায় লেগে উঁচুতে উঠে বারের তলা দিয়ে গোলে ঢোকে। খিদিরপুর গোলরক্ষক প্রশান্ত মিত্র দাঁড়িয়ে দেখে। তার করার কিছুই ছিল না। অশোকের প্লেসিংটি তার হাতে গিয়ে পড়বে বলে পাজিসন নিয়েছিলেন।

অসময়ের ফুটবলে দর্শক ছিল প্রায় হাজার তিন। গোল হতেই করতালি—চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী। আবার ইসটবেংগলের অলস ক্রীড়াধারার কটুক্তিতেও সবাই পঞ্চমুখ। ভুল পাস, বল ধরতে গিয়ে ফসকালেই ব্যংগ, বিদ্রুপ। এই সবের অর্থ আর কিছুই নয়, ৯০ মিনিটব্যাপী ফুটবলের করুণ আর্তনাদ। সমর্থকদের শুধু একমাত্র সান্ত্বনা প্রিয় টীমের একটি গোল।

ইসটবেংগল : অরুণ ব্যানার্জি; সুধীর কর্মকার, অশোক ব্যানার্জি, সুনীল ভট্টাচার্য ও শান্ত মিত্র; কাজল মুখার্জি ও সমরেশ চৌধুরী; স্বপন সেনগুপ্ত, অশোক চ্যাটার্জি (প্রশান্ত সেহানবীস), হাবিব ও নাজির।

খিদিরপুর : প্রশান্ত মিত্র; সলিল দাস, দিলীপ কয়াল, শ্যামল ঘোষ ও তরুণ মজুমদার; তপন বসু (চন্দন ভট্টাচার্য) ও গৌতম সরকার; সুরজিৎ সেনগুপ্ত, নিমাই দালাল, বিনয় পাঁজা ও প্রসূন ব্যানার্জি।

যে সুবিখ্যাত পিটার ইঞ্জিন এখন এদেশেই তৈরী হয়। ইংলণ্ডের হকার সিডলে ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড-এর সহযোগিতায় ভারতে তার নাম ইনডেক পি-এইচ। অত্যন্ত নির্ভরশীল এই ইনডেক পি-এইচ পাম্পিং সেট শুধু যে তার সুনাম অটুট রেখেছে তাই নয়, এর বিক্রয়োত্তর দেখাশোনা বা সারভিস সম্বন্ধেও আমরা এবং আমাদের স্থানীয় ডীলার খুবই সচেতন ও যত্নবান।
● ইনডেক-পি-এইচ-১ ৬.২৫ বি.এইচ.পি. পাম্পিং সেট জল দেয় ১৪,০০০/১৬,০০০ গ্যালন ঘন্টায়।
● ইনডেক-পি-এইচ-১ ৭.৫ বি.এইচ.পি. পাম্পিং সেট জল দেয় ২২,০০০/৩০,০০০ গ্যালন ঘন্টায়।
● ইনডেক-পি-এইচ ইঞ্জিনে খরচ কম।
● ইনডেক-পি-এইচ ইঞ্জিন হাওয়ায় ঠাণ্ডা হয়, জলের ঝামেলা নেই।
● ইনডেক-পি-এইচ ইঞ্জিনকে জল পাম্প ছাড়াও ধানকাটা, ধান ভাঙা, জেনারেটর চালানো ইত্যাদি অনেক কাজে লাগানো যায়।
● ইনডেক পাম্পিং সেট … অনুমোদিত এবং এগ্রো-ইণ্ডাষ্ট্রিজ ও ব্যাঙ্ক থেকে সহজ কিস্তিতে পাওয়া যায়।

indec
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ডিজেল ইঞ্জিন কোম্পানী লিমিটেড।
৩, লিটল রাসেল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সংগঠিত ক্ষেত্রে এইটি একমাত্র ফ্যাক্টরী যেখানে স্থানীয় কৃষকদের জন্য স্থানীয় লোকদের হাতে ডিজেল ইঞ্জিন তৈরী করানো হয় এবং সেই সঙ্গে সবরকম বিক্রয়োত্তর সারভিসের ব্যবস্থা আছে।
ইনডেক সাইজ্র এবং সাইজ্র শিল্প গোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিষ্ঠান

বজ্রপেশী
ম্যান্সফিল্ড
দেবে অনেক বেশী
মাইলেজ

ম্যান্সফিল্ডের বেশী কার্য্যক্ষমতার গোপন কথা হোল—আমেরিকার আধুনিকতম প্রযুক্তি বিজ্ঞান আর সেই সঙ্গে প্রতিটি টায়ারের স্বতন্ত্র নিখুঁত নির্মাণ কৌশল। গুণমানের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় বলেই—ম্যান্সফিল্ড টায়ার সব দিক থেকেই এমন অপূর্ব, এমন নিখুঁত। ম্যান্সফিল্ড পেতে হয়ত, দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হবে, তবে একবার পেলে, দীর্ঘস্থায়ী এই টায়ার দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার সব খেদ পুষিয়ে দেবে! টায়ার পুণঃ পুণঃ বাঁকিয়ে পরীক্ষা করা: ম্যান্সফিল্ডের ফ্লেক্সিং মেশিনে ট্রেডের যৌগিক অংশ বাঁকিয়ে পরীক্ষা করা হয় ১০০০ বার নয় ৪,০০,০০০ বার! যে-সব অংশ ১০০ ভাগ কাটল রোধ করবে—সেগুলোই লাগানো হবে ম্যান্সফিল্ড টায়ারে। অতিরিক্ত গরম হয়না, রিট্রেড বেশী করা যায়: পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে চলার সময় ম্যান্সফিল্ড নিঃসন্দেহভাবে অন্যান্য টায়ারের চেয়ে অনেক বেশী ঠাণ্ডা থাকে। অভিজ্ঞতা থেকে এ-ও দেখা গেছে ম্যান্সফিল্ড বেশীবার রিট্রেড করা যায়।
লিনটাস — MSFT. 46-258 BG
ম্যান্সফিল্ড—বজ্রপেশী টায়ার
MRF তৈরী করেছেন: মাদ্রাজ রাবার ফ্যাক্টরী লিঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যান্সফিল্ড টায়ার ও রাবার কোম্পানীর সহযোগিতায়।

আনন্দ অমৃতরাজ আখতার আলীর কাছে হেরেছে

স্টাফ রিপোর্টার

বৃহস্পতিবার সাউথ ক্লাবে ক্যালকাটা হারড কোরট টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ-এর খেলায় প্রাক্তন ডেভিস কাপ খেলোয়াড় আখতার আলি উঠতি খেলোয়াড় আনন্দ অমৃতরাজকে ৬-৪, ৫-৭ ও ড্র-৪'এ পরাজিত করে। এই খেলাটিই শুধু তিন সেট পর্যন্ত চলে। অপর খেলাগুলিতে গৌরব মিশ্র, জয়াকুমার রয়াপ্পা, বিজয় অমৃতরাজ ও প্রেমজিৎ লাল স্ট্রেট সেটে বিজয়ী হয়।

শুক্রবার কয়েকটি আকর্ষণীয় খেলা অনুষ্ঠান সূচীতে রয়েছে।

শুক্রবারের খেলা—১টা ৪৫ মিঃ

গৌরব মিশ্র : বিজয় অমৃতরাজ (কোঃ ফাইনাল)।

২টা ৪৫ মিঃ—জয়দীপ মুখার্জি : নরেন্দ্র সিং (কোঃ ফাইনাল); প্রেমজিৎ লাল : জয়াকুমার রয়াপ্পা (কোঃ ফাইনাল)।

৩টা ৩০ মিঃ—জয়দীপ মুখারজি ও প্রেমজিৎলাল : এম কে নাইডু ও বিদ্যুৎ গোস্বামী। সুবীর মুখারজি ও জয়াকুমার রয়াপ্পা : আখতার আলি ও চিরদীপ মুখারজি। গৌরব মিশ্র ও নরেন্দ্র সিং : আর শিবান্দি ও এস ভট্টচার্য। আনন্দ অমৃতরাজ ও বিজয় অমৃতরাজ : এস বর্মা ও এস মুখারজি।

ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড
(রিফাইনারিজ ডিভিশন)
হলদিয়া রিফাইনারি প্রোজেক্ট

টেণ্ডার নোটিস

পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার হলদিয়াতে হলদিয়া রিফাইনারি প্রোজেক্টের জন্য নিম্নবর্ণিত কাজের নিমিত্ত সুদৃঢ় কারিগরী সামর্থ্য ও আর্থিক সংগতিসম্পন্ন অভিজ্ঞ, সুপ্রতিষ্ঠিত ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত ঠিকাদারদের নিকট হইতে জেনারেল ম্যানেজার, ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (রিফাইনারিজ ডিভিশন), হলদিয়া রিফাইনারি প্রোজেক্ট পক্ষে সীলকরা আইটেম রেট টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

কাজের নাম	টেণ্ডারের কাগজপত্রের মূল্য	বায়নার পরিমাণ	কার্য-সমাপ্তির মেয়াদ
১৫৮টি রেসিডেন্সিয়াল কোয়ার্টার্সে বিদ্যুৎ সরবরাহ দেওয়ার জন্য টাউনশীপের এক্সটারনাল ইলেকট্রিফিকেশন	১০, টাকা	১১০০, টাকা	২½ মাস

ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতাগণকে এই কাজটি অন্যনিরপেক্ষভাবে হ্যাণ্ডলিং করিতে সমর্থ হইতে হইবে। অফেরতযোগ্য ১০, টাকা (দশ টাকা মাত্র) দিলে ১-১১-৭১ তারিখ হইতে ৬-১১-৭১ তারিখ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিন অফিসের কার্যকালে নিম্নলিখিত অফিসগুলি হইতে টেণ্ডারের কাগজপত্র পাওয়া যাইবে; উক্ত টাকা নগদে বা মনিঅর্ডারে দিতে হইবে।

১। চীফ এঞ্জিনীয়ারের অফিস, হলদিয়া রিফাইনারি প্রোজেক্ট, ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিঃ (আর ডি), পোঃ অঃ হলদিয়া, জেলা মেদিনীপুর, পঃ বঃ

২। ম্যানেজার (এ আণ্ড টি), ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিঃ (আর ডি), ৯, সৈয়দ আমীর আলী অ্যাভেনিউ (৪র্থ তল), কলিকাতা-১৭

যে সমস্ত ঠিকাদার এই ধরনের কাজে যে তাঁহাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম আছে, তাহা প্রামাণিক কাগজপত্রদ্বারা প্রমাণ করিতে পারিবেন কেবল তাঁহাদিগকেই টেণ্ডারের কাগজপত্র ইস্যু করা হইবে।

উপরোক্ত বায়নার টাকা টেণ্ডারের সংগে নগদে অথবা ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিঃ, রিফাইনারিজ ডিভিসন, হলদিয়া রিফাইনারি প্রোজেক্ট, পোঃ অঃ হলদিয়া, জেলা মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-এর অনুকূলে কাটা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে জমা দিতে হইবে।

টেণ্ডার হলদিয়ার চীফ এঞ্জিনিয়ারের অফিসে ১০-১১-৭১ তারিখ বেলা ১টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং ঐদিন বেলা ২টায় উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদের সম্মুখে খোলা হইবে।

ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন টেণ্ডারদাতার মধ্যে কাজ বন্টন করিয়া দেওয়ার অধিকার ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিঃ (আর ডি), হলদিয়া রিফাইনারি প্রোজেক্টের সংরক্ষিত এবং ঐরূপ সিদ্ধান্তে টেণ্ডারদাতাগণ বাধ্য থাকিবেন। কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া যে কোন বা সমস্ত টেণ্ডার অগ্রাহ্য করিবার অধিকারও কর্পোরেশনের সংরক্ষিত।

চীফ এঞ্জিনিয়ার

শেয়ার বাজারে মাঝারি লেনদেন

২৮ অক্টোবর—আজ কলকাতা শেয়ার বাজারে উল্লেখযোগ্য হেরফের হয়নি। লেনদেন মাঝারি ধরনের হয়েছে।

বাজার খোলার ও বন্ধের দর নিচে দেওয়া গেল :—

ক্লিয়ারিং তালিকাভুক্ত

হাতে ডেলিভারি : বিড়লা জুট ২২।৪০ ২২।৩৫; গোস্টাকিন উইলিয়াম ৩২।৬৫ ৩২।৭৫; হিন্দ মোটর ৮।৬৫ ৮।৭০; হাওড়া জুট ৭।৪০; ইন্ডিয়ান অয়রন ৯।২৫ ৯।২৫; ইন্ডিয়ান কপার ৩।৬৫ ৩।৬০; জয়শ্রী উদয়ন ৮।৬৫ ৮।৭৫; জে কে কটন ৭।৫০ ৭।৪০; জয়শ্রী টি ইনড ১৪।৬২ ১৪।৬৯; কেশোরাম ইনড ১৪ ১৪।০৫; ওরিয়েন্ট পেপার ৩২।৭৫ ৩২।৬০; ওড়িশা সিমেন্ট ১৬।৯৫ ১৭।০৫; রোটাস ইনড ৫ ৫।০৫; টেকস মোস ৯।৯৫ ৯।৯০।

ক্লিয়ারিং তালিকা বহির্ভূত

সরকারী ঋণ-পত্র : ৫½% (১৯৯৫) ৯৯।৪০ ৯৯।৫০; ৫½% (২০০০) ৯৭।৭০ ৯৭।৮৫।

শ্রীসাদিক আলি ৬ নবেম্বর ময়দানে বক্তৃতা করবেন

স্টাফ রিপোর্টার

আদি কংগ্রেস কর্ম সমিতির এক সভায় বুধবার বিভিন্ন জেলায় সংগঠনের কাজের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। কংগ্রেস (আদি) সভাপতি—শ্রীসাদিক আলি ৬ নবেম্বর শহীদ মিনার ময়দানে বক্তৃতা দেবেন। ওই সমাবেশকে সফল করার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী নেওয়া হয়।

এ ছাড়া সি পি এমের জাতীয়তা বিরোধী কার্যকলাপে উদ্বেগ প্রকাশ করে একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়। সভাপতিত্ব করেন ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র।

ইউনিটের দর

বোম্বাই, ২৮ অক্টোবর— আগামী-কাল ইউনিট্রের বিক্রয় ও পুনঃক্রয়মূল্য যথাক্রমে ১০ টাকা ৭০ পয়সা এবং ১০ টাকা ৩০ পয়সা বহাল থাকবে।

—পি টি আই

আইন-আদালত

সি এ বি কর্মচারী হত্যা, একজন হাজতে আটক

ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের কর্মচারী মেঘনাথ নায়ক ওরফে মেঘার হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত ব্যাপারে বুধবার রাত্রে জগদ্দলে শঙ্করলাল সরকারকে গ্রেফতার করা হয়। গত ২৩ সেপ্টেম্বর বিকেলে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। বৃহস্পতিবার কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী এইচ এন সেনের আদালতে আসামীকে হাজির করা হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেট আসামীকে ১০ নবেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হাজতে আটক রাখার আদেশ দিয়েছেন।

অভিযোগ এই যে, হত্যাকাণ্ডের আগেরদিন রাত্রে সি এ বি অফিস চত্বরে মেঘার সঙ্গে আসামীর সংঘর্ষ হয়। আসামী প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে মেঘাকে হত্যার জন্য কয়েকজন লোক লাগায়।

ট্যাকসি নিয়ে পালানর অভিযোগে ২০ মাস জেল

ট্যাকসি থামিয়ে যাত্রীদের টাকা-পয়সা লুঠ এবং ছোরা দেখিয়ে ড্রাইভারদের নামিয়ে গাড়ি নিয়ে পালাবার দুটি ঘটনায় একই আসামী শেখ আনওয়ারের ২০ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী আর গোস্বামী এই শাস্তি দেন। গত বছর জুন মাসে ঘটনা দুটি ঘটে।

অশ্লীলতার অভিযোগে মাসিক পত্রের সম্পাদকের বিরুদ্ধে পরওয়ানা

ভারতীয় চলচ্চিত্র সংস্কার সমিতির সদস্য শ্রীনন্দ কিশোরের অভিযোগক্রমে সুবারবন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী এস এন সোম অশ্লীলতার দায়ে বাংলা মাসিক পত্র 'পঞ্চশরের' সম্পাদক, মুদ্রক ও প্রকাশক অমিতাভ সেন এবং আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করেছেন।

পরবর্তী শুনানী ১৫ নবেম্বর।

জানুয়ারিতে ১৩৫টি নতুন স্টেট বাস চালু হবে

স্টাফ রিপোর্টার

জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় ১৩৫ খানি নতুন সরকারী বাস চালু হবে। এব্যাপারে রাজ্যসরকার সেড়-কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন।

বুধবার মহাকরণে রাজ্য পরিবহণ দফতরের একজন মুখপাত্র ওই তথ্য জানিয়ে বলেন, ওই ১৩৫ খানি বাসই একতলা। প্রতিটি বাসের আনুমানিক মূল্য একলক্ষ টাকা। কলকাতার প্রতিটি রুটেই ওই বাস ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

বাণিজ্য বিদ্যায় কৃতিত্ব : একটি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট সংস্থায় অডিট ক্লার্ক হিসাবে প্রশিক্ষণরত শ্রীঅশোককুমার চক্রবর্তী গত মে মাসে অনুষ্ঠিত সি-এ ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ২৯তম স্থান অধিকার করেছেন। ১৯৭০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-কম (অন্যরস) পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন।

বাংলা সাহিত্যে কৃতিত্ব : হাবড়া শ্রীচৈতন্য কলেজের অধ্যাপক সরোজমোহন মিত্র সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করে ডি-লিট ডিগ্রি পেয়েছেন।

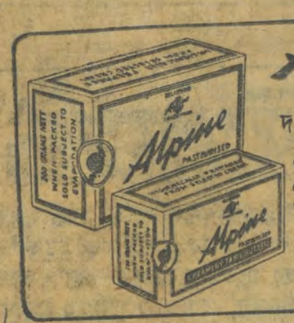

Alpine কিনুন
দামে আর গুণে অপ্রতিদ্বন্দ্বী
খাঁটি মাখন...
৫০, ১০০, ২০০ ও ৪০০ গ্রাম—এছাড়া খাঁটি দুধ, ক্রীম এবং ঘি পাওয়া যায়।
এ্যালপাইন্ ডেয়ারী
ন্যাশানাল টোবাকো বিল্ডিং
১ এবং ২, গুল্ড, কোর্ট হাউস কর্নার
কলিকাতা-১। ফোন ২২-৪৮৩১

পটাশ
৪ ভাবে গমের ফলন বাড়িয়ে বাড়তি লাভ দেয়

প্রথমে আপনি যদি ঠিক ভাবে নাইট্রোজেনের সঙ্গে পটাশ চাপান সার হিসাবে ব্যবহার করেন। যেমন পটাশ দেবেন তিন দফায়—
প্রথম বারে জমি তৈরীর সময়, দ্বিতীয় দফায় শীষ বেরোনর সময় এবং শেষবারে থোড় আসার মুখে। তা'হলেই পাবেন ঢের বেশী ফলন আর পুষ্ট দানা। কারণ :—
পটাশ—প্রোটীন, শর্করা এবং অন্যান্য জৈব পদার্থ গঠন করে যার ফলে ফলন বেশী হয় এবং খাসাগুণও বেড়ে যায়।
পটাশ—অধিক নাইট্রোজেন জনিত কুফল দূর করে এবং নাইট্রোজেনকে পুরোপুরি ফলন বাড়াবার কাজে লাগায়।
পটাশ—খরার বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করে।
পটাশ—কোষগুলিকে সুদৃঢ় করে যার ফলে ফসল সহজে পড়ে যায় না আর রোগ ও পোকার আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। তাই এখন থেকে গম চাষে লাভবান হতে হলে পটাশকে কাজে লাগান।

মনে রাখবেন গম চাষে সার ব্যবহারের সঠিক উপায় হলো বীজ বোনার আগে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ এবং চাপান সারের সময় নাইট্রোজেন ও পটাশ।

IPSA POTASH
ইণ্ডিয়ান পটাশ লিঃ
৪ নং ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

IPCM-7/71 BEN

"আমি একটা নতুন বাড়ি করছি। কি টিউব লাগানো যায় বলতে পারেন ?"

"আলবৎ! যে টিউবে আছে আই·টি·সি ছাপ, সেই টিউব দিতে বলবেন। ব্যস, তাহলেই জানবেন তার চাদর ঠিক মাপমতন পুরু এবং ওজনেও সঠিক। ফলে, এ টিউব ঢের বেশিদিন টেঁকে।"

কাঁচামাল থেকে শুরু ক'রে পুরোপুরি তৈরি হওয়া পর্যন্ত ইণ্ডিয়ান টিউব তার টিউবের ওপমান আগাগোড়া কড়া ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ব'লেই এ জিনিস সম্ভব হয়। টিউবে আই·টি·সি ছাপ দেখে আপনি সুনিশ্চিত হতে পারবেন যে, তার চাদর ঠিক মাপমতন পুরু এবং ওজনেও সঠিক। এ জন্যই বিচক্ষণ বাড়ির মালিক, ক্ষেতখামারের মালিক এবং অন্যান্য ক্রেতার কাছে আই·টি·সি টিউবের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

তাছাড়া, উৎকর্ষের তৃতীয় পক্ষীয় নির্ভরপত্র হিসেবে আই·এস : ১২৩৯ (পার্ট ১)—১৯৬৮ অনুযায়ী আই·টি·সি টিউব ভারতীয় মানক সংস্থার প্রমাণপত্রের অধিকারী।
সুতরাং আই·টি·সি টিউব ব্যবহার করলে আপনি সবসময় আপনার টাকা ষোল আনা উশুল করতে পারবেন।

কিনতে হলে আই·টি·সি টিউব—তৈরির গুণে টেঁকসই

INDIAN TUBE

ইণ্ডিয়ান টিউব কোম্পানি লিমিটেড টাটা-স্টুয়ার্টস অ্যাণ্ড লয়েডস্-এর যৌথ প্রচেষ্টা কলিকাতা বোম্বাই দিল্লী মাদ্রাজ আমেদাবাদ কানপুর

PHL.2963

নতুন আলোর নতুন শেড্

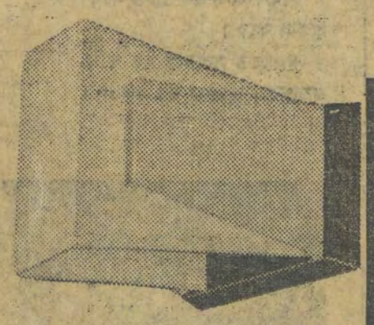

হেলো
ধাতুর সাইড প্যানেলসহ সুন্দর অ্যাক্রিলিক ওয়াল শেড

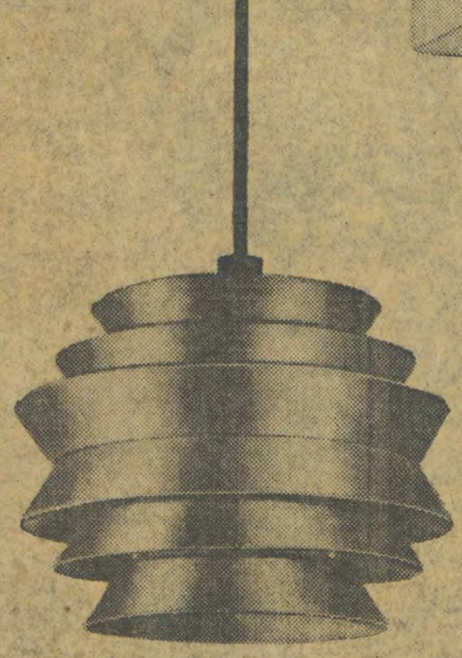

ফায়ারবার্ড
ধাতুর দু'রঙা শেকলে ঝোলানো শেড, নমনীয় তার আর হোল্ডারসমেত। আপনার থাকার ঘর আর খাওয়ার ঘরের জন্যে আদর্শ।

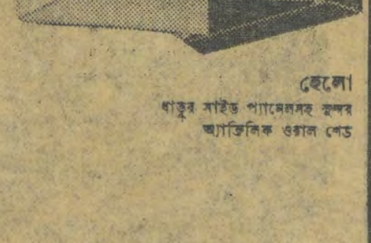

আইস কিউব
যে-কোন পরিবেশে মানানসই ধাতুর তৈরী আকর্ষক দু'রঙা ওয়াল শেড।

ফিলিপ্স নতুন নতুন ল্যাম্প আর আলোকের জগতে চিরকার সবার আগুয়ান। ফিলিপ্স এবার আপনার জন্যে উদ্ভাবন করেছে অভিনব নিখুঁত সব শেড্, ছাদ, দেওয়াল, টেবিল আর খাটপালঙের শেডগুলো পাচ্ছেন বিচিত্র বর্ণে, অভূতপূর্ব আকারে ও নানান ধরনে।

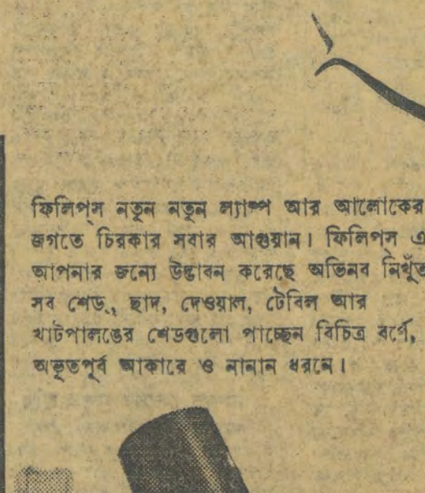

স্কাইলার্ক
ভেতরে বসানো টগল সুইচযুক্ত মাথার ওপর সুবিধাজনক বেড ল্যাম্প।

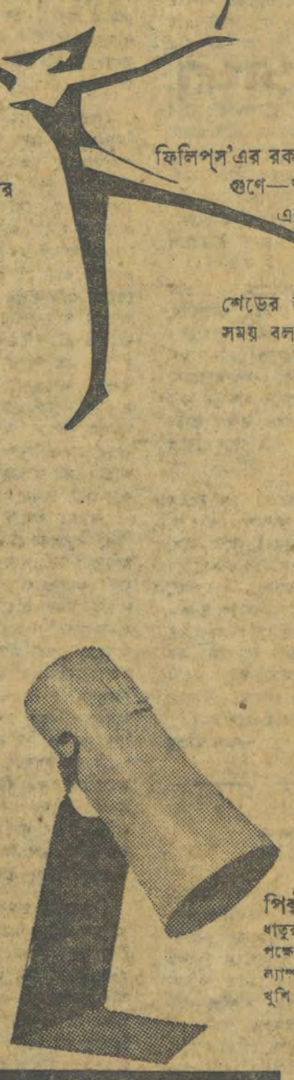

পিক্সী
ধাতুর তৈরী, কম ওয়াটের বাল্বের পক্ষে উপযুক্ত সুবিধাজনক টেবিল ল্যাম্প। এর শেডটি যে দিকে খুশি ঘোরানো যায়।

ফিলিপ্স'এর রকমারি ল্যাম্প শেডগুলো যেমন রূপে তেমনি গুণে—অপূর্ব সমাবেশ সৌন্দর্য ও উপযোগিতার। এগুলো ব্যবহার করলে যেমন আলো চান, যতটুকু চান, যেখানে চান, তাই পাবেন। সেরা আলো আর শেডের জন্যে ফিলিপ্স'এর স্থানীয় বিক্রেতাকে সব সময় বলবেন—আপনি চান ফিলিপ্স'এর জিনিস।

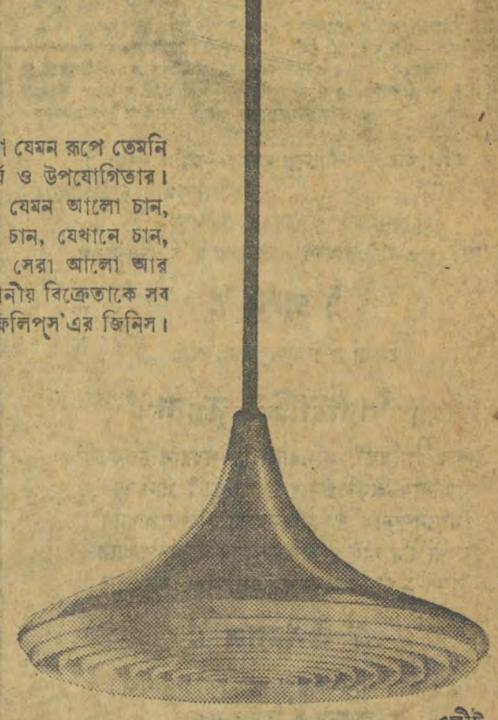

এলীট্
মসৃণ ধাতুর তৈরী ঝোলানো শেড—সেই সঙ্গে অ্যাক্রিলিক ডিফিউজার। আপনার থাকার আর খাওয়ার ঘরের জন্যে আদর্শ।

গৃহালোক হোক শোভাময় আলোর আভায়

ফিলিপ্স

PHILIPS

ফিলিপ্স ইণ্ডিয়া লিমিটেড

বেনারসী ও সিল্কের জন্য
বেনারসী কুঠী
গড়িয়াহাট জং·কলি·ফোন: ৪৬-৭৪৭৭

এ-সপ্তাহের ছবি

এ-সপ্তাহের নতুন দেশী ছবি তিনখানি। একটি বাংলা ('আটাত্তর দিন পরে') বাকি দুটি হিন্দী চিত্র ('পতঙ্গা', 'অ্যাসা ভি হোতা হ্যায়')।

এম এল প্রোডাকশনসের 'আটাত্তর দিন পরে' আজ শুক্রবার, নিউ এমপায়ার, শ্রী, নবীনা ইত্যাদি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। শ্রীসমরেশ বসুর গল্প অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন শ্রীঅজিত লাহিড়ী। প্রধান দুই চরিত্রে রূপ দিয়েছেন সমিত ভঞ্জ ও জয়া ভাদুড়ি। শ্রীকালীপদ সেন ছবিটির সুরকার।

ইস্টম্যানকালারে তোলা 'পতঙ্গা' দেখানো হবে জ্যোতি, প্রভাত, খান্না, রূপালী প্রভৃতি চিত্রগৃহে। পণ্ডিত মুখরাম শর্মার গল্প অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন শ্রীকেদার কাপুর। প্রধান কয়েকটি চরিত্রের শিল্পী: শশী কাপুর, ডিম্‌ অজিত, লক্ষ্মীছায়া, জেব রহমান, রাজেন্দ্রনাথ। শঙ্কর-জয়কিষণ ছবিটির সংগীত পরিচালক।

রেনবো ফিল্মসের 'অ্যাসা ভি হোতা হ্যায়' হিন্দ, কৃষ্ণ, ছায়া ইত্যাদি প্রেক্ষাগৃহে আজ শুক্রবার, মুক্তি পাচ্ছে। একটি আবেগধর্মী কাহিনী এই রঙিন চিত্রটিতে রূপায়িত। পরিচালনা করেছেন শ্রীকামরান। সুরকার: ও পি নায়ার।

নটীর পূজা

আগামী ২ নবেম্বর রবীন্দ্রসদনে সুরঙ্গমা রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা' নাটক অভিনয় করবেন। পরিচালনা করবেন শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার।

মিডিয়ম ওয়েভ, ১৯০ মিটারে শুনুন—
ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা অনুষ্ঠান
প্রতিদিন রাত ৯-৩০ মিঃ থেকে ১০-৩০ মিঃ পর্যন্ত

শর্টওয়েভ মীটার ব্যান্ড	কিলোসাইকলস্‌
১৯, ২৫ ও ৩১	১৫৩১৫, ১১৭৩০
মিডিয়ম-ওয়েভ	১১৮৭৫ ও ৯৬৪০
১৯০ মীটার	১৫৮০

দেশ

৩৮ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৫১ ॥ ১৩ কার্তিক ১৩৭৮ ॥ ৩০ অক্টোবর ১৯৭১

প্রবন্ধ ও রম্যরচনা

পঞ্চতন্ত্র ॥ সৈয়দ মুজতবা আলী

যে লড়াই বাঁচার লড়াই ॥ তরুণ দত্ত

'বাঁচার লড়াই' শব্দ দুটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কল্যাণে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বহুশ্রুত এবং বহুব্যবহৃত। কিন্তু 'বাঁচার লড়াই' বলতে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যথার্থ কি বোঝায় সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা সম্ভবত খুব কম লোকেরই আছে। এ সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত আলোচনা এই রচনাটি—যার প্রথমাংশ বর্তমান সংখ্যায় এবং শেষাংশ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার : পাবলো নেরুদা ॥ অসমঞ্জ রায়

এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন চিলির বিশ্ববিখ্যাত কবি পাবলো নেরুদা—এই মুহূর্তে যিনি সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকার কাব্যজগৎ অধিকার করে আছেন। তাঁর এই বিশ্বসম্মানে সম্মানিত হওয়া উপলক্ষে, কবি শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত কৃত তাঁর দুটি কবিতার বাংলা অনুবাদ সহ এই প্রবন্ধে তাঁর কাব্যকৃতির একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা বিধৃত।

আমার অলিখিত উপন্যাসের নায়ক—আমি স্বয়ং ॥ শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায়

চা-চরিত ॥ শ্রীকুমার চক্রবর্তী

'ছো' : একটি গ্রামীণ নৃত্যকলা ॥ সুধীর করণ

গল্প

মেলা ॥ বিজনকুমার ঘোষ

ধারাবাহিক রচনা

ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা ॥ শিবরাম চক্রবর্তী

মানুষ অতুলপ্রসাদ ॥ পাহাড়ী সান্যাল

গগনেন্দ্রনাথ ॥ মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

দেখা হয় নাই ॥ অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পদ্মা-মেঘনা-যমুনা ॥ এম. আর. আখতার

উপন্যাস

এই তার পুরস্কার ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

অসময় ॥ বিমল কর

কবিতা

সাম্প্রতিক দুধের বাছাকে ॥ পিনাকেশ সরকার

মন্ত্র উচ্চারিত হলে ॥ ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ

ঝড় থামার পর ॥ মনোজ ঘোষ

নিয়মিত বিভাগ

সম্পাদকীয় ॥ ব্যঙ্গচিত্র ॥ রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য ॥ দৃশ্যপট ॥ বৈদেশিকী ॥ ভারতের অর্থনীতি ॥ বিশ্ববিজ্ঞান ॥ ঘরে বাইরে ॥ চিত্র প্রদর্শনী ॥ আলোচনা ॥ সাহিত্য সংবাদ ॥ পুস্তক পরিচয় ॥ অতীত দিনের স্মৃতিকথা ॥ খেলার মাঠে ॥ রঙ্গজগৎ ॥ অরণ্যদেব ॥ সাপ্তাহিক সংবাদ ॥

দাম মাত্র ৬০ পয়সা

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট ॥ কলকাতা ১

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

আমীর খাঁর সংবর্ধনা : চিত্তগ্রাহী আসর

ফিলিপস ইনডিয়া কোমপানির পক্ষ থেকে গত ২৩ অকটোবর সন্ধ্যায় পদ্মভূষণ ওস্তাদ আমীর খাঁ-কে হিন্দী হাই স্কুল প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জানানো হয়। সংস্থার ম্যানেজার শ্রী এন রায় খাঁ-সাহেবকে বিশিষ্ট রাষ্ট্রীয় সম্মানের জন্য অভিনন্দিত করেন। শ্রী এস ডাশ কোমপানির তরফ থেকে তাঁকে ফিলিপসের আন্তর্জাতিক মানের রেকরড-প্লেয়ার (স্টিরিও সিসটেম) উপহার দেন।

এই সংবর্ধনা উপলক্ষে সেদিন একটি সুন্দর সংগীত-আসরের আয়োজন করা হয়েছিল। আসরের প্রথমে ছিল শ্রীমতী মায়া চট্টোপাধ্যায়ের কত্থক নৃত্য। অল্প পরিসরে শ্রীমতী মায়া কত্থক নাচের নানা অঙ্গ দেখালেন, ছন্দের কাজ এবং ভাও দুই-ই সুন্দর আদায় হল। তিনি একটি নতুন জিনিসও আমাদের উপহার দেন।

ভাবপ্রকাশের মাধ্যমে হিসাবে একটি বিখ্যাত ভজন তিনি বেছে নিয়েছিলেন—"মাইরী মন্ত্রার নেহি মাখ্খন খায়ো"। ওই গানটি শিল্পী নিজেই গাইলেন: সুন্দর, সুরেলা গলায়; গানের বিশেষ বিশেষ জায়গায় তাঁর নূপুর কথা বলছিল, শরীরের লীলায়িত ভঙ্গিমায় গানের ভাব হচ্ছিল চিহ্নিত। নাচের এই অংশটি খুবই মনোগ্রাহী হয়েছে। কত্থকের আসরে এই ধরনের অভিজ্ঞতা আগে কি আমাদের হয়েছে?

ওস্তাদ আমীর খাঁ প্রিয়াকল্যাণ রাগে খেয়াল দিয়ে তাঁর অনুষ্ঠান শুরু করেন। ধীর, শান্ত মেজাজে। গম্ভীর ভাবের এই রাগের পর তিনি একে একে শোনালেন মারোয়া, বাগেশ্রী-কানাড়া, সাহানা, যোগ। আসলে তিনি আমাদের একটি রাগমালাই উপহার দিলেন।

বাগেশ্রী-কানাড়ায় বাহারের ছোঁয়াও যেন পাওয়া গেল। বাগেশ্রী-কানাড়ার অংশটি অনবদ্য। খাঁ-সাহেব গেয়েছেন চমৎকার। বিশেষ করে লক্ষণীয় সরগম-এর বৈচিত্র্য। তাঁর সঙ্গে তবলায় ছিলেন শ্রীগোবিন্দ বসু, সারেঙ্গিতে মুনির খাঁ। অনুষ্ঠানের মাঝামাঝি হারমোনিয়ামে বসেন শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। খাঁ-সাহেবের গানের সঙ্গে শ্রীঘোষের হারমোনিয়াম যেন মণিকাঞ্চন যোগ। সেটুকু অনুভব করতে শ্রোতাদের দেরি হয়নি। —সংগীতপ্রিয়

ইমরাত খাঁ ফিরেছেন

ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকায় সুদীর্ঘ সফরান্তে ওস্তাদ ইমরাত খাঁ সম্প্রতি কলকাতায় ফিরেছেন। তাঁর সঙ্গে সাংবাদিক ও সংগীতরসিকদের সাক্ষাৎ হল গত রবিবার সন্ধ্যায়, সৌরভ সংগীত-বিদ্যালয়ে (দক্ষিণ কলকাতার ল্যানসডাউন রোডে)। দেখা গেল, খাঁ-সাহেবের মুখে প্রসন্নতার আভায় দীপ্ত: কিছু বলবার জন্য তিনি তৈরি।

বললেনও। যে-অভিজ্ঞতা তিনি সফরে সঞ্চয় করেছেন সেই সব কথা। তাঁর অন্যতম প্রধান বক্তব্য, পাশ্চাত্ত্য দেশের শ্রোতারা এখন ভারতের শাস্ত্রীয় সংগীতের রীতিমত সমঝদার হয়ে উঠেছেন। এখন তাঁরা রাগ-রাগিণীর গভীরে গিয়ে আনন্দ পাচ্ছেন, লক্ষ্য করছেন গান-বাজনার স্টাইলের তারতম্যও। পণ্ডিত রবিশঙ্কর, আলি আকবর খাঁ এবং বিলায়েত খাঁর প্রয়াস আজ এক সার্থক চেহারা নিয়েছে। শ্রোতারা চমক পাবার সুখে নয়, সংগীত-রসেরই আকর্ষণে ভারতীয় গান-বাজনার আসরে আসছেন। নজাকত-সালামতের খেয়াল ইউরোপে সমাদর লাভ করেছে এই কারণেই।

খাঁ-সাহেব জানালেন, তিনি সম্পূর্ণত শাস্ত্রীয় রীতি অনুসারে, ধ্রুপদী চালে সর্বত্র সেতার বাজিয়েছেন। পাশ্চাত্ত্য দেশের ছাত্রদেরও শিখিয়েছেন সেই ভাবে। ইমরাত খাঁ স্থির করেছেন, ছয় মাসের বেশী বিদেশে থাকবেন না। এই কারণেই তিনি এবার একটি লাভজনক চুক্তি গ্রহণ না করে দেশে ফিরে এসেছেন।

কথার পর সেতার। খাঁ-সাহেব বাজালেন ইমন। আলাপ শাস্ত্রীয়, ধ্রুপদী তো নিশ্চয়ই—সেই সঙ্গে রসে, লাবণ্যে ভরা। অপূর্ব মীড়ের কাজগুলি। তেমনই সুন্দর ছন্দের কারুকার্য, দাপটদার ঝালা। গতের অংশে তবলাসঙ্গত করেন কেরামত খাঁ। লয়কারির মজা শ্রোতারা উপভোগ করেছেন। সব মিলিয়ে অতিশয় মনোগ্রাহী একটি আসর—আমরা জেনে গেলাম, ইমরাত খাঁ আমাদের কাছে ফিরে এসেছেন। —সংগীতপ্রিয়

অতুলপ্রসাদের গানের অনুষ্ঠান

অতুলপ্রসাদ শতবার্ষিক জয়ন্তী কমিটির শেষ অনুষ্ঠান অতুলগীতোৎসব আগামী ৬ নবেম্বর সন্ধ্যায়। রবীন্দ্রসদনে। সেদিনের অনুষ্ঠানে একক সংগীত পরিবেশন করবেন: কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিখা বসু, সুশীল চট্টোপাধ্যায়, মানসী দাশগুপ্ত, অলকা দে, বনানী ঘোষ, মঞ্জু গুপ্ত, গীতা মাইতি, সুচিত্রা মিত্র, উৎপলা রায়, দিলীপকুমার রায়, হিমাংশু রায়চৌধুরী, অর্ঘ্য সেন, পাহাড়ী সান্যাল, মায়া সেন, সন্তোষ সেনগুপ্ত ও সর্বাণী সেন। এ-ছাড়া শ্রীসোমেন্দ্রনাথ গুপ্তের পরিচালনায় সম্মেলক সংগীত পরিবেশন করবেন: সোহিনী বসু, প্রবাল দাশগুপ্ত, কৃষ্ণা সরকার এবং আরও অনেক কণ্ঠশিল্পী। তবলায় থাকবেন রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরেন মান্না।

"আটাত্তর দিন পরে" ছবির একটি মুহূর্তে সমিত ভঞ্জ, জয়া ভাদুড়ি

আবৃত্তি ও সংগীত

বিচিত্রানুষ্ঠানে কিংবা রবীন্দ্রসংগীতের আসরে আজকাল মাঝে মাঝে কবিতা আবৃত্তির ব্যবস্থা থাকতে দেখি। রবীন্দ্র-কাব্যের আবৃত্তি যার অন্যতম মুখ্য উপজীব্য এমন একটি পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান (শ্রোতারা যেখানে টিকিট কিনে যাবেন) কিন্তু এই সেদিন পর্যন্ত আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল। নতুন অভিজ্ঞতাটি হল সুরমল্লারের ১৯ অকটোবরের আসরে—রবীন্দ্র-সদনে। উদ্যোক্তাদের রুচি ও সাহসের তারিফ করতে হয়।

অনুষ্ঠানের অন্যতম উপচার বলেছি আবৃত্তি; দ্বিতীয়টি গান—রবীন্দ্রসংগীত। প্রধান আবৃত্তিকার ছিলেন শ্রীপ্রদীপ ঘোষ। রবীন্দ্রনাথের পনেরটি কবিতা আবৃত্তির পর যখন কর্ণরূপে তিনি 'পুণ্য জাহ্নবীর তীরে সন্ধ্যাসবিতার বন্দনায়......রত' তখন কুন্তীর কাব্য-সংলাপ ধ্বনিত শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে। 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' দ্বৈত-আবৃত্তি অনুষ্ঠান। পরে রবীন্দ্রসংগীতের একক-অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন শ্রীস্বপন গুপ্ত।

শ্রীপ্রদীপ ঘোষের আবৃত্তিসূচীতে বৈচিত্র্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-পরিক্রমার কিছু আভাসও এখানে পাই। আরম্ভে শুনলাম: 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে/মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই' (কড়ি ও কোমল); শেষে ললিতে-কঠোরে বিপরীত পৃথিবীর প্রতি কবির প্রণাম-উচ্চারণ যেখানে তিনি বলছেন 'হে উদাসীন পৃথিবী,/আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে/তোমার নির্মম পদপ্রান্তে/আজ রেখে যাই আমার প্রণতি' (পত্রপুট)। মধ্যে শোনা গেল: 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', 'মরণ', '১৪০০ সাল', 'দেবতার গ্রাস,' 'স্বপ্ন', 'বীরপুরুষ', 'রঙ্গ', 'হঠাৎ-দেখা' ইত্যাদি। 'দেবতার গ্রাস' শুনতে শুনতে অনেকের চোখে জল এসেছে, এটা নিজেকে দিয়ে অনুমান করতে পারি। 'প্রহাসিনী'র 'রঙ্গ' কবিতার সরস বাণী আর ললিত ছন্দে প্রেক্ষাগৃহে যে সাড়া জেগেছিল সেটা অনুমানের বিষয় নয়, প্রত্যক্ষ।

শ্রীপ্রদীপ ঘোষ

এতগুলি নানা ধরনের কবিতা এক আসরে আবৃত্তি করে যাওয়া কম কৃতিত্ব নয়। তাছাড়া শ্রীঘোষের কণ্ঠক্ষেপ সুন্দর, বাচনভঙ্গীও সাধারণভাবে স্পষ্ট। তাঁর প্রয়াস প্রশংসার যোগ্য। তবে উচ্চারণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যাপারে তিনি আরও সতর্ক এবং সচেতন হতে পারতেন। আর একটি কথা 'হঠাৎ-দেখা' (শ্যামলী) কবিতা সার কথা যে-দুটি কলিতে ('রাতের সব তারাই আছে/দিনের আলোর গভীরে'), সেই অংশ শ্রীঘোষ অত দ্রুত ভঙ্গীতে না বললে আরও মর্মগ্রাহী হত।

শ্রীস্বপন গুপ্ত গাইলেন ষোলটি রবীন্দ্র-সংগীত। দরাজ গলায়: দরদ দিয়ে। গাইবার ভঙ্গীতে দেবব্রত বিশ্বাসের গায়কীর প্রভাব স্পষ্ট: তাঁর নির্বাচিত গানগুলিরও বেশির ভাগ

শ্রীস্বপন গুপ্ত

ইতিপূর্বে শ্রীবিশ্বাসের কণ্ঠে আমরা শুনেছি। সে যাই হোক, সেগুলি শ্রীগুপ্তর গলায় নতুন করে আবার ভাল লাগল। বিশেষ করে পূজা আর ঈশ্বর-প্রেমের কয়েকটি অবিস্মরণীয় গান: 'কে দিল আবার আঘাত', 'দ্বারে কেন দিলে নাড়া', 'তোমায় গান শোনাবো' 'বড় বেদনার মত বেজেছো তুমি হে' 'যখন এসেছিলে অন্ধকারে।' আর "আমার যেদিন গেছে ভেসে চোখের জলে" গানটি? ওই গান যেন সেই মুহূর্তে শ্রোতাদেরও ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। শ্রীগুপ্ত, বলা বাহুল্য, গানগুলি গেয়েছিলেন তাঁর স্মৃতি থেকে। শোনা গেল, রবীন্দ্রনাথের প্রায় ৬০০টি গান তাঁর মুখস্থ। এ-ব্যাপারে তিনি নিঃসন্দেহে একক দৃষ্টান্ত—বিশেষত আজ যখন দেখি দুটি কিংবা তিনটি রবীন্দ্র-সংগীত গাইতে হলে খ্যাতনামা গায়ক-গায়িকাকেও গীত-বিতানের পৃষ্ঠা খুলে বসতে হয়। —সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি

হে বন্ধু বিদায়

দেখতে ভাল লাগে, দেখার পর ইচ্ছা হয় ওই সুখ-অভিজ্ঞতার মধ্যে মনে মনে ফিরে যেতে—নটনীড়ের 'হে বন্ধু বিদায়' এমনই একটি নাটক। সুন্দর কমেডি। দক্ষিণ কলকাতার মুক্ত অঙ্গনে গত মঙ্গলবার নাটকটির সপ্তম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

'হে বন্ধু বিদায়'-এর (রচনা ও নির্দেশনা: বিনয় চক্রবর্তী) বিষয় বা গল্পাংশে নূতনত্ব নেই, এর চমৎকারিত্ব নাট্যগঠন ও বিন্যাসভঙ্গীতে—মঞ্চ-উপস্থাপনার সৌকর্যেও। এক যুবক আর এক যুবতীকে ঘটনাচক্রে একটি রাত্রি কোনও বাড়ির একটি ঘরে কাটাতে হচ্ছে। ওরা পরস্পরের অপরিচিত। যেখানে ওরা আশ্রয় নিয়েছে সেই বাড়ির ভাড়াটে বাসিন্দারাও ওদের অচেনা। নাটকটি এই রাত্রির কাহিনী, যার নায়ক-নায়িকা উক্ত যুবক, যুবতী। শুরুতে উভয়েরই অস্বচ্ছন্দ: অস্বস্তি কিছু-বা সংশয়ের চিহ্ন মেয়েটির আচরণে। সকালের আলো যখন ফুটছে, তখন ওদের মনেও স্নিগ্ধ এক আলোকের আভা। সেই আভায় পরস্পরকে আপন করে চিনে নেওয়া যায়।

আগেই বলেছি, কমেডি। কিছু কিছু সিচুয়েশন চেনা ছকের, যা আবার খানিকটা কষ্ট করে তৈরি করাও বলা যায়। কখনও বা ভাবাবেগের আশ্রয়ও নাটকে নেওয়া হয়েছে। এই সবের সূত্রে যুবক-যুবতীর অপরিচয়ের দূরত্ব ক্রমশ অপসৃত হওয়া আর ওদের মধ্যে ধীরে ধীরে অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠার ব্যাপারটা কিন্তু খুবই উপভোগ্য। ঘটনা এমনিতে খুব বেশী নয়। কিন্তু তারই মধ্যে নাট্যক্রিয়া কখনও স্তিমিত হয়নি। নাটকটির প্রধান রস-উপকরণ সংলাপ। সংলাপে আছে কৌতুকের ব্যঞ্জনা, বুদ্ধির দীপ্তি, হৃদয়ের কোমল স্পর্শও কখনও-বা। দুটি চরিত্রের মানসিকতা এবং একটি অনুভূতির জন্ম আর তার স্বীকৃতি সংলাপে সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে।

মেয়েটির ভূমিকায় শিপ্রা চক্রবর্তীর অভিনয় এক কথায় অসাধারণ বলতেই ইচ্ছে হয়। যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, তেমনই সংবেদনময়। যেন মনেই হয় না, তিনি অভিনয় করছেন—এমনই স্বাভাবিক তাঁর ভাবভঙ্গী ও আচরণ। অথচ তাঁর মনের ভিতরে কী চিন্তা চলছে, তা-ও তিনি আমাদের কৌশলে পড়ে নিতে দিয়েছেন। দেবব্রত চক্রবর্তীর নায়ক আগাগোড়া স্বচ্ছন্দ, সাবলীল। সরস সংলাপের অনায়াস-উচ্চারণে তিনি সুদক্ষ। তাঁর গানের গলাও বেশ—এ-নাটকে ব্যবহৃত রবীন্দ্র-সংগীতটি তিনি গেয়েছেন সহজ সুরেলা ভঙ্গীতে। নাটকের অন্যান্য চরিত্রে রূপ দিয়েছেন: অনীতা দত্ত, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, নিতাই ঘোষাল, পীযূষ মজুমদার। —নাট্য সমালোচক

অসুখী পোলিন

এ-সপ্তাহের একটি আকর্ষক বিদেশী ছবি "ইমপিরিয়াল ভেনাস"। ছবিটি শুক্রবার থেকে লাইটহাউস সিনেমায় দেখানো হচ্ছে। এটি সপ্তাহের একমাত্র নতুন বিদেশী ছবি।

ফ্রাংকো-ইটালিয়ান কো-প্রোডাকশন, "ইমপিরিয়াল ভেনাস" নেপোলিয়নের বোন পোলিন বোনাপারটের (যার অপর নাম ছিল পোলেট) অস্থির, কামনা-তাড়িত জীবনের ছবি। পোলিনের ভাগ্য-বিড়ম্বনা শুরু হয় তার বয়স যখন ষোল। প্রথম প্রণয়ী ফ্রেরন। রাজনৈতিক কারণে নেপোলিয়ন ওই যুবকের সঙ্গে বোনের বিবাহ-প্রস্তাবে অসম্মতি জানালেন। পোলিনের একটি স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হল—তারপর ক্রমাগত ঘটেছে একই ব্যাপার, নানাভাবে।

যার সঙ্গে পোলিনের বিয়ে হল, নম্র প্রকৃতির সেই জেনারেল লেকলার্কের প্রতি সে বিশ্বস্ত থাকতে পারেনি। ভয় পায়নি লোকনিন্দাকেও। স্বামীর মৃত্যুর অত্যল্পকাল পরে পোলিন পুনর্বার বিবাহ করেছে। বিবাহিত, কিন্তু এবারও সে পতি-অনুগত হয়ে থাকতে পারল না। ভাস্কর কানোভার তৈরি পোলিনের একটি নগ্ন মূর্তি রোমের আলোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়াল। এই মূর্তি পোলিনের পুরনো এক প্রণয়ী কানোভিলকে ওর কাছে টেনে এনেছে। সব বাধা তুচ্ছ করে ওরা মিলিত হতে গিয়েছিল, যে-ভালবাসা ছিল পোলিনের কাম্য তারই স্বাদ সে পেতে চলেছিল। ভেবেছিল, সব শক্তি দিয়ে এই প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখবে। কিন্তু ভাগ্য বঞ্চনা করল। যুদ্ধ—এবং পরে মৃত্যু ডেকে নিল ওর ভালবাসার পাত্রকে।

ইটালিতে তোলা, সাড়ম্বর দৃশ্যবহুল, রঙিন ছবিটিতে পোলিনের ট্রাজেডি, তার অস্থিরতা চমৎকার ফুটেছে। এই মুখ্য ভূমিকায় জিনা লোলোব্রিজিদার অভিনয়ও অনবদ্য। শেষ দৃশ্যে নেপোলিয়ন-বেশী রেমন্ড পেলেগ্রিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কয়েকটি আবেগ-মুহূর্ত স্মরণযোগ্য। কানোভিল এবং জোসেফিনের ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন যথাক্রমে স্টিফেন বয়েড, মিশেলিন প্রেসল।

দিললিতে সংগীত সম্মেলন

ইনডিয়ান টোব্যাকো কোমপানির উদ্যোগে নয়াদিললিতে বিজ্ঞানভবনে তিনদিনব্যাপী এক সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ৫-৭ নবেমবর। শিল্পীরা হলেন: ৫ নবেমবর—ওস্তাদ বিসমিল্লা খাঁ শ্রীমতী মালবিকা কানন, ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ; ৬ নবেমবর—কুমার গন্ধর্ব, শ্রীমতী গিরিজা দেবী, ওস্তাদ আমজাদ খাঁ; ৭ নবেমবর— ওস্তাদ মুনাবর খাঁ, শ্রী এম এস গোপালকৃষ্ণন, শ্রী এম বালমুরলী কৃষ্ণ, শ্রী ভি জি যোগ, শ্রী এ কানন, বেগম আখতার, শ্রীমতী যামিনী কৃষ্ণমূর্তি, পণ্ডিত শামতা প্রসাদ, পণ্ডিত মহাপুরুষ মিশ্র।

নেতাজী সম্পর্কে তথ্যচিত্র

নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো-প্রযোজিত "নেতাজী-ইন-অ্যাকশন" তথ্য চিত্রটির নূতন পরিবর্ধিত সংস্করণ গত রবিবার অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস হল-এ প্রদর্শিত হয়। এই বিশেষ প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথি হিসাবে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হোসেন আলি উপস্থিত ছিলেন। তথ্যচিত্রটিতে ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত নেতাজীর কর্মবহুল জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধকালীন কতকগুলি দুর্লভ তথ্যচিত্র ছবিটিকে সমৃদ্ধ করেছে। ছবির গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজীকে একসঙ্গে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর ছবিটির একটি দুর্লভ সম্পদ।

উল্লেখ করা যেতে পারে এই তথ্যচিত্রটি সম্প্রতি য়ুরোপের বিভিন্ন শহরে সমাদৃত হয়েছে। আগামী ৩১ অকটোবর ও ২ নবেমবর সকাল দশটায় ছবিটি পুনরায় উক্ত প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হবে।

মৃণাল সেনের নতুন ছবি

মৃণাল সেনের "ইনটারভিউ" দেখানো হয়েছে, সে আজ প্রায় এক বছরের কথা। ইতিমধ্যে তিনি একটি ছবি শেষ করে ফেলেছেন, আর একটি শুটিং করছেন। যার কাজে এখন তিনি ব্যস্ত, সেই ছবির নাম "কলকাতা-৭১"—পাঁচটি গল্প একে একে যাতে উপস্থাপিত হবে। ওই পাঁচটির মধ্যে তিনটি গল্পের লেখক: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, সমরেশ বসু। একটি পরিচালকের নিজেরই লেখা।

তৈরি ছবিটির নাম "এক আধুরী কহানী।" হিন্দী ছবি, শ্রীসুবোধ ঘোষের "গোত্রান্তর" গল্প অবলম্বনে নির্মিত। অরুণ কাউল প্রোডাকশনসের এই ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন: উৎপল দত্ত, শেখর চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, শ্যামলাহা, আরতি ও বিবেক। শ্রীবিজয় রাঘব রাও ও শ্রী কে কে মহাজন যথাক্রমে ছবিটির সুরকার ও আলোকচিত্রশিল্পী।

দেশবন্ধুর জীবন-চিত্র

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের একটি প্রামাণিক জীবনী-চিত্র ফিলমস ডিভিশন নির্মাণ করেছেন। শ্রীবীরেন দাস-কৃত এই চিত্রটি ৫ নবেমবর বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির জন্য চিহ্নিত। দেশবন্ধুর শততম বর্ষের শেষদিন ৫ নবেমবর। ছবিটির সুর রচনা করেছেন শ্রীবিজয় রাঘব রাও।

ভানু গোয়েন্দা...

জয়দীপ পিকচারসের ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিসট্যানট নবেমবরের প্রথম সপ্তাহে বীণা, বসুশ্রী ইত্যাদি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। হাসির ছবিটি পরিচালনা করেছেন শ্রীপূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর রায় ছাড়া এ-ছবিতে অভিনয় করেছেন: শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, পাহাড়ী সান্যাল, শ্যাম লাহা, রূপক মজুমদার প্রভৃতি।

সংবাদ-কণা

বিখ্যাত মারকিন অভিনেতা ড্যানি কে এখন এশিয়া সফর-রত। উনিসেফ (ইউনাইটেড নেশনস চিলড্রেনস ফানড) সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে তিনি এই সফর করছেন। ভারতবর্ষে তিনি ১—৪ নবেমবর থাকবেন।

থিয়েটার গিলডের নতুন নাট্য প্রযোজনা: "ভাল মানুষের মেয়ে"—ব্রেখটের "দ্য গুড উওম্যান অব সেটজুয়ান" নাটকের বাংলা রূপ। অনুবাদ শ্রীপ্রলয় শূর। এটি ৪ নবেমবর কলামন্দিরে অভিনীত হবে। নির্দেশক: শ্রীশ্যামল সেন।

হ্যান্সাপ্লাস্ট®

এই সেই একমাত্র সম্পূর্ণ অ্যান্টিসেপটিক ড্রেসিং যাতে আছে শক্তিশালী বিশ্বাসী নাইট্রোফিউরাজোন...যেটি শুধুই যে কাটা, ক্ষত, মুখ-খোলা ফোড়া, কামড়, ঘা, পোড়া, ফোস্কা—সামলে রাখে তাই নয়, নিরাপদে, অব্যর্থভাবে, তাড়াতাড়ি সারিয়ে তোলে।

হ্যান্সাপ্লাস্ট
এতে সব ক্ষত তাড়াতাড়ি ভালো হয়।
ভারতে প্রস্তুত করছেন লিউকোপ্লাস্ট (ইণ্ডিয়া) প্রাইঃ লিঃ, গোয়া, সহযোগিতা করছেন বায়ার্সডর্ফ এ. জি., পশ্চিম জার্মানী।
mcm/cm/1A Ben

ব্রু'র স্বাদ
কফির অতুলনীয় স্বাদ!

সুস্বাদু, তৃপ্তিদায়ক-ব্রু

মামুলি কফি ছেড়ে, চলে আসুন ব্রু'র জগতে। এ এক অসাধারণ ইনস্ট্যান্ট কফি—কড়া, সুস্বাদু, তৃপ্তিভরা ব্রু।

মাত্র আধ চামচেই সুন্দর এক কাপ কফি। তাই 'জার' প্রতি পাবেনও অনেক বেশী কাপ।

দেখুন অন্য ইনস্ট্যান্ট কফির সংগে তুলনা করে।

ভারতের সবচেয়ে বড় কফি প্রস্তুতকারক ব্রুক বণ্ড'এর ব্রু।

একমাত্র কফি যা সুন্দর কাঁচের 'জার'এ পাওয়া যায়। খালি হলেও আবার ব্যবহার করতে পারেন এ 'জার'।

দামে সস্তা, স্বাদে অতুলনীয় মন মাতানো ব্রু।

Bensons/2101812 BEM